বার্ষিক রিপোর্ট
১৯৮৯-৯০

ANNUAL REPORT
1989-90

ANN-408

বাংলাদেশ ব্যাংক
BANGLADESH BANK

বার্ষিক রিপোর্ট
১৯৮৯–৯০
ANNUAL REPORT
1989-90

ANN-408

বাংলাদেশ ব্যাংক

BANGLADESH BANK

গভর্নর

জনাব শেগুফ্‌তা বখ্‌ত্‌ চৌধুরী

ডেপুটি গভর্নর

জনাব মহবুবুর রহমান খান

জনাব এ, এস, এম, ফখরুল আহসান

নির্বাহী পরিচালক

জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ

জনাব এম, এ, কাশেম

জনাব মোহাম্মদ ছালেহ আহমদ

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

জনাব এ, বি, এম, মাহবুবুল আমিন খান

প্রেরণ পত্র

বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা

২২শে মাঘ, ১৩৯৭

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

সচিব
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

মহোদয়,

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশের ৪০ (২) নম্বর ধারা অনুযায়ী ব্যাংকের ১৯৯০ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হিসাব বছরের রিপোর্ট ও নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রেরণ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,
শেগুফতা বখ্‌ত চৌধুরী
গভর্নর

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদসমূহ	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা	১
পুনর্বিন্যাসমূলক ও সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ	২
অর্থ, ঋণ ও মূল্য পরিস্থিতি	৭
বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য	৮
স্বল্প মেয়াদী সম্ভাবনা	৯
TRENDS IN THE ECONOMY OF BANGLADESH DURING 1989-90	১১
Adjustment and Support Measures	১২
Money, Credit and Price Situation	১৬
Balance of Trade and Payments	১৭
Short-term Prospects	১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রধান খাতসমূহ	১৯
মোট দেশজ উৎপাদন	১৯
কৃষি খাত	২০
শিল্প খাত	২০
সরকারী খাতে ব্যয় বরাদ্দ	২৩
বেসরকারী শিল্প খাতে বিনিয়োগ	২৪
খাদ্য পরিস্থিতি	২৪
মূল্য পরিস্থিতি /ভোক্তা মূল্য সূচক	২৭
মজুরী	২৮
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	২৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অর্থ ও ব্যাংকিং	২৯
অর্থ সরবরাহ (M_1)	৩০
অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ–সূচক উপাদানসমূহ	৩২
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (M_2)	৩৩
রিজার্ভ মুদ্রা	৩৪
অর্থের আয়–গতি	৩৬
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৩৬

পরিচ্ছেদসমূহ	পৃষ্ঠা
ব্যাংক ঋণ	৩৭
ব্যাংক আমানত	৩৮
শহর ও পল্লী এলাকায় আগাম ও আমানত	৩৯
ঋণ /আমানত অনুপাত	৪০
বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহের কর্জ	৪০
বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল	৪০
ব্যাংক রেট	৪১
সুদের হার নীতি	৪১
তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ অর্থ সংরক্ষণ এবং তরল সম্পদ আবশ্যকতার হারসমূহ	৪২
ডিপোজিট পেনশন স্কীম	৪২
ঋণ নীতি	৪৩
ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ	৪৪
পুনঃ অর্থসংস্থান নীতি	৫০
পুনঃবাট্টা বাতায়ন সুবিধা	৫০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ব্যাংকিং সুবিধাদি ও অর্থসংস্থান	৫৩
ব্যাংক শাখার সম্প্রসারণ	৫৩
ব্যাংক অব ক্রেডিট এন্ড কমার্স, বাংলাদেশ লিমিটেড	৫৩
ইসলামী ব্যাংকিং	৫৩
শ্রেণী ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক অবস্থা	৫৪
ব্যাংক পরিদর্শন	৫৫
বিনিয়োগ কোম্পানী	৫৬
অ- ব্যাংক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন	৫৬
পুনঃবাট্টা বাতায়ন সুবিধা	৫৬
পুনঃঅর্থ সংস্থান ও পল্টা অর্থসংস্থান কর্মসূচী	৫৭
খাদ্যশস্যের জন্য পাল্টা অর্থসংস্থান	৫৭
সারের জন্য পাল্টা অর্থসংস্থান	৫৭
পাটের জন্য পুনঃ অর্থসংস্থান	৫৮
রপ্তানী বিলের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান	৫৮
অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্যের জন্য পুনঃঅর্থসংস্থান	৫৮
চিনি কলের জন্য পুনঃঅর্থসংস্থান	৫৯

পরিচ্ছেদসমূহ	পৃষ্ঠা
অন্যান্য পুনঃঅর্থসংস্থান	৫৯
ডিউটি–ড্র–ব্যাক	৫৯
বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় অর্থায়ন	৫৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ মূলধন বাজার এবং শিল্পে অর্থসংস্থান	৬১
ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ	৬১
বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	৬১
বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা	৬২
বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	৬২
বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা	৬৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ কৃষি ও পল্লী অর্থসংস্থান	৬৫
বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচী	৬৫
কৃষি ঋণ পাশ বই	৬৬
বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ	৬৭
কৃষি ঋণ আদায়	৬৭
কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান	৭১
অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহকে	
প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতি	৭৩
কৃষি ঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ	৭৪
পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ	৭৮
পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগের প্রকল্পসমূহ	৭৯
ব্যাংক শাখা ও সমবায়সমূহ পরিদর্শন	৮০
গ্রামীণ ব্যাংক	৮১
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থসংস্থান	৮৩
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাসমূহ	৮৩
ঋণ গ্যারান্টি (ক্ষুদ্র ঋণ) স্কীম	৮৪
ধোলাই খাল–জিঞ্জিরা এলাকায় ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং	
শিল্পের জন্য বিশেষ ঋণ	৮৪
ক্ষুদ্র শিল্প ব্যাংক	৮৪
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও বিনিয়োগ	৮৪
বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ	৮৫
নোরাদ (NORAD) অনুদানের অধীনে পুনঃঅর্থসংস্থান	৮৫
এ, ডি, বি, ঋণ নং –৭৭৩–বি, এ, এন, (এস, এফ,)	
এর অধীনে গ্রামীণ ও কৃষি–ভিত্তিক শিল্পে অর্থসংস্থান	৮৫
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান	৮৭
বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা	৮৭

পরিচ্ছেদসমূহ	পৃষ্ঠা
ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার অর্থ সংগ্রহ	৮৭
বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহ নির্মাণে অর্থসংস্থান	৮৮
বাংলাদেশ ব্যাংকের পল্লী গৃহায়ন অর্থসংস্থান স্কীম	৮৮
গ্রামীণ ব্যাংকের গৃহ নির্মাণে অর্থসংস্থান	৮৮
নবম পরিচ্ছেদ : সরকারী অর্থসংস্থান	৯১
জাতীয় বাজেট ও রাজস্ব নীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ	৯১
১৯৮৯-৯০ সালের বাজেট	৯১
১৯৮৯-৯০ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৯২
১৯৯০-৯১ সালের প্রাক্কলিত বাজেট	৯৩
১৯৯০-৯১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৯৩
সরকারের ঋণ	৯৪
মেয়াদোত্তীর্ণ দু'বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারী বিল	৯৪
শতকরা ১১ ভাগ সুদযুক্ত বাংলাদেশ সরকারের ঋণ - ১৯৯২	৯৪
শতকরা ১১.৫ ভাগ বাট্টাযুক্ত অ-ব্যাংক ট্রেজারী বিল	৯৪
ব্যাংক বহির্ভূত বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ন্যাশনাল বন্ড'	৯৪
শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত 'ইনকাম ট্যাক্স বন্ড'	৯৪
জিপি নোট/ স্টক সার্টিফিকেট	৯৪
শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত 'নন্‌-নেগোশিয়েবল বন্ড'	৯৫
শতকরা ৮ ভাগ সুদযুক্ত 'সেভিংস বন্ড'	৯৫
সঞ্চয় আহরণের মাধ্যমসমূহ	৯৫
প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র	৯৫
বোনাস সঞ্চয় পত্র	৯৫
৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্র	৯৫
বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড	৯৬
প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে সঞ্চয় পত্র বিক্রয়	৯৬
ওয়েজ আর্নারস্‌ ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৯৬
দশম পরিচ্ছেদ : বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য	৯৭
বাণিজ্যের ভারসাম্য	৯৭
আমদানী ব্যয়	৯৭
রপ্তানী আয়	৯৯
সেবা খাতের হিসাব	১০০
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	১০০
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থপ্রেরণ	১০০

পরিচ্ছেদসমূহ	পৃষ্ঠা

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ	১০০
পণ্য বাণিজ্য শর্ত	১০১
একাদশ পরিচ্ছেদ : বৈদেশিক সাহায্য	১০৩
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন	১০৫
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : বাণিজ্য নীতি	১০৭
রপ্তানী নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা	১০৭
আমদানী নীতি ও কর্মসূচী	১০৯
আমদানী লাইসেন্স	১১১
আমদানী মূল্য	১১১
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : বাণিজ্য ও বিনিময় চুক্তি	১১৩
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : প্রধান রপ্তানী পণ্যসমূহ	১১৫
প্রচলিত রপ্তানী পণ্য	১১৫
কাঁচা পাট	১১৫
পাটজাত দ্রব্য	১১৬
চা	১১৭
অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্য	১১৮
তৈরী পোশাক	১১৮
কাঁচা চামড়া	১১৮
হিমায়িত খাদ্য	১১৯
ন্যাপথা	১১৯
নিউজপ্রিন্ট	১১৯
হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	১১৯
ষোড়শ পরিচ্ছেদ : বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ	১২১
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি	১২১
বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারে টাকা-ডলার বিনিময় হার এবং এক্সপিবি প্রিমিয়ামের হার	১২২
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ	১২২
বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা পরিদর্শন	১২৫

পরিচ্ছেদসমূহ		পৃষ্ঠা
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন		১২৭
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : নোট ও ধাতব মুদ্রা		১২৯
	ব্যাংক নোট	১২৯
	অন্যান্য নোট ও ধাতব মুদ্রাসমূহ	১২৯
	দু'টাকার নোট	১২৯
	এক টাকার নোট ও ধাতবমুদ্রা	১২৯
	অন্যান্য ধাতব মুদ্রাসমূহ	১২৯
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : প্রশাসন		১৩১
	পরিচালক পর্ষদ পুনর্গঠন	১৩১
	পরিচালক পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি/সমন্বয় কমিটির সভা	১৩১
	বিভিন্ন পদে নিয়োগ	১৩১
	কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা	১৩১
	প্রেষণে কর্মরত ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ	১৩১
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১৩২
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৩২
	ব্যাংকের প্রকাশনাসমূহ	১৩৩
	দপ্তর/বাসস্থান সংস্থান ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড	১৩৩
	কল্যাণমূলক কার্যাবলী ও বৃত্তি অনুমোদন	১৩৩
বিংশ পরিচ্ছেদ : বার্ষিক হিসাব		১৩৫
	ইস্যু বিভাগঃ দায় ও সম্পদ	১৩৫
	ব্যাংকিং বিভাগঃ দায় ও সম্পদ	১৩৫
	লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক হিসাব	১৩৬
	হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ	১৩৭
	প্রশংসা জ্ঞাপন	১৩৮
	স্থিতিপত্র ও লাভ- ক্ষতির হিসাব (Balance Sheet and Profit and Loss Account)	১৩৯
	ইস্যু বিভাগ	১৪০
	ব্যাংকিং বিভাগ	১৪২
	লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক হিসাব	১৪৪
	হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন	১৪৬
	Report of The Auditors	১৪৭

পরিশিষ্ট
APPENDICES

পৃষ্ঠা

বাংলাদেশ : কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান ১৪৯
BANGLADESH : SOME SELECTED STATISTICS

১। আয়তন ও জনসংখ্যা ১৫১
Area and Population

২। জাতীয় আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ১৫২
National Income, Investment and Savings

৩। সরকারী অর্থসংস্থান এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) ১৫৩
Government Finance and Annual Development Programme (ADP)

৪। মুদ্রা, ঋণ এবং মূল্য সূচক ১৫৪
Money, Credit and Price Index

৫। রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উপাদানসমূহ ১৫৫
Reserve Money and Its Components

৬। রিজার্ভ মুদ্রার উৎসসমূহ ১৫৬
Sources of Reserve Money

৭। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে পুনঃ অর্থসংস্থানের স্থিতি ১৫৭
Outstanding Refinance of Scheduled Banks with the Bangladesh Bank

৮। সরকারী এবং বেসরকারী খাতে আমানতসমূহ ১৫৮
Deposits of Public and Private Sectors

৯। তফসিলী ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক অবস্থা ১৫৯
Comparative Position of Scheduled Banks

১০। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো ১৬০
Interest Rates Structure of the Banking Sector in Bangladesh

১১। বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য ১৭৯
Balance of Payments

১২। পণ্য রপ্তানী (আয়) ১৮২
Merchandise Exports (Receipts)

১৩। পণ্য আমদানী (ব্যয়) ১৮৩
Merchandise Imports (Payments)

১৪। বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ পরিশোধ ১৮৪
Foreign Aid, External Debt and Debt Service

পৃষ্ঠা

১৫। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ১৮৫
International Reserves

১৬। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ১৮৬
Exchange Rates

১৭। প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থপ্রেরণ ১৮৮
Wage Earners' Remittance

১৮। বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যালয়সমূহ ১৮৯
Offices of the Bangladesh Bank

১৯। তফসিলী ব্যাংকসমূহের তালিকা ১৯০
List of the Scheduled Banks

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

১.১। ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরের প্রারম্ভে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ, ব্যাপক আমদানী ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রত্যাশিত বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণে অর্থনীতিতে এক নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে, অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি, বিশেষ করে আমন ফসলের আশাতীত ফলন, কার্যকর চাহিদার উদ্দীপন ঘটিয়ে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিতেও অবদান রাখে। কৃষি খাতের সার্বিক উৎপাদন শতকরা ৫.৬* ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে পূর্ববর্তী বছরে তা নজিরবিহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শতকরা ০.০২[স] ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য বছরে আমন ফসলের ৯২.৩০ লক্ষ টন রেকর্ড উৎপাদনসহ খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন শতকরা ১৪.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৯.৮৭ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধিও পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২.৫[স] ভাগ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৮.৫* ভাগে দাঁড়ায়। কাঠামোগত বিন্যাসমূলক কর্মসূচীর আওতায় শিল্প, বাণিজ্য, রাজস্ব ও আর্থিক খাতে সংস্কারধর্মী পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের ফলে সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চার হয়। ফলে, ১৯৮৪-৮৫ সালের স্থির উপাদান ব্যয়ে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২.৫[স] ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯-৯০ সালে শতকরা ৫.৮* ভাগে উন্নীত হয়।

১.২। আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং রপ্তানী পণ্যসমূহের মূল্য তেমন বৃদ্ধি না পাওয়া সত্ত্বেও নমনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি অনুসরণ এবং রাজস্ব ও অর্থায়ন বিষয়ক বাস্তবমুখী পদক্ষেপসমূহ অব্যাহত রাখার ফলে রপ্তানী আয়ের** পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১,২৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১৬.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯-৯০ সালে ১,৪৮৬ মিলিয়ন*** ডলারে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে আমদানী ব্যয়ের** পরিমাণও শতকরা ১১.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৭৫৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। আমদানী ব্যয় বৃদ্ধির হার রপ্তানী আয় বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম হওয়ায় মোট রপ্তানী আয়ের পরিমাণ আলোচ্য বছরে বৃদ্ধি পেয়ে আমদানী ব্যয়ের শতকরা ৪০.০ ভাগে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল শতকরা ৩৮.০ ভাগ। বহির্বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ২,০৯৪ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় আলোচ্য বছরে ২,২৭৩

* পরিকল্পনা কমিশনের সাময়িক হিসেব অনুসারে।

** উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক।

*** রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর হিসেব মতে এ বছরে রপ্তানী আয় ১৮.৫% বৃদ্ধি পেয়ে ১,৫২৪ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়।

স = সংশোধিত।

মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় । মূলতঃ বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি বৃদ্ধি এবং 'অপরিশোধের বেসরকারী হস্তান্তর' (Private Unrequited Transfers) খাতে প্রাপ্তি হ্রাস পাওয়ায় বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে পূর্ববর্তী বছরে ৬ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্তের স্থলে ১৯৮৯-৯০ সালে ১০০ মিলিয়ন ডলারের ঘাটতি হয় ।

১.৩। ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (M_2) বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৬.৩ ভাগের তুলনায় ১৯৮৯-৯০ সালে যৎসামান্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৬.৯ ভাগে দাঁড়ায়, যদিও প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৭.০ ভাগ । আলোচ্য বছরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারিত হবার কারণে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৩.১ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় শতকরা ১৮.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও তা প্রক্ষেপিত মাত্রা শতকরা ২০.৩ ভাগের মধ্যে সীমিত থাকে । আলোচ্য বছরে কুয়েত সরকারের আমানত প্রত্যর্পণ, নগদ মূল্যে খাদ্যশস্য আমদানী এবং প্রত্যাশিত বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি বিলম্বিত হওয়ার পটভূমিতে উদার বাণিজ্য নীতির আওতায় আমদানীকারকগণ কর্তৃক অতিরিক্ত আমদানীর কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হয় । বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস রোধ কল্পে আমদানী ঋণপত্রের উপর মার্জিন আরোপ, আমদানী-ভিত্তিক কর ব্যবস্থার সুষমকরণ এবং বিদেশ ভ্রমণসহ বিভিন্ন খাতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারে মিতব্যয়িতা অবলম্বনের ফলে দ্রুত রিজার্ভ হ্রাসের গতি রোধ করা সম্ভবপর হয় এবং বছরের শেষ নাগাদ তা অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল হয়ে ৫২০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় । বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার তিনবার পুনঃনির্ধারণ করা হয় । এর ফলে, ১৯৯০ সালের ২০শে মে তারিখে প্রতি ডলারের সরকারী বিনিময় হার দাঁড়ায় ৩৪.৯০ টাকায়, যা এ বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার মোট শতকরা ৭.৫৪ ভাগ অবমূল্যায়ন নির্দেশ করে । বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারেও টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ৭.৫৩ ভাগ অবমূল্যায়ন হয় এবং আলোচ্য বছর শেষে সরকারী ও বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার হারের ব্যবধান শতকরা ২.০১ ভাগে দাঁড়ায়।

পুনর্বিন্যাসমূলক ও সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ

১.৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আর্থিক খাত সংস্কারসহ কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসমূলক কর্মসূচীর বাস্তবায়ন আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে । সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আলোচ্য বছরে আর্থিক খাতের নীতি নির্ধারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধনের জন্য একটি ব্যাপক আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী (Financial Sector Reform Programme) গ্রহণ করা হয় । উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সম্পদ আহরণে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন নিশ্চিতকরণে ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করাই এ সংস্কার কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য । যে পদ্ধতিতে উপরোক্ত আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর উল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে বলে বিবেচিত হয়েছে, তা হলোঃ (১) একটি নমনীয় (flexible) সুদনীতি অনুসরণের মাধ্যমে সুদ-কাঠামোর বিদ্যমান অসংগতিসমূহ দূরীকরণ এবং সীমিত ব্যাংক সম্পদের বন্টন

ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার উন্নয়ন; (২) দৃশ্যমান ভর্তুকি ব্যবস্থার মাধ্যমে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমূহে অর্থায়নে উৎসাহ প্রদান ; (৩) নমনীয় এবং পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি দক্ষ অর্থ-ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ; (৪) ব্যাংকসমূহের মূলধনের পুনর্গঠন, যথোপযুক্ত হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদারকরণের মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থার আর্থিক ভিত্ সুদৃঢ়করণ; (৫) কার্যকর ঋণ আদায় পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে খেলাপী ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নয়ন; এবং (৬) দেশের মূলধন বাজারের উন্নতি সাধন । একটি বাজারমুখীন প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে উত্তরোত্তর বেসরকারী খাতের বৃহত্তর ভূমিকা নিশ্চিতকরণের জন্য আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

১.৫। ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসের পূর্ব পর্যন্ত সকল ধরনের এবং সকল মেয়াদের আমানতের ও ঋণের ব্যাপারে সুদের হারসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া হতো । শুধুমাত্র 'সার্টিফিকেট অব ডিপোজিট' এবং আন্তঃব্যাংক তলবী অর্থ বাজার (Inter-bank Call Money Market), এবং বাণিজ্যিক আমদানীর জন্য বার্ষিক শতকরা ১৭.৫ ভাগ উর্ধ্ব সীমার মধ্যে ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট সুদের হার নির্ধারণ করতে পারত । ঋণ এবং আমানতের উপর সুদ যাতে বাজার ব্যবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে, সে লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে কার্যকর ভাবে একটি বাজারমুখীন সুদনীতি প্রবর্তন করা হয় । এ নীতির আওতায় আমানতের উপর সুদের হার এমন ভাবে নির্ধারণ করা হয়, যাতে মেয়াদী আমানতে সঞ্চয় সংরক্ষণকারীর জন্য একটি ধনাত্মক প্রকৃত আয় (positive real return) এবং ব্যাংকসমূহের জন্য যুক্তিসংগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে । এ লক্ষ্যে, সঞ্চয়ী এবং মেয়াদী আমানতের উপর প্রদেয় সুদের পরিসীমাসমূহ (bands) ষান্মাসিক ভাবে পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করে দেবে এবং ব্যাংকসমূহ প্রতিটি পরিসীমার মধ্যে তাদের নিজ নিজ সুদের হারসমূহ নির্ধারণ করবে । তহবিল সংগ্রহের ব্যয়, প্রশাসনিক খরচাদি, অনাদায়ী ঋণের 'প্রতিবিধান ব্যয়' (cost of provision) এবং মুনাফার ব্যবস্থা সংরক্ষণের ভিত্তিতে ঋণ ও আগাম প্রদানের ক্ষেত্রেও খাত-ওয়ারী সুদের পরিসীমাসমূহ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে । নির্ধারিত পরিসীমাসমূহের মধ্যে ব্যাংকসমূহ তাদের নিজ নিজ সুদের হার নির্ধারণ করতে পারবে । কয়েকটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতের জন্য ঋণের উপর সুদের হার 'ছায়া বাজার হার' (Shadow Rate) এর নিচে নির্ধারণ করা হয়েছে । সরকার এসব খাতে ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহকে বাজেটের সম্পদের মাধ্যমে ভর্তুকির আকারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । আমানতের মত ঋণ ও আগামের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক ভিত্তিতে সুদের হারসমূহ পর্যালোচনা করা হবে এবং 'ছায়া বাজার হার' এর উপাদানসমূহের যে কোন পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের জন্য নির্ধারিত পরিসীমাসমূহ পরিবর্তন করা হবে ।

১.৬। বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি ব্যাংকের জন্য পৃথক পৃথক ঋণ সীমা (credit ceiling) নির্ধারণ করে দেয়ার প্রচলিত প্রথা অবলুপ্ত করে এবং খাত-ভিত্তিক রেয়াতী হারে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধার স্থলে তফসিলী ব্যাংকসমূহের জন্য (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী

ভাগে বর্ধিতকরণ; (২) প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য গড়ে শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধিকরণ; (৩) বিদেশ ভ্রমণ কর, এয়ার টিকেট কর, বিদ্যুৎ শুল্ক, ট্র্যাশ ডিউটি এবং মোটর যান করের হারসমূহ বর্ধিতকরণ; (৪) রেশনে সরবরাহকৃত চাল ও গমের মূল্য বৃদ্ধিকরণ; (৫) প্রকৌশল ও রাসায়নিক শিল্পসহ কতিপয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আমদানী শুল্ক ও বিক্রয় করের হারসমূহের সমন্বয় সাধন এবং কতিপয় শিল্পের কাঁচামাল আমদানীর উপর বিদ্যমান শুল্ক হ্রাসকরণ; (৬) নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে শিল্পের অবস্থানভেদে বিভিন্ন মেয়াদের কর অবকাশের সময়সীমা নির্ধারণ, শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগের জন্য ত্বরান্বিত অবচয় রেয়াত (accelerated depreciation allowance) প্রদানের মেয়াদ এবং কতিপয় ক্ষেত্রে, যেমন তুঁত, গুটিপোকা, ব্যাঙের ছাতা (mushroom) ও ফুল চাষ থেকে প্রাপ্তব্য আয়ের কর অব্যাহতি প্রদানের মেয়াদ ২০০০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বর্ধিতকরণ; (৭) শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (BMRE) কাজে যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগকৃত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ হারে বিনিয়োগ রেয়াত প্রদান এবং 'স্বল্পোন্নত এলাকা' ও 'ন্যূনতম উন্নত এলাকায়' স্থাপিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে আয়কর রেয়াতের হার বর্ধিতকরণ; এবং (৮) কোম্পানী নয় এমন করদাতা কর্তৃক 'অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত আয়' হতে ঘোষিত আয়ের শতকরা ১০ ভাগ ১৯৯৬ সালের ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে নির্দিষ্টকৃত শিল্পে বিনিয়োগ সাপেক্ষে শতকরা ১০ ভাগ আয়কর প্রদানের সুযোগ দান।

১.১২। শিল্পখাত, বিশেষ করে রপ্তানীমুখী শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত রাখা হয়। সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত ৭টি উপ-খাত থেকে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি উপ-খাতকে বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। উন্নয়নে অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সম্পন্ন এবং বেসরকারী ব্যাংকসমূহকে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা বা সরকারী অনুমতি ছাড়াই যে কোন শিল্প প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিষিদ্ধ/শর্তযুক্ত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে গ্যারান্টি দাখিলের আবশ্যকতা শুল্কাধীন পণ্যাগার (Bonded Warehouse) ব্যবস্থায় পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান/রপ্তানীকারকের ক্ষেত্রে প্রত্যাহার করা হয়। বন্দর এলাকায় চিংড়ি মাছের দ্বিতীয় চেকিংকরণের প্রথা রহিত করা হয় এবং কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে এক্সপিবি'র পরিবর্তে সাময়িক ভিত্তিতে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া, অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানীমুখী শিল্প ইউনিটসমূহ/রপ্তানীকারকগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাঁচামাল/যন্ত্রাংশ আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ সরবরাহের সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA) এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি 'রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে তার হিসাব চালু করা হয়।

১.১৩। বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে কয়েকটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যৌথ উদ্যোগে ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী গঠনের অনুমতি দেয়া হয় এবং রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বাইরেও শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানায় শিল্প স্থাপনের সুযোগ দানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন স্থানীয় ব্যাংক থেকে গ্রহণের ব্যাপারেও অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া, পুনঃপ্রেরণ না করার শর্তে ৭৫ হাজার মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বা তদূর্ধ্ব অর্থ বিনিয়োগকারী বিদেশী উদ্যোক্তাগণকে স্থায়ী আবাসিক সুবিধা/পূর্ণ নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয় বিবেচনার সুযোগ দেয়া হয়।

অর্থ, ঋণ ও মূল্য পরিস্থিতি

১.১৪। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। প্রকৃত অবস্থার মূল্যায়ন এবং সঠিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুসরণ করায় ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (M2) এবং মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ সরবরাহ প্রক্ষেপিত মাত্রার মধ্যে সীমিত রাখা সম্ভব হয়। ১৯৮৯-৯০ সালে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ ৩,২১৯.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৬.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২২,২৯৭.৬০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা প্রক্ষেপিত হার শতকরা ১৭.০ ভাগের চেয়ে সামান্য কম, যদিও তা পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৬.৩ ভাগের তুলনায় সামান্য বেশি। আলোচ্য বছরে রিজার্ভ মুদ্রা বা 'হাই পাওয়ার্ড মানি' শতকরা ১৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৩১৭.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকসমূহের রিজার্ভ/আমানত অনুপাত হ্রাসের কারণে অর্থ এর গুণক (Money Multiplier) পূর্ববর্তী বছরের শেষের ৩.৪৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছর শেষে ৩.৫৩-এ দাঁড়ায়।

১.১৫। ১৯৮৯-৯০ সালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ৩,৬৬৬.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৮.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,০৩২.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অভ্যন্তরীণ ঋণ সম্প্রসারণের এ হার আলোচ্য বছরের জন্য প্রক্ষেপিত শতকরা ২০.৩ ভাগের তুলনায় কম হলেও তা পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৩.১ ভাগের চেয়ে বেশি। আলোচ্য বছরের প্রথমার্ধে স্বাভাবিক মৌসুমী কর্মকাণ্ডে বর্ধিত অর্থায়ন ছাড়াও সরকারী খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ ঋণ অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৯ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ২,৭৯৭.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৪.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এ বৃদ্ধির মধ্যে সরকারী খাত, রাষ্ট্রায়ত্ত খাত এবং বেসরকারী খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ৮৭৩.৭০ কোটি টাকা (+৬৩.৬%), ৪২৬.১০ কোটি টাকা (+৯.২%) এবং ১,৪৯৭.২০ কোটি টাকা (+১১.২%)। বছরের দ্বিতীয়ার্ধে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রসারের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এ সময়ে, ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৬৯.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩.৯ ভাগ। ফলে, সারা বছরে খাত-ওয়ারী ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায়ঃ সরকারী খাত ৬৪৩.৮০ কোটি টাকা(+৪৬.৯%), রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ৩৭৭.৯০ কোটি টাকা (+৮.২%) এবং বেসরকারী খাত ২,৬৪৪.৮০ কোটি টাকা (+১৯.৮%)।

১.১৬। আলোচ্য বছরে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (M_2) বৃদ্ধির হার কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আর্থিক সম্পদের চাহিদা (asset demand for money) পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ থাকায় এবং মূল্য স্থিতিশীলকরণ প্রচেষ্টাসহ সার্বিক সরবরাহ পরিস্থিতি সন্তোষজনক থাকার ফলে মূল্যস্ফীতির হার দশ শতাংশের নিচে ধরে রাখা সম্ভবপর হয় । ১৯৮৯-৯০ সালে ঢাকা মহানগরীর মধ্য আয়ের পরিবারসমূহের বারো মাসের গড়-ভিত্তিক ভোক্তা মূল্য সূচক* দ্বারা নিরূপিত মূল্যস্ফীতির হার শতকরা ৯.৩ ভাগে দাঁড়ায় । পূর্ববর্তী বছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল শতকরা ৮.০ ভাগ ।

বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য

১.১৭। ১৯৮৯-৯০ সালে বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে (Trade Balance) ঘাটতি অব্যাহত থাকলেও ঘাটতি বৃদ্ধির মাত্রা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পায় । আলোচ্য বছরে পণ্য খাতে (Commodities Account) ঘাটতির পরিমাণ ১৭৯ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ২,২৭৩ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যা ২১৬ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ২,০৯৪ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল । ১৯৮৯-৯০ সালে মোট আমদানী ব্যয় পূর্ববর্তী বছরের ৩,৩৭৫ মিলিয়ন ডলার থেকে ৩৮৪ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৭৫৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় । আলোচ্য বছরে বর্ধিত আমদানী ব্যয়ের প্রধান খাতগুলো ছিল ঃ মূলধনী দ্রব্য ও আনুষংগীক উপকরণ (+২০৬ মিলিয়ন ডলার), রাসায়নিক দ্রব্য (+৬৯ মিলিয়ন ডলার), তুলা ও সুতা (+৫৫ মিলিয়ন ডলার), অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য (+৪১ মিলিয়ন ডলার), সিমেন্ট (+৩৮ মিলিয়ন ডলার) এবং ভোজ্যতেল ও তেলবীজ (+৩৪ মিলিয়ন ডলার) ।

১.১৮ । ১৯৮৯-৯০ সালে দেশের মোট রপ্তানী আয় ২০৫ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৮৬ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরে ৯৫ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছিল । মোট রপ্তানী আয়ে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্যের অবদান ছিল যথাক্রমে ৪৫৫ মিলিয়ন ডলার (৩০.৬%) এবং ১,০৩১ মিলিয়ন ডলার (৬৯.৪%) । পণ্য ভিত্তিক রপ্তানী আয়ের অংশ ছিল ঃ কাঁচা পাট ১১২ মিলিয়ন ডলার, পাটজাত দ্রব্য ৩০৮ মিলিয়ন ডলার, চা ৩৫ মিলিয়ন ডলার, তৈরী পোশাক ৫৯২ মিলিয়ন ডলার, হিমায়িত খাদ্য ১৭০ মিলিয়ন ডলার, চামড়া ১৬৭ মিলিয়ন ডলার এবং অন্যান্য পণ্য ১০২ মিলিয়ন ডলার । আলোচ্য বছরে সেবা খাতে প্রাপ্তির পরিমাণ ৫৫ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪৩ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় । অপর পক্ষে, এ খাতে বহিঃপ্রবাহের পরিমাণ ৪০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫৪ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় । প্রাপ্তি বৃদ্ধির তুলনায় বহিঃপ্রবাহ বৃদ্ধির পরিমাণ কম হওয়ায় সেবা খাতে (নীট) ঘাটতির পরিমাণ ১৫ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পায়। আলোচ্য বছরে 'অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর'** (Private Unrequited Transfers) খাতে প্রাপ্তির

---

* উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ।

** প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ (wage earners' remittance) এর অন্তর্ভুক্ত ।

পরিমাণ ৩৪ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ৮০২ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ১৯৮৯-৯০ সালে বহির্বাণিজ্যের চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ ১৯৮ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১,৫৭৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। প্রধানতঃ বাণিজ্যের ঘাটতি বৃদ্ধি এবং 'অপরিশোধের বেসরকারী হস্তান্তর' খাতে প্রাপ্তি হ্রাসের কারণে চলতি হিসাবের ঘাটতি উপরোক্ত মাত্রায় বৃদ্ধির ফলে নীট মূলধনের অন্তর্মুখী প্রবাহ ৯২ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে পূর্ববর্তী বছরে ৬ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্তের তুলনায় ১৯৮৯-৯০ সালে ১০০ মিলিয়ন ডলারের ঘাটতি দেখা দেয়। উল্লেখ্য, সেবা খাতের ঘাটতি ১৫ মিলিয়ন ডলার হ্রাস না পেলে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেতো।

১.১৯। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশের জন্য প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ২,১৪৪ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯০ সালে জুন মাসের শেষ নাগাদ প্রতিশ্রুত সর্বমোট ২৬,০৯২ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে ১২,১৪৩ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৬.৫ ভাগ ছিল অনুদান। উপরোক্ত সময়ে অবমুক্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২০,৭২৯ মিলিয়ন ডলার, যা ছিল মোট প্রতিশ্রুতির শতকরা ৭৯.৬ ভাগ। অবমুক্ত সাহায্যের এ ঘাটতির জন্য অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হলো স্থানীয় মুদ্রায় সম্পূরক সম্পদের অপ্রতুলতা। মোট অবমুক্ত সাহায্যের মধ্যে ১০,৬২৭ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৫১.৩ ভাগ ছিল ঋণ এবং অবশিষ্ট ১০,১০২ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৮.৭ ভাগ ছিল অনুদান। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,৩৪৮ মিলিয়ন ডলার। ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ৯,৪৮০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৮৯-৯০ সালে বৈদেশিক ঋণের আসল ও সুদ বাবদ মোট ২৯০ মিলিয়ন ডলার বা রপ্তানী আয়ের শতকরা ১৯.৫ ভাগ পরিশোধ করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৪১ মিলিয়ন ডলার বা রপ্তানী আয়ের শতকরা ২৬.৬ ভাগ।

স্বল্প-মেয়াদী সম্ভাবনা

১.২০। ১৯৮৯-৯০ সালে জাতীয় উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হারের নিরিখে এ প্রত্যাশা হয়েছিল যে, চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছর, অর্থাৎ ১৯৯০-৯১ সালে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অধিকতর গতি সঞ্চারিত হবে। কিন্তু, মধ্য প্রাচ্যের বিরাজমান পরিস্থিতি, বিশেষ করে তেলের মূল্য বৃদ্ধি, প্রবাসী বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থানের পরিধি সংকোচন এবং বিদেশে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সমস্যা বাংলাদেশের মত একটি স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রতিকূল প্রভাবের বিস্তৃতি ও গভীরতা নির্ভর করবে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিণতি ও স্থায়িত্বকালের উপর।

TRENDS IN THE ECONOMY OF BANGLADESH DURING 1989-90

1.1 The economy of Bangladesh witnessed a difficult situation during the earlier part of FY 1989-90, reflecting excessive borrowing by the Government from the banking system, substantial increase in import payments and delay in receipt of anticipated foreign aid. Favourable natural conditions, however, played a positive role in reviving the growth of the economy during the year. A marked acceleration in agricultural production, particularly the record harvest of Aman crop, led to a stimulation of effective demand which, in turn, encouraged increased production in the industrial sector. Overall agricultural production, which had declined by 0.02[*] percent during the preceding year owing to unprecedented natural calamities, increased by 5.6 percent[**] during 1989-90. With a record harvest of 92.00 lakh tons of Aman crop, total foodgrains production in the country increased by 14.6 percent to 189.87 lakh tons during the year. Growth rate of the industrial sector also picked up from 2.3[*] percent in the preceding year to 8.4 percent[**] in 1989-90. Implementation of various reform measures under the Structural Adjustment Programme in industrial, commercial, fiscal and financial sectors helped overall economic activity gather momentum during the year under report. As a result, the rate of growth of Gross Domestic Product (GDP), at constant 1984-85 factor cost, went up from 2.3[*] percent in the preceding year to 5.8 percent[**] in 1989-90.

1.2 Despite keen competition in the international market and no notable increase in export prices, export receipts[***] increased by 16.0 percent from US $1,281 million in the preceding year to $ 1,486 million[@] in 1989-90 due mainly to pursuit of a flexible exchange rate policy and continuation of pragmatic measures in the fiscal and monetary regime. Import payments[***] also increased by 11.4 percent to $ 3,759 million during the year under report. As the rate of increase in import payments was lower than that in export receipts, the share of export receipts in import payments stood at 40.0 percent in 1989-90 as compared to 38.0 percent in the preceding year. The deficit in the trade balance stood at $ 2,273 million during 1989-90 as compared to $ 2,094 million in the preceding year. Due mainly to an increase in trade deficit and a decline in receipts under 'private unrequited transfers,' the overall balance of payments recorded a deficit of $100 million in 1989-90 as against a small surplus of $ 6 million in 1988-89.

---

* Revised.

** Source : Planning Commission.

*** Source: Bangladesh Bank.

@ According to data compiled by the Export Promotion Bureau, the value of exports increased by 18.0% to $1,524 million during the year.

1.3 The rate of expansion in Broad Money (M_2) increased slightly from 16.3 percent in the preceding year to 16.9 percent in 1989-90 against the projected rate of 17.0 percent. Following acceleration in economic activities, the rate of expansion in total domestic credit increased from 13.1 percent in the preceding year to 18.9 percent in 1989-90. This was, however, contained within the projected limit of 20.3 percent for the year. Repayment of Kuwaiti deposits, import of foodgrains in cash foreign exchange, larger imports by commercial importers under the liberalized import policy and delay in receipt of anticipated foreign aid together exerted substantial pressure on the foreign exchange reserves during the year under report. To check drawdown in reserves, a number of measures like appropriate use of margin requirements on import L/Cs, rationalisation of import tariffs and austerity in the use of foreign exchange in different sectors including foreign travel were taken. These helped in arresting the sharp drawdown and the reserves stood at a relatively stable level of $ 520 million by the end of the year. In order to maintain Bangladesh's competitiveness in the international market, the Taka-Dollar exchange rate was re-adjusted downwards three times during the year. As a result, the official exchange rate stood at Tk. 34.90 per US dollar as on May 20, 1990, indicating 7.54 percent depreciation of Taka vis-a-vis US dollar over the year. In the Secondary Exchange Market (SEM) also, the Taka-Dollar exchange rate depreciated by 7.53 percent and the premium between official and SEM rates narrowed down to 2.01 percent at the end of the year.

Adjustment and Support Measures

1.4 Implementation of structural adjustment programmes including financial sector reforms for accelerating the pace of economic development continued during the year under report. As a part of the country's overall development programme, a comprehensive 'Financial Sector Reform Programme' (FSRP) was undertaken during the year for determination of policy and institutional reform in the financial sector. The main objective of this programme is to ensure a more effective role of the banking system in the country's development efforts and mobilisation of resources. The desired objective of the FSRP is expected to be achieved through: (i) improving the allocative efficiency of scarce bank resources by adopting a flexible interest rate policy, thereby gradually removing the distortions in the existing interest rate regime; (ii) providing incentives for lending to priority sectors and making subsidies in these sectors explicit and transparent; (iii) promoting better monetary management by moving towards flexible and indirect instruments of monetary control; (iv) putting the banking system on a sound financial footing by restructuring the capital and establishing appropriate accounting principles of banks and strengthening Bangladesh Bank's regulation and supervision of banks; (v) improving the loan recovery position of banks through establishment of efficient loan recovery procedures and enactment of new legislation; and (vi) improving the

capital market of the country. The ultimate aim of the FSRP is to gradually move towards a market oriented competitive economy, ensuring thereby a larger role of the private sector.

1.5 Prior to January, 1990, interest rates for deposits as well as loans and advances of all types and all maturities used to be fixed by the Bangladesh Bank, except for those on Certificates of Deposits, lending in the inter-bank call money market, and for opening of letters of credit by commercial importers within an upper limit of 17.0 percent per annum. For determination of the deposit and lending rates on a basis that better reflect market forces, a market-oriented interest rates policy was introduced with effect from January 1, 1990. Under the new system, interest rates on deposits are so determined as to ensure a positive real return to the savers who keep their money in time deposits and, at the same time, provide a reasonable margin of profit for the banks. For this purpose, the Bangladesh Bank prescribes interest rate bands, subject to review on six-monthly basis, for both saving and fixed deposits and the banks have the option to determine their own rates within the prescribed bands. Similarly, sector-wise interest rate bands are also prescribed by the Bangladesh Bank for loans and advances, after due consideration of the cost of fund, administrative expenses, cost of provision for unrecovered loans, and allowance for a profit margin for the banks. The banks have the option to fix their own lending rates within the prescribed bands. Lending rates for some priority sectors have been fixed below the shadow rates. The Government has decided to provide, through budgetary arrangement, subsidy to the banks to make good losses from lending to these sectors. As in the case of deposits, the rates of interest on loans and advances are also reviewed on six monthly basis and the bands are subject to adjustments following any change in the components of the shadow rates.

1.6 As a measure of deregulation, arrangement has been made to provide non-concessional financial accommodation to the scheduled banks (except Sonali Bank's financing in programmes of the Bangladesh Rural Development Board, agricultural financing by Bangladesh Krishi Bank and Rajshahi Krishi Unnayan Bank and certain specified areas) at the Bank Rate through a single common rediscounting window of the Bangladesh Bank, by abolishing the previous system of prescribing separate credit ceilings for and providing sector-specific concessional refinance facility to the individual scheduled banks. The availability of treasury bills in Bangladesh depends on fiscal programme pursued by the Government. In order to introduce more flexibility in monetary management and facilitate effective open market operation by Bangladesh Bank through issuance of its own debt instrument in the money market, necessary amendment has been made in the Bangladesh Bank Order, 1972.

1.7 In order to further strengthen the activities relating to bank supervision by Bangladesh Bank, some effective measures were taken during the year. For moving

towards a continuously progressing 'report-based system of bank supervision', a technical assistance is being put in place for training of supervision staff and rationalizing and streamlining of reporting procedure. With a view to enhancing effectiveness of the report-based system of bank supervision, a Committee has also been set up in the Bangladesh Bank for determining the criteria for selection of external auditors of banks and reviewing the inspection reports.

1.8 A number of steps have been taken to improve the loan recovery position and proper classification of loans. A new system relating to loan classification, suspension of interest due and making of necessary provision against classified loan has been introduced. Under the new system, each scheduled bank, except the specialised banks, will be responsible for its own loan classification, and will maintain adequate records on loan classifications, interest suspense account and provisioning for verification by Bangladesh Bank. Necessary amendment has been made in the Income Tax Act with a provision for suspension of tax deductible on interest against classified loans for a specified period. To facilitate proper and expeditious disposal of cases relating to overdue loans, the Financial Loan Courts Act has been enacted. A ' Credit Information Cell' has been set up in the Banking Control Department of Bangladesh Bank to monitor loan concentration and recovery of loans from large defaulters.

1.9 With a view to activating the capital market in the country, the Government has constituted a Capital Market Development Committee. The Committee will make recommendations to the Goverment regarding development and promotion of capital market in the country and improving its regulatory environment.

1.10 Apart from the long-term reform measures, some other important steps were taken in the field of monetary and credit management for facilitating necessary finance to productive sectors and keeping prices stable. These included: (i) Alongwith the introduction of the new interest rate policy with effect from January 1, 1990, reduction in the Bank Rate from 10.75 percent to 9.75 percent per annum; (ii) Increase in the rate of interest paid to scheduled banks on 5 percent above the first 5 percent of their 10 percent statutory cash reserves maintained with the Bangladesh Bank from 5.0 percent to 8.5 percent per annum; (iii) Steps to regulate the activities of the non-bank financial institutions by bringing them under the inspection network of the Bangladesh Bank; (iv) Prohibition of credit facilities against Bearer Certificates of Deposits; (v) Extension of the moratorium period for repayment of the segregated stuck-up loans in the jute industry;(vi) Reduction of the repayment period of loans against commercial imports from 45 days to 30 days; (vii) Enhancement of the sanctioning power of regional managers of banks in respect of advances to small and cottage industries from Taka 10 lakhs to Taka 20 lakhs;(viii) Withdrawal of restrictions on bank loans to foodgrain dealers ; (ix) Arrangements for working capital loans to export- oriented readymade garment industrial units upto 90 percent of their value of exports; (x)Facilities for additional working capital loans

to fish processing units under special circumstances; (xi) Arrangements for procurement of raw materials by exporters against back-to-back L/Cs instead of cash; (xii) Arrangement for extension of additional loans beyond the normal credit limit in the case of large export orders, and instruction to settle such cases within 15 days of the receipt of loan applications; (xiii) Withdrawal of the requirement of obtaining prior approval of Bangladesh Bank for sanction /renewal of all large loans except in the case of certain specific areas; and (xiv) Facilities for deposit of that portion of export earnings of the readymade garment sector which is necessary to import cloth and related materials against back-to-back L/Cs in the foreign currency accounts of exporters instead of converting the same into Taka.

1.11 A number of measures were adopted in the national budget for 1989-90 for increased mobilisation of domestic resources, development of the industrial and export sectors, protection of indigenous industries as also for effective import substitution. These measures included: (i) Enhancement of the development surcharge on C&F value of dutiable goods from 6 percent to 8 percent (ii) Enhancement of the prices of natural gas, on average, by 11 percent (iii) Enhancement of the rates of foreign travel tax, tax on air tickets, electricity duty, stamp duty and motor vehicle tax; (iv) Increase in the rationed prices of rice and wheat; (v) Adjustment in the rates of import duty and sales tax for safeguarding the interests of some selected industries, including engineering and chemical and reduction of the existing rates of duty on raw materials importable by some industries; (vi) Fixation of tax-holiday period for different terms in respect of newly set-up industrial units based on location of the units, and extension of the period for accelerated depreciation allowance against investments in industrial machinery and for exemption of tax on income from some specified sectors, such as mulberry and silk-worm culture, mushroom culture and horticulture upto June 30, 2000; (vii) Extension of investment allowance at the rate of 25% on investments in machinery for balancing,modernisation, replancement and expansion (BMRE) of industrial units and enhancement of the rate of income tax rebate in the case of small and cottage industries established in 'less developed' and 'least developed' areas; and (viii) Opportunity for assessment of 'income from other sources' declared by an assessee other than a company on payment of tax at the rate of 10% subject to investment of 90 percent of the declared income in selected industrial sectors within 2 years from July 1,1989.

1.12 Efforts for development of the industrial sector, especially for the export-oriented industries, were continued during the year under report. Telecommunication, a sub-sector of the 7 sub-sectors in the 'Reserved List' for investment by the Government, was made open for private investment. Development financial institutions (DFIs) and nationalised commercial banks (NCBs) were allowed to approve industrial projects with investment proposals upto Tk.10 crores*

---

*1 crore =10 million; 1 lakh =100,000

while private banks were permitted to approve the same without any ceiling on investment or prior approval of the Government. The requirement for submission of guarantee against import of restricted/conditional items by export-oriented industrial enterprises/ exporters was relaxed in the case of those operated under bonded warehouse arrangement. The 'double checking system' of exportable prawns in port areas was waived, and in the case of some commodities, subject to certain terms and conditions, decision was taken for payment of cash subsidy on ad-hoc basis in lieu of XPB. Besides, for supplying foreign currency loans against import of necessary raw materials/spares by export-oriented industrial units/exporters of non-traditional items, a $ 30 million 'Export Development Fund' with joint contribution of the International Development Association (IDA) and the Government of Bangladesh was constituted, and its account was put into operation in the Bangladesh Bank.

1.13 Some new measures were taken during the year for attracting foreign private investment. Establishment of design and engineering companies under joint ventures was allowed, while the decision for extending facilities to set up industrial projects under 100 percent foreign ownership outside the Export Processing Zone (EPZ) was taken in principle. Industrial projects set up under joint ventures have also been allowed to borrow required working capital from the local banks. Besides, foreign entrepreneurs/investors having non-repatriable investments equivalent to US $ 75 thousand or over were allowed to be considered for grant of permanent resident facility/full citizenship.

Money, Credit and Price Situation

1.14 The provision for necessary finance from the banking system to different sectors for accelerating economic activities was continued during 1989-90. Realistic evaluation of the country's economic situation and pursuance of pragmatic regulatory measures helped contain expansion of broad money (M2) and total domestic credit within the projected limits. Broad money expanded by Tk. 3,219.50 crores or 16.9 percent to Tk. 22,297.60 crores during 1989-90. The rate of expansion was slightly lower than the projected rate of 17.0 percent, but higher than 16.3 percent during 1988-89. Reserve money or 'high powered money' expanded by 15.5 percent to Tk. 6,317.30 crores during the year. The money multiplier increased to 3.53 at the end of 1989-90 from the preceding year's end level of 3.49. A decline in reserve/deposit ratio of banks during the year under report might be attributed to the increase in money multiplier.

1.15 Total domestic credit increased by Tk. 3,666.50 crores or 18.9 percent to Tk.23,032.80 crores during 1989-90. Though the rate of expansion in domestic credit

was lower than 20.3 percent projected for the year, it was higher than 13.1 percent during the preceding year. Domestic credit expanded at a much higher rate during the first half of the year under report due mainly to increased financing of busy season economic activities and a substantial increase of expenditures in the Government sector. During the period from July to December 1989, total domestic credit expanded by Tk. 2,797.00 crores or 14.4 percent, in which the share of net credit to Government was Tk. 873.70 crores (+63.8%) while the other public and private sectors accounted for Tk. 426.10 crores (+9.2%) and Tk. 1,497.20 crores (+11.2%) respectively. The rate of expansion in domestic credit decelerated significantly during the second half of the year, recording an increase of Tk. 869.50 crores or 3.9 percent. As a result, the sectoral expansion of domestic credit during the year as a whole stood at Tk. 643.80 crores (+46.9%) for net credit to Government, Tk. 377.90 crores (+8.2%) for the other public sector and Tk. 2,644.80 crores (+19.8%) for the private sector.

1.16 Notwithstanding an increase in the rate of expansion in broad money (M_2) during 1989-90, the asset demand for money remaining at preceding year's level, maintenance of overall supplies at satisfactory level and continued efforts for stabilisation of prices helped contain the rate of inflation below ten percent during the year under report. The rate of inflation, as measured by twelve month average of theconsumer price indices@ for middle income families in Dhaka city, worked out to 9.3 percent in 1989-90 compared with 8.0 percent in 1988-89.

Balance of Trade and Payments

1.17 Althought the deficit in the country's trade balance continuned during 1989-90, the increase in deficit was lower as compared to that in the preceding year. Defict in the commodities account recorded a smaller increase of $ 179 million to $ 2,273 million in 1989-90 as compared to an increase of $ 294 million to $ 2,094 million in 1988-89. Total import payments increased by $ 384 million to $ 3,759 million in 1989-90 from $ 3,375 million in the preceding year. The principal heads under which increased import payments took place during the year were : capital goods and related accessories (+ $ 206 million), chemicals (+$ 69 million), cotton and textile yarn (+$ 55 million), petroleum crude and petroleum products (+$ 41 million), cement (+$ 38 million), and edible oil and oilseeds (+$ 34 million).

1.18 Total export receipts of the country which had increased by $ 95 million in the preceding year recorded a larger increase of $ 205 million to $ 1,486 million during 1989-90. The relative shares of traditional and non-traditional items in total export receipts during the year stood at $ 455 million (30.6%) and $ 1,031 million (69.4%) respectively. Commodity-wise export receipts were : raw jute $ 112 million, jute goods $ 308 million, tea $ 35 million, readymade garments $ 592 million, frozen foods $ 170 million, leather $ 167 million and other export items $ 102 million. Total

@ Source: Bangladesh Bureau of Statistics.

receipts under Services Account increased by $ 55 million to $ 446 million, while outflows under the same Account increased by $ 40 million to $ 554 million during 1989-90. Due to higher receipts compared to outflows, net deficit in the Services Account came down by $ 15 million during the year under report. Receipts under 'Private Unrequited Transfers'* declined by $ 34 million to $ 802 million during the year. Due mainly to an increase in trade deficit and decline in receipts under 'Private Unrequited Transfers', deficit in the Current Account Balance increased by $ 198 million to $ 1,579 million during 1989-90. Following an increase of $ 92 million in net inflow of capital, the overall balance of payments of the country indicated a deficit of $ 100 million in 1989-90 as against a small surplus of $ 6 million in 1988-89. It may be mentioned that the deficit in overall balance would have been larger but for the decrease of $ 15 million in deficit in the Services Account.

1.19 Commitments of foreign aid to Bangladesh stood at $ 2,144 million during 1989-90. Total commitments of foreign aid since independence till the end of June, 1990 amounted to $ 26,092 million, of which $ 12,143 million or 46.5 percent represented grants. Total disbursement of foreign aid during the above period stood at $ 20,729 million which represents 79.6 percent of the total commitments. One of the major factors responsible for this shortfall in aid disbursement was the dearth of supplementary resources in local currency. Of the total disbursements, $ 10,627 million or 51.3 percent was accounted for by loans, while the remaining $ 10,102 million or 48.7 percent represented grants. Total outstanding external debt** of Bangladesh as on June 30,1990 stood at $ 10,348 million as compared to $ 9,480 million as on June 30, 1989. Repayment of external debt (principal and interest) during 1989-90 amounted to $ 290 million or 19.5 percent of the country's export earnings. This compared with repayment of $ 341 million or 26.6 percent of export earnings during 1988-89.

Short-term Prospects

1.20 The pace at which the economy grew in 1989-90 created the expectation that economic activities might gather further momentum during 1990-91, the first year of the country's Fourth Five-Year Plan. But, the problems arising out of the current developments in the Middle-East, particularly the recent upsurge in oil price, large-scale repatriation and rehabilitation of stranded Bangladeshi nationals have posed serious problems for the economy of a less developed country like Bangladesh. The magnitude of the adverse impact of this development on the economy of Bangladesh including the problem of finding new employment abroad for the repatriates will largely depend on the duration and ultimate resolution of the crisis.

---

* Include wage earners' remittances

** Excluding IMF and short term loans

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রধান খাতসমূহ

মোট দেশজ উৎপাদন

২.১। পরিকল্পনা কমিশনের প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী মোট দেশজ উৎপাদন (জি ডি পি)* পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২.৩ ভাগের তুলনায় ১৯৮৯-৯০ সালে শতকরা ৫.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বছরে অনুকূল আবহাওয়ার প্রভাবে আমন ফসলের রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন এবং কাঁচা পাট, আলু, তেলবীজ, আখ, ডাল ইত্যাদি কৃষিজাত পণ্যের বর্ধিত উৎপাদন মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ১৯৮৯-৯০ সালে কৃষি খাতে শতকরা ৫.৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। নজীরবিহীন বন্যার কারণে পূর্ববর্তী বছরে এ খাতের উৎপাদন শতকরা ০.০২ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সম্প্রসারণমূলক প্রভাব শিল্পখাতেও প্রতিফলিত হয়। শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২.৩ ভাগ থেকে ১৯৮৯-৯০ সালে শতকরা

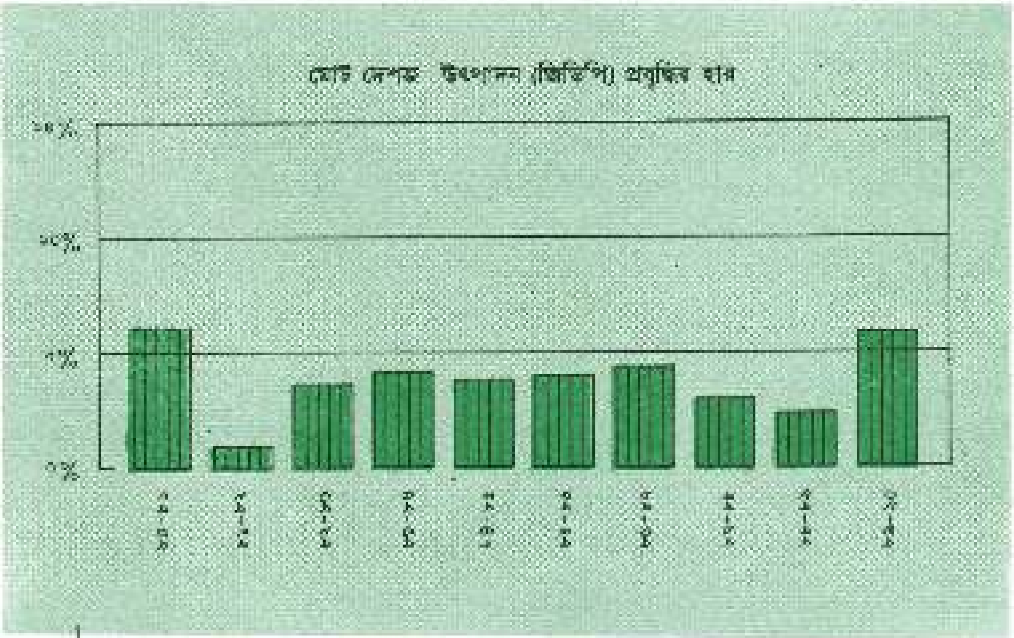

* ১৯৮৪-৮৫ সালের স্থির উপাদান খরচে।

৮.৪ ভাগে উন্নীত হয় । নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হারও আগের বছরের শতকরা ৫.৯ ভাগ থেকে ১৯৮৯-৯০ সালে শতকরা ৯.০ ভাগে বৃদ্ধি পায়। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধি ১৯৮৮-৮৯ সালের শতকরা ৫.০ ভাগ থেকে আলোচ্য বছরে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬.০ ভাগে দাঁড়ায় । তবে, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতের প্রবৃদ্ধি আগের বছরের শতকরা ২৫.৮ ভাগ থেকে আলোচ্য বছরে শতকরা ১৬.৭ ভাগে হ্রাস পায় । অবশিষ্ট খাতসমূহের সম্মিলিত প্রবৃদ্ধি ১৯৮৮-৮৯ সালের শতকরা ৩.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯-৯০ সালে শতকরা ৪.৯ ভাগে দাঁড়ায় ।

কৃষি খাত

২.২। ১৯৮৯-৯০ সালে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরে শতকরা ০.০২ ভাগ হ্রাসের তুলনায় শতকরা ৫.৬ ভাগ বৃদ্ধিতে মূলতঃ খাদ্যশস্য এবং তৎসংগে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজাত পণ্যের বর্ধিত হারে উৎপাদন বৃদ্ধি মুখ্য ভূমিকা রাখে । ১৯৮৯-৯০ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের ১৬৫.৬৬ লক্ষ টন থেকে শতকরা ১৪.৬ ভাগ এবং আলোচ্য বছরের লক্ষ্যমাত্রা ১৮৫.০০ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ২.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৯.৮৭ লক্ষ টনে দাঁড়ায় । আলোচ্য বছরে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আউশ ধান ও গমের উৎপাদন কিছুটা কম হলেও, মূলতঃ অনুকূল আবহাওয়া এবং, বিশেষ করে, উচ্চ ফলনশীল জাতের (HYV) আওতায় চাষাধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রধান ফসল আমন ধান এবং ইরি /বোরোর উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় । মৌসুমের শুরুতে খরা অবস্থা থাকায় এবং চাষাধীন জমির পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় আউশের উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের ২৮.৫৬ লক্ষ টন থেকে শতকরা ১২.৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে আলোচ্য বছরে ২৪.৮৭ লক্ষ টন হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে আবহাওয়া বিশেষ অনুকূল থাকায় দেশের প্রধান ফসল আমনের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যায় । আলোচ্য বছরে আমনের উৎপাদন ৯২.০০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের ৬৮.৫৭ লক্ষ টনের তুলনায় যা ছিল শতকরা ৩৪.২ ভাগ বেশি । অসময়ে বৃষ্টিপাত ও শিলা ঝড়ের কারণে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৮৯-৯০ সালে ইরি/বোরো ফসলের উৎপাদন ১৯৮৮-৮৯ সালের ৫৮.৩১ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ১১.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫.০০ লক্ষ টনে দাঁড়ায় । আলোচ্য বছরে মোট ১৮১.৮৭ লক্ষ টন চাল উৎপাদিত হয়, যা ছিল ১৯৮৮-৮৯ সালের ১৫৫.৪৪ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ১৭.০ ভাগ বেশি । অতিবৃষ্টি এবং শিলাঝড়ের কারণে আলোচ্য বছরে গমের উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের ১০.২২ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ২১.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে মাত্র ৮.০০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে কাঁচা পাট, আলু, ডাল, তেলবীজ, আখ ও শাক-সব্জীর উৎপাদন আলোচ্য বছরে বৃদ্ধি পায় ।

শিল্পখাত

২.৩। পূর্ববর্তী দু'বছরের নজীরবিহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবদমনমূলক প্রভাব (depressionary effect) কাটিয়ে ১৯৮৯-৯০ সালে শিল্পখাতে একটি ইতিবাচক ধারা ফিরে

আসে । আলোচ্য বছরে শিল্পখাতে পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২.৩ ভাগের তুলনায় ৮.৪ ভাগের একটি সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যদিও তা তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার গড় লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১০.১ ভাগের চেয়ে যথেষ্ট কম । কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য হারে উৎপাদন বৃদ্ধি কাঁচামালের সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটান ছাড়াও দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিকরণে সহায়ক হয়, যা শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধিতেও অবদান রাখে । উপরন্তু, সরকারের উদার শিল্পনীতির আওতায় প্রদত্ত রাজস্ব বিষয়ক ও অন্যান্য উৎসাহমূলক সুবিধা প্রদান এবং বিনিয়োগ বোর্ডসহ অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে শিল্প খাতে বর্ধিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সুগম হয় । রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতে বিভিন্ন রকম সংস্কারমূলক ব্যবস্থা, যেমন উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান এবং বিএমআরই কার্যক্রমের মাধ্যমে শিল্প ইউনিটসমূহের প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ক্ষমতার অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টাও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিতে অনুকূল প্রভাব রাখে ।

২.৪। আলোচ্য বছরে উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাপ্ত প্রধান প্রধান শিল্পজাত পণ্যের* মধ্যে রয়েছে ঃ চিনি (শতকরা ৬৭.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৮৪ লক্ষ টন), পাটজাত দ্রব্য (শতকরা ৩.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫.২৮ লক্ষ টন), কার্পাস সুতা (শতকরা ৩.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫.০৭ কোটি কেজি), সূতীবস্ত্র (শতকরা ৬.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮.২১ কোটি মিটার), রাসায়নিক সার (শতকরা ১.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.২১ লক্ষ টন), কাগজ (শতকরা ১২.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬.৮৩ হাজার টন), নিউজপ্রিন্ট (শতকরা ৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬.২৯ হাজার টন), রাসায়নিক দ্রব্য (শতকরা ১৩.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.৯৮ হাজার টন) এবং প্রাকৃতিক গ্যাস (শতকরা ৭.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৭৫২ মিলিয়ন ঘন মিটার) । অপরপক্ষে, যে সব শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ সিমেন্ট (শতকরা ১.৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩.৩৭ লক্ষ টন), চা** (শতকরা ০.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪১.৩৮ মিলিয়ন কেজি), সিগারেট (শতকরা ০.২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৪০৫.৮ কোটি শলাকা), এবং ম্যাচ (শতকরা ১৬.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১.২৪ কোটি গ্রস বাক্স) ।

২.৫। অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনে শিল্পখাতের অধিকতর বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে গৃহীত নতুন শিল্পনীতিতে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, পরবর্তী বছরগুলোতে বাস্তবতার নিরিখে তাতে পর্যায়ক্রমে বিবিধ সংস্কারমূলক পরিবর্তন সাধিত হয় । ১৯৮৯-৯০ সালেও বিভিন্ন রাজস্ব পদক্ষেপের মাধ্যমে রপ্তানীমুখী শিল্পে উৎসাহ প্রদান এবং প্রকৌশল ও রাসায়নিক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পের সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয় । এ লক্ষ্যে, বেশ কিছু শিল্পের কাঁচামাল আমদানীর উপর শুল্ক হ্রাস করা হয় । নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে শিল্পের অবস্থান ভেদে কর অবকাশের সময়সীমা এবং শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা (accelerated depreciation allowance) প্রদানের মেয়াদ

---

* উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ।

** বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্য অনুসারে ১৯৮৯-৯০ সালে চা এর উৎপাদন শতকরা ২.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪২.১২ মিলিয়ন কেজিতে দাঁড়িয়েছে ।

বৃদ্ধি করা হয় । কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন,তুঁত, গুটি পোকা, ব্যাঙের ছাতা (mushroom) ও ফুল চাষ থেকে অর্জিত আয় করমুক্ত রাখার মেয়াদ ২০০০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় । শিল্পের রুগ্নতা এড়ানো বা দূরীকরণের লক্ষ্যে বিএমআরই কার্যক্রম গ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণকে বিনিয়োগকৃত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ হারে বিনিয়োগ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগের জন্য কর অবকাশের সুযোগ অব্যাহত রাখা হয় । 'স্বল্পোন্নত এলাকা' এবং 'ন্যূনতম উন্নত এলাকায়' অবস্থিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে আয়কর রেয়াতের হার বৃদ্ধি করা হয় । সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত ৭টি উপ-খাত থেকে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি উপ-খাতকে বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় ।

২.৬। সরকারের শিল্পনীতির আওতায় রাজস্ব সুবিধার পাশাপাশি ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সুবিধাদি অব্যাহত রাখা হয় । চলতি মূলধনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিল্পখাতে, বিশেষ করে রপ্তানীমুখী শিল্প ইউনিটসমূহের জন্য পর্যাপ্ত ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হয় । তৈরী পোশাক শিল্প ও চিংড়ি রপ্তানীর জন্য ব্যাংক ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় । উন্নয়নে অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগসম্পন্ন এবং বেসরকারী ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ও সরকারী অনুমতি ছাড়াই যে কোন শিল্প প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে । এ ছাড়াও, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) এবং বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় গঠিত ৩০ মিলিয়ন ডলারের "রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল" এর আওতায় অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানীকারকদেরকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ আমদানীর জন্য রপ্তানী মূল্যের শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত রেয়াতী হারে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় ।

২.৭। দ্রুত শিল্পায়ন এবং বর্ধিত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংক ঋণ এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাসমূহ জোরদার করায় আলোচ্য বছরে এ খাতে ঋণ বিতরণ ও বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় । ১৯৮৯-৯০ সালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও বিনিয়োগের পরিমাণ* পূর্ববর্তী বছরের ১৫৮.৩২ কোটি টাকা এবং ২৩৮.৩৩ কোটি টাকার তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২১৮.৩ ভাগ ও ১৯০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৩.৯৫ কোটি টাকা এবং ৬৯৩.১৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায় । তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৮৫-৯০) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা ১,০০০.০০ কোটি টাকার শতকরা ২৬.১ ভাগ ঊর্ধ্বে ১,২৬০.৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় এবং এর ফলে ৩.২০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় ।

২.৮। বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রেখে আলোচ্য বছরে কয়েকটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় । এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ যৌথ

* উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন ।

উদ্যোগে ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী গঠনের অনুমতি প্রদান, রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (Export Processing Zone-EPZ) এর বাইরেও শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানায় শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনবোধে সম্পূর্ণ চলতি মূলধন ঋণ স্থানীয় ব্যাংক থেকে গ্রহণের অনুমতি প্রদান, বিদেশী উদ্যোক্তা/বিনিয়োগকারীগণকে পুনঃপ্রেরণ না করার শর্তে বাংলাদেশে ৭৫,০০০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করলে স্থায়ী আবাসিক সুবিধা প্রদান এবং ৫ লক্ষ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করলে, অথবা ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ অর্থ অনুমোদিত উন্নয়নে অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করলে পূর্ণ নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয় বিবেচিত হবার সুযোগ দান।

সরকারী খাতে ব্যয় বরাদ্দ

২.৯। ১৯৮৯-৯০ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সরকারী খাতে প্রাথমিকভাবে ৫,৮০৩.০২ কোটি টাকা উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। প্রধান প্রধান খাত থেকে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ শতকরা ১৪.২ ভাগ কম হওয়ায় রাজস্ব উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১,০০৪.১০ কোটি টাকার স্থলে ৩৮.২২ কোটি টাকায় নেমে আসে। অন্যদিকে, প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ প্রাক্কলিত মাত্রার চেয়ে ৪১০.২২ কোটি টাকা কম হয়। ফলে, ১৯৮৯-৯০ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৭০০.২৬ কোটি টাকা বা শতকরা ১২.১ ভাগ কমিয়ে ৫,১০২.৭৬ কোটি টাকায় ধার্য করা হয়। আলোচ্য বছরের উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের এই পরিমাণ ছিল পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দের তুলনায় ৫০৭.৪২ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.০ ভাগ বেশি। ১৯৮৯-৯০ সালে বার্ষিক কর্মসূচীর জন্য সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭২.৭৬ কোটি টাকা এবং ৫,০৩০.০০ কোটি টাকা বা মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ১.৪ ভাগ ও শতকরা ৯৮.৬ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সরকারী খাতে সংশোধিত উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪০১.৩৪ কোটি টাকা এবং ৪,১৯৪.০০ কোটি টাকা বা মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৮.৭ ভাগ ও শতকরা ৯১.৩ ভাগ।

২.১০। ১৯৮৯-৯০ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর খাত-ওয়ারী ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিলঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ ৬৭৫.৫৬ কোটি টাকা; বিদ্যুৎ ৬২৫.১২ কোটি টাকা; পরিবহণ ৫৩৯.৭৩ কোটি টাকা; স্বয়ত্তশাসিত সংস্থার নিজস্ব অর্থসংস্থানে পরিচালিত প্রকল্পসমূহ ৪২১.৮৭ কোটি টাকা; কৃষি ৩০৪.৩৫ কোটি টাকা; শিক্ষা ও ধর্ম ৩০৩.৯৩ কোটি টাকা; জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা ২৯৬.১৬ কোটি টাকা; শিল্প ২৬৩.৩১ কোটি টাকা; পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান ২৫৬.৬৮ কোটি টাকা; উপজেলা অবকাঠামো ও উপজেলা পরিষদকে সহায়তা ২০০.৬৩ কোটি টাকা; তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ ১৯৯.০০ কোটি টাকা; ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ ১৯০.৪৫ কোটি টাকা; যোগাযোগ ১৬৫.১৫

কোটি টাকা; কারিগরি সহায়তা কর্মসূচী ১৩০.৩৫ কোটি টাকা; ঢাকা মহানগরী বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে থোক বরাদ্দ ১২৫.০০ কোটি টাকা এবং স্বাস্থ্য খাতে ১২৭.৮০ কোটি টাকা । অন্যান্য খাতসমূহে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৯২.৬৭ কোটি টাকা । আলোচ্য বছরে পল্লী উন্নয়নের সাথে সরাসরি যুক্ত খাতসমূহ, যথাঃ কৃষি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ, উপজেলা অবকাঠামো, গ্রামীণ উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা খাতসমূহের জন্য সম্মিলিত বরাদ্দের পরিমাণ ছিল সরকারী খাতে মোট উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৩৫.৫ ভাগ । ১৯৮৮-৮৯ সালের সংশোধিত বাজেটে উপরোক্ত খাতসমূহের জন্য সম্মিলিত বরাদ্দের অংশ ছিল মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৩৪.২ ভাগ ।

বেসরকারী শিল্পখাতে বিনিয়োগ

২.১১ । ১৯৮৯-৯০ সালে বেসরকারী শিল্পখাতে ১,৬৬২.১৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৩,৯৯৮.৭৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ সম্বলিত ৫,০১৮টি শিল্প প্রকল্প (ক্ষুদ্র শিল্পসহ) অনুমোদন ও নিবন্ধন করা হয় । পূর্ববর্তী বছরে এ খাতে ৮৫৭.১৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১,৫৫৬.১৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ সম্বলিত ৩,৭৬৬টি শিল্প প্রকল্প অনুমোদন ও নিবন্ধন করা হয়েছিল । আলোচ্য বছরে অনুমোদন প্রাপ্ত ও নিবন্ধনকৃত শিল্পসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ বস্ত্র শিল্প (১,০৬৯.৭৬ কোটি টাকা) ; রসায়ন, ভেষজ ও সংশ্লিষ্ট শিল্প (৪০১.৫২ কোটি টাকা); প্রকৌশল শিল্প (২৬২.৯৫ কোটি টাকা); কৃষি ভিত্তিক শিল্প (২০৩.২৮ কোটি টাকা); কাচ, সিরামিক এবং অন্যান্য অধাতব খনিজ দ্রব্যাদি (১,৩৭২.৯৮ কোটি টাকা); মুদ্রণ, প্রকাশনা, কাগজ রূপান্তর ও মোড়ক (১২৬.৭১ কোটি টাকা); খাদ্য ও সংশ্লিষ্ট শিল্প (১১২.৭৬ কোটি টাকা); চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্য ও রাবার শিল্প (১৬৬.৭৮ কোটি টাকা); সেবামূলক শিল্প (৩৯.৭৮ কোটি টাকা) এবং বিবিধ শিল্প (৪১.৬৮ কোটি টাকা) ।

খাদ্য পরিস্থিতি

২.১২। ১৯৮৯-৯০ সালে দেশে খাদ্যশস্যের সার্বিক প্রাপ্যতা সন্তোষজনক ছিল । আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের মোট প্রাপ্যতা ছিল ১৮২.৯১ লক্ষ টন, পূর্ববর্তী বছরের ১৭৪.৩৪ লক্ষ টনের তুলনায় যা ৮.৫৭ লক্ষ টন বা শতকরা ৪.৯ ভাগ বেশি। জনসংখ্যার বৃদ্ধি হিসেবে ধরে দেখা যায় যে, ১৯৮৯-৯০ সালে খাদ্যশস্যের জনপ্রতি দৈনিক গড় প্রাপ্যতা পূর্ববর্তী বছরের ৪৩৭.৮০ গ্রাম এর তুলনায় ১০.৭৯ গ্রাম বা শতকরা ২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪৮.৫৯ গ্রাম এ দাঁড়ায় । বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের মোট ও জনপ্রতি দৈনিক গড় প্রাপ্যতার বিবরণ ২.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো ।

---

* উৎসঃ বিনিয়োগ বোর্ড ।

সারণী–২.১

বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের মোট ও জনপ্রতি দৈনিক গড় প্রাপ্যতা

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য প্রাপ্যতার উৎস	১৯৮৮–৮৯	১৯৮৯–৯০
১। নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (শতকরা ১০ ভাগ বীজ, গো-খাদ্য ও অপচয় বাদে)	১৪৯.০১	১৭০.৮৮ (+১৪.৬১)
২। সরকারী মজুদ থেকে বিতরণ	২৯.৪১	২১.৬৩ (–২৬.৪৫)
৩। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	৪.১৬	৯.৬০ (+১৩০.৭৭)
৪। মোট প্রাপ্যতা (১+২–৩)	১৭৪.৩৬	১৮২.৯১ (+৪.৯২)
৫। মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১০৯.১০	১১১.৭১ (+২.৩৯)
৬। জনপ্রতি দৈনিক গড় প্রাপ্যতা (গ্রাম)	৪৩৭.৮০	৪৪৮.৫৯ (+২.৪৬)

সূত্র= (১) খাদ্য মন্ত্রণালয়, (২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ।
দ্রষ্টব্য= বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক ।

২.১৩। ১৯৮৯–৯০ সালে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় দেশে খাদ্যশস্যের বাজার দরে কিছুটা ওঠানামা পরিলক্ষিত হয় । বছরের প্রথম দিকে বাজার দর মোটামুটি স্থিতিশীল থাকলেও ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পর থেকে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে । মোটা চালের গড় ন্যূনতম খুচরা দর ১৯৮৯ সালের জুন শেষের প্রতি কুইন্টাল ৮৯৭ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুলাই মাসের শেষে প্রতি কুইন্টাল ৯৩৫ টাকায় দাঁড়ায় । এক বছর পূর্বের তুলনায় এ মূল্য ছিল শতকরা ৪.৬ ভাগ বেশি । ১৯৮৯ সালের আগষ্ট শেষে এ মূল্য সামান্য হ্রাস পেয়ে ৯৩৩ টাকায় দাঁড়ায় এবং অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত থাকে । আমন ফসল বাজারে ওঠায় নভেম্বরের শেষ নাগাদ দাম প্রতি কুইন্টাল ৮৮৩ টাকায় এবং ডিসেম্বর শেষে ৮৮০ টাকায় হ্রাস পায় । তবে, দরের এ নিম্নগতি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয় এবং ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষে নাগাদ তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি কুইন্টাল ৯৫১ টাকায় দাঁড়ায় । মৌসুমী প্রভাব এবং সামগ্রিক সরবরাহ সংকোচনের ফলে দর আরো বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের মার্চ শেষে বছরের সর্বোচ্চ স্তর প্রতি কুইন্টাল ১,০১০ টাকায় দাঁড়ায় । বছরের সর্বনিম্ন স্তর ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর শেষের প্রতি কুইন্টাল ৮৮০ টাকার তুলনায় এ দর ছিল শতকরা ১৪.৮ ভাগ বেশি । তবে, সরকার কর্তৃক কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, রেশন ব্যবস্থা

ও অগ্রাধিকার খাতসহ অন্যান্য বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য সরবরাহের ফলে এবং ইরি/বোরো ফসল বাজারে ওঠায় মূল্য হ্রাস পেতে থাকে। এবং ১৯৯০ সালের জুন মাসের শেষ নাগাদ তা প্রতি কুইন্টাল ৯২১ টাকায় দাঁড়ায় । ফলে, পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৩.৭ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় ১৯৮৯-৯০ সালে মোটা চালের গড় ন্যূনতম খুচরা দর শতকরা ২.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায় ।

২.১৪। ১৯৮৯-৯০ সালে খাদ্যশস্য আমদানির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১৮.৭৭ লক্ষ টনে ধার্য করা হয় । এর বিপরীতে, আলোচ্য বছরে মোট ১৫.৩৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য (চাল ৩.০০ লক্ষ টন ও গম ১২.৩৪ লক্ষ টন) আমদানী করা হয়, যা ১৯৮৮-৮৯ সালে আমদানীকৃত ২১.৩৮ লক্ষ টনের (চাল ০.৬২ লক্ষ টন ও গম ২০.৭৬ লক্ষ টন) তুলনায় শতকরা ২৮.৩ ভাগ কম ।

২.১৫। ১৯৮৯-৯০ সালে খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫.১০ লক্ষ টন । আমন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য বছরে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৬০ লক্ষ টনে দাঁড়ায় (চাল ৯.১৮ লক্ষ টন ও গম ০.৪২ লক্ষ টন) । পূর্ববর্তী বছরে খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪.১৬ লক্ষ টন (চাল ৩.৬৪ লক্ষ টন ও গম ০.৫২ লক্ষ টন) ।

২.১৬। আমন ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্য ১৯৮৮ সালের ১৫ই নভেম্বরে নির্ধারিত প্রতি কুইন্টাল ৫৬২.৬৪ টাকা ও ৮৬৬.৪৬ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৯৮৯ সালের ১৫ই নভেম্বর প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ৫৮৯.৪৩ টাকা ও ৯০৭.১২ টাকায় ধার্য করা হয় । ইরি/বোরো ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্যও ১৯৮৯ সালের ২০শে এপ্রিলে নির্ধারিত প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ৫৬২.৬৪ টাকা ও ৮৬৬.৪৬ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৯৯০ সালের ১৫ই মার্চ প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ৫৮৯.৪৩ টাকা ও ৯০৭.১২ টাকায় নির্ধারণ করা হয় । গমের সংগ্রহ মূল্য ১৯৮৯ সালের ১৫ই মার্চে ধার্যকৃত প্রতি কুইন্টাল ৫৬২.৬৪ টাকা থেকে ১৯৯০ সালের ১৫ই মার্চ ৫৮৯.৪৩ টাকায় বৃদ্ধি করা হয় ।

২.১৭। খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ১৯৮৯-৯০ সালে সরকার বিভিন্ন বিতরণ ব্যবস্থার আওতায় পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়েন । অগ্রাধিকার খাতসমূহে ৭.৩৪ লক্ষ টন, রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে ৫.৮৮ লক্ষ টন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচীতে ৪.৫৭ লক্ষ টন এবং ত্রাণ কার্যক্রমসহ দুঃস্থজনে খাদ্য যোগান (দুখাযো) কর্মসূচীতে ৩.৩৫ লক্ষ টন সহ আলোচ্য বছরে মোট ২১.৬৩ লক্ষ টন (চাল ৬.৭৪ লক্ষ টন ও গম ১৪.৮৯ লক্ষ টন) খাদ্যশস্য সরকারী মজুদ থেকে বিতরণ করা হয় । বিতরণের এই পরিমাণ ১৯৮৮-৮৯ সালে বিতরণকৃত ২৯.৪১ লক্ষ টনের (চাল ৬.৯২ লক্ষ টন ও গম ২২.৪৯ লক্ষ টন) তুলনায় শতকরা ২৬.৫ ভাগ কম হওয়া সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধির কারণে তা বাজার দরে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলেনি ।

২.১৮। আলোচ্য বছরে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের কাছে খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের ৯.০৯ লক্ষ টনের (চাল ৩.৩২ লক্ষ টন ও গম ৫.৭৭ লক্ষ টন) তুলনায় শতকরা ২৬.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের জুন শেষে ১১.৪৮ লক্ষ টনে (চাল ৮.১৮ লক্ষ টন ও গম ৩.৩০ লক্ষ টন) দাঁড়ায় ।

মূল্য পরিস্থিতি/ভোক্তা মূল্য সূচক

২.১৯। ১৯৮৯-৯০ সালের সার্বিক মূল্য পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক থাকে। সাময়িক/ মৌসুমী প্রতিকূলতার কারণে দ্রব্য মূল্যের উপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং মূল্য স্থিতিশীলকরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখায় সার্বিক মূল্যস্তর বৃদ্ধির হার দুই অংকের (double digit) নিচে ধরে রাখা সম্ভবপর হয়। ঢাকা মহানগরীর মধ্য আয়ের পরিবারসমূহের বারো মাসের গড় ভিত্তিক ভোক্তা মূল্য সূচক* (১৯৭৩-৭৪=১০০)

* বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ।

দ্বারা নিরূপিত মূল্যস্ফীতির হার ১৯৮৯-৯০ সালে শতকরা ৯.৩ ভাগে দাঁড়ায় । পূর্ববর্তী বছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল শতকরা ৮.০ ভাগ । আলোচ্য বছরে মূল্যের এ স্ফীতি খাদ্য দ্রব্যের চেয়ে খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় প্রতিফলিত হয় । ভোক্তা মূল্যের 'খাদ্য' উপ-সূচক শতকরা ৭.১ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের উপ-সূচকগুলো গড়ে শতকরা ১২.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়, ১৯৮৮-৮৯ সালে যা যথাক্রমে শতকরা ৫.৭ ভাগ এবং শতকরা ১১.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল । ১৯৮৯-৯০ সালে ভোক্তা মূল্যের বিভিন্ন উপ-সূচকগুলোর মধ্যে ' খাদ্য ' শতকরা ৭.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬০৬.২৪-এ, ' জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ' শতকরা ৮.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭৪.২৫-এ, ' গৃহায়ন ও গৃহস্থালী সামগ্রী ' শতকরা ১১.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮০৮.১২-এ, ' বস্ত্র ও পাদুকা ' শতকরা ৭.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৪.৪৫-এ এবং ' বিবিধ ' শতকরা ১৮.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭০৭.৪৯-এ দাঁড়ায় ।

মজুরী

২.২০। ১৯৮৯-৯০ সালে দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরী সূচক বৃদ্ধি পায় । বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সংকলিত আর্থিক মজুরীর গড় সূচক (১৯৬৯-৭০= ১০০) ১৯৮৮-৮৯ সালে ছিল ১,২৮৮.৩২ । এ সূচক ১৯৮৯-৯০ সালে শতকরা ১০.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪২৫.৭৪-এ দাঁড়ায় । আলোচ্য বছরে মজুরীর নিম্নলিখিত উপ-সূচকগুলো, যথাঃ 'শিল্প' শতকরা ১৩.৪ ভাগ (১,৩২৫.০২ হতে ১,৫০২.৩৬), 'নির্মাণ' শতকরা ১.৬ ভাগ (১,৪৫২.১০ হতে ১,৪৭৫.৪০), 'কৃষি' শতকরা ১১.৭ ভাগ (১,১১৪.৫০ হতে ১,২৪৫.১১) এবং 'মৎস্য' শতকরা ১৪.৬ ভাগ (১,২২৪.৯৭ হতে ১,৪০৩.৪৮) বৃদ্ধি পায় ।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২.২১। পরিকল্পনা কমিশনের সাময়িক হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৯-৯০ সালে চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ৯৮৯ কোটি টাকা বা শতকরা ৫৯.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৬৫১ কোটি টাকায় দাঁড়ায় । ফলে, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়/জিডিপি অনুপাত পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে শতকরা ৩.৬ ভাগে উন্নীত হয় । ১৯৮৯-৯০ সালে চলতি বাজার মূল্যে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২,১৩৭ কোটি টাকা বা শতকরা ৩০.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯,১৭৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায় । ফলে, আলোচ্য বছরে মোট বিনিয়োগ/ মোট দেশজ উৎপাদন অনুপাত পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১০.৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১২.৩ ভাগে দাঁড়ায় ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থ ও ব্যাংকিং

৩.১। ১৯৮৯-৯০ সালে অর্থ সরবরাহ বা Narrow Money (M_1) ৯৫৮.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৩৬৮.৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে অর্থ সরবরাহ (M_1) বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৮.২ ভাগ। আলোচ্য বছরে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ বা Broad Money (M_2) ৩,২১৯.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৬.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২২,২৯৭.৬০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (M_2) বৃদ্ধির এ হার আলোচ্য বছরের প্রক্ষেপিত হার শতকরা ১৭.০ ভাগের চেয়ে কিছুটা কম এবং পূর্ববর্তী বছরে শতকরা ১৬.৩ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় সামান্য বেশি।

৩.২। ১৯৮৯-৯০ সালে রিজার্ভ মুদ্রা* শতকরা ১৫.৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৩১৭.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৮.১ ভাগ। আলোচ্য বছরে অর্থ এর গুণক (Money Multiplier) প্রান্তিক (০.০৪) বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫৩-এ দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যা ০.৩৩ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্যাংকসমূহের রিজার্ভ / আমানত অনুপাত (Reserve / Deposit Ratio) ০.১৬ হতে ০.১৫-এ হ্রাস আলোচ্য বছরে অর্থ এর গুণক বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। অপর পক্ষে, মুদ্রা /আমানত অনুপাত (Currency / Deposit Ratio) পূর্ববর্তী বছরের ০.১৫ হতে আলোচ্য বছরে ০.১৬ -এ বৃদ্ধি গুণক বৃদ্ধি রোধে অবদান রাখে। অর্থ এর গুণকের এ বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত রিজার্ভের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসের ফলে আলোচ্য বছরে রিজার্ভ মুদ্রার তুলনায় ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (M_2) অপেক্ষাকৃত অধিক হারে বৃদ্ধি পায়।

৩.৩। ১৯৮৯-৯০ সালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ শতকরা ১৮.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,০৩২.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধির এ হার আলোচ্য বছরের জন্য প্রক্ষেপিত শতকরা ২০.৩ ভাগের তুলনায় কম, কিন্তু পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৩.১ ভাগের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

---

* রিজার্ভ মুদ্রা = ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা + বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ জমা + তফসিলী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল + বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নগদ জমা।

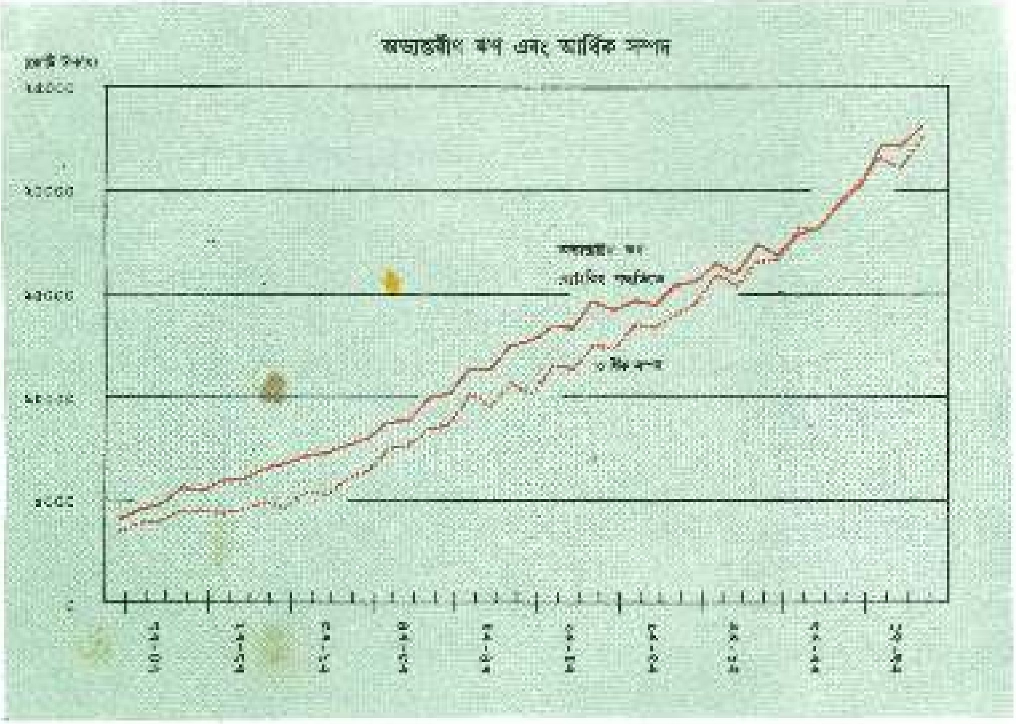

অর্থ সরবরাহ (M_1)

৩.৪। ১৯৮৯-৯০ সালে অর্থ সরবরাহের উপাদানসমূহের মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ৫৭২.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ২১.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,১৮৮.৩০ কোটি টাকায় এবং চলতি আমানত ৩৩৫.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,১৮০.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৮৯-৯০ সালে অর্থ সরবরাহ এবং তার উপাদানসমূহের ত্রৈমাসিক গতিধারা ৩.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী-৩.১

অর্থ সরবরাহ (M_1)

(কোটি টাকায়)

তারিখ	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	তলবী আমানত*	অর্থসরবরাহ (M_1)	অর্থ সরবরাহের পরিবর্তন বৃদ্ধি(+); হ্রাস (-)
জুন ৩০, ১৯৮৯	২,৬১৫.৬০	২,৮৪৫.১০	৫,৪৬০.৭০	—
সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৮৯	২,৭৩৫.৫০	২,৪৯৫.২০	৫,২৩০.৭০	-২৩০.০০
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৮৯	২,৭২৮.৬০	৩,২৭১.৮০	৬,০০০.৪০	+৭৬৯.৭০
মার্চ ৩১, ১৯৯০	২,৯১৪.৩০	২,৬৫৫.৭০	৫,৫৭০.০০	-৪৩০.৪০
জুন ৩০, ১৯৯০	৩,১৮৮.৩০	৩,১৮০.৪০	৬,৩৬৮.৭০	+৭৯৮.৭০

* ব্যাংকসমূহের গচ্ছিত সরকারী আমানত বাদে, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানতসহ।

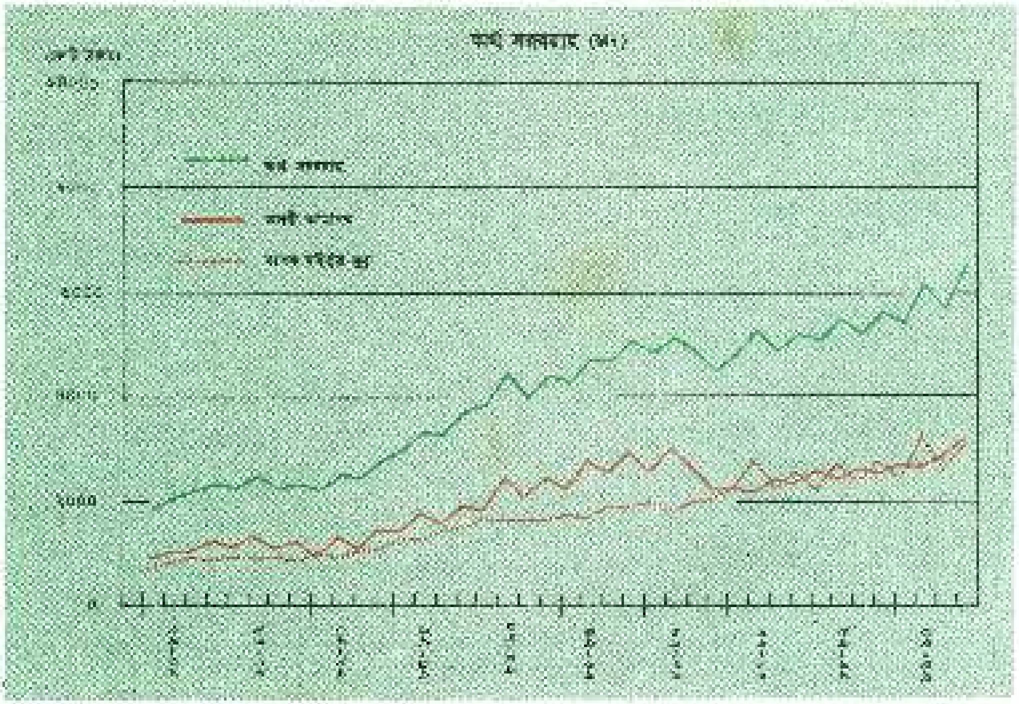

অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ-সূচক উপাদানসমূহ

৩.৫। ১৯৮৯-৯০ সালে অর্থ সরবরাহ (M_1) পরিবর্তনের কারণ-সূচক উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বেসরকারী খাতে ২,৬৪৪.৮০ কোটি টাকা, সরকারী খাতে (নীট) ৬৪৩.৮০ কোটি টাকা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ৩৭৭.৯০ কোটি টাকা ঋণ বৃদ্ধি অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধিতে মোট ৩,৬৬৬.৫০ কোটি টাকার সম্প্রসারণমূলক প্রভাব রাখে। কিন্তু, মেয়াদী আমানতে ২,৩১১.৫০ কোটি টাকার বৃদ্ধি, বৈদেশিক খাতে (নীট) ২৮১.১০ কোটি টাকার ঘাটতি এবং অন্যান্য পরিসম্পদে (নীট) ১৬৫.৯০ কোটি টাকা হ্রাস প্রাপ্তির সম্মিলিত সংকোচনমূলক প্রভাবে প্রথমোক্ত খাতসমূহের সম্প্রসারণমূলক প্রভাব বহুলাংশে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির নীট পরিমাণ ৯০৮.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ-সূচক উপাদানসমূহ ৩.২ নম্বর সারণীতে দেয়া হলো।

সারণী-৩.২

অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ-সূচক উপাদানসমূহ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ৩০, ১৯৯০	জুন ৩০, ১৯৮৯	পরিবর্তন
১। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	৩,১৮৮.৩০	২,৬১৫.৬০	+ ৫৭২.৭০
২। তলবী আমানত*	৩,১৮০.৪০	২,৮৪৫.১০	+ ৩৩৫.৩০
মোট অর্থ সরবরাহ (M_1)	৬,৩৬৮.৭০	৫,৪৬০.৭০	+ ৯০৮.০০
কারণ-সূচক উপাদানসমূহ			
সম্প্রসারণ (+)			
সংকোচন (-)			
১। সরকারী খাত (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ)			+১,০২১.৭০
(ক) সরকারী খাত (নীট)			+ ৬৪৩.৮০
(খ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত			+ ৩৭৭.৯০
২। বেসরকারী খাত			+২,৬৪৪.৮০
৩। মেয়াদী আমানত(বৃদ্ধি-)			-২,৩১১.৫০
৪। বৈদেশিক খাত (নীট)			- ২৮১.১০
৫। অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট)			- ১৬৫.৯০
মোট:			+৯০৮.০০

* বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানতসহ।

ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (M_2)

৩.৬। ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (M_2) পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৬.৩ ভাগের তুলনায় ১৯৮৯-৯০ সালে শতকরা ১৬.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২২,২৯৭.৬০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে, মেয়াদী আমানত শতকরা ১৭.০ ভাগ, তলবী আমানত শতকরা ১১.৮ ভাগ এবং ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা শতকরা ২১.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরে এগুলো বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৯.৯ ভাগ, ৮.১ ভাগ এবং ৮.৩ ভাগ। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ব্যাপক অর্থ সরবরাহে মেয়াদী আমানত, তলবী আমানত এবং ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার অংশ দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৭১.৪ ভাগ, ১৪.৩ ভাগ এবং ১৪.৩ ভাগ। ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে এগুলোর তুলনামূলক অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭১.৪ ভাগ, ১৪.৯ ভাগ এবং ১৩.৭ ভাগ। ৩.৩ নম্বর সারণীতে ১৯৮৮-৮৯ ও ১৯৮৯-৯০ সালে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (M_2) এবং এর বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন দেখানো হলো।

সারণী-৩.৩

ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (M_2)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ৩০, ১৯৮৮	জুন ৩০, ১৯৮৯	জুন ৩০, ১৯৯০	শতকরা পরিবর্তন	
				১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০
১। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	২,৪১৫.০০	২,৬১৫.৬০	৩,১৮৮.৩০	+৮.৩	+২১.৯
২। তলবী আমানত*	২,৬৩২.৭০	২,৮৪৫.১০	৩,১৮০.৪০	+৮.১	+১১.৮
৩। মেয়াদী আমানত*	১১,৩৬০.৩০	১৩,৬১৭.৪০	১৫,৯২৮.৯০	+১৯.৯	+১৭.০
মোটঃ	১৬,৪০৮.০০	১৯,০৭৮.১০	২২,২৯৭.৬০	+১৬.৩	+১৬.৯

* ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত তলবী আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

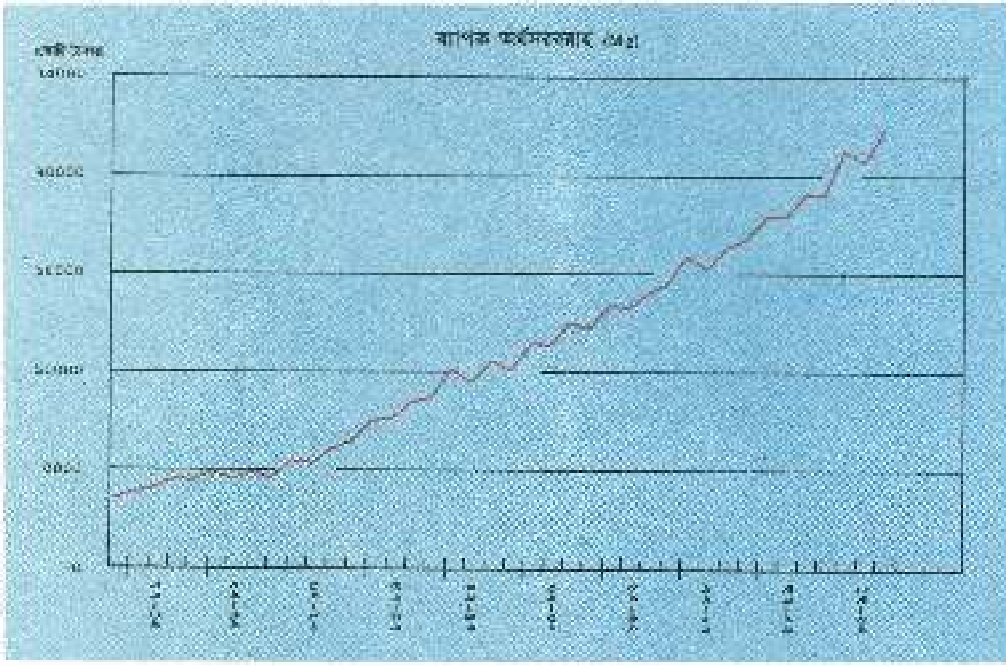

রিজার্ভ মুদ্রা

৩.৭। ১৯৮৯-৯০ সালে রিজার্ভ মুদ্রা ৮৪৮.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৪১১.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ৮.১ ভাগ। আলোচ্য বছরে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে সকল উপাদানই অবদান রাখে। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা বৃদ্ধি পায় ৫৭২.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ২১.৯ ভাগ, পূর্ববর্তী বছরে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ২০০.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ৮.৩ ভাগ। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে বর্ধিত অর্থসংস্থান এবং সরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধি ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ ২০২.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ৮.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়; পূর্ববর্তী বছরে যা ১৮০.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ৮.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তফসিলী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল এ সময়ে ৭৩.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭.০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী বছরে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩০.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ৭.৫ ভাগ। ৩.৪ নম্বর সারণীতে রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান এবং উৎস ভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো।

সারণী–৩.৪

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান ও উৎস–ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বার্ষিক পরিবর্তন ঃ বৃদ্ধি (+); হ্রাস (–)	
	১৯৮৯–৯০	১৯৯০–৯১
রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ	+৮৪৮.৫০ (+১৫.৫)	+৪১১.৩০ (+৮.১)
১। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	+৫৭২.৭০ (+২১.৯)	+২০০.৬০ (+৮.৩)
২। বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ অর্থ*	+২০২.৩০ (+৮.৪)	+১৮৩.৫০ (+৮.১)
৩। তফসিলী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল	+৭৩.৫০ (+১৭.০)	+৩০.২০ (+৭.৫)
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নগদ জমা	(০)	(০)
রিজার্ভ মুদ্রার উৎসসমূহ		
১। সরকারী খাতে প্রদত্ত (নীট) ঋণ	+৬৯২.৩০ (+৭০.২)	–২৫০.০০ (–২০.২৩)
২। তফসিলী ব্যাংকসমূহকে দেয়া কর্জ	+৭৮৪.৬০ (+২৫.০)	+৫৬৮.২০ (+২২.১২)
৩। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে দেয়া কর্জ	–৫.৭০ (–০.৬)	+১.৬০ (+০.১৭)
৪। নীট বৈদেশিক সম্পদ	–৭২১.১০ (–১৫৮.১)	+১৩৮.৪০ (+৪৩.৫৫)
৫। অন্যান্য বিষয়সমূহ (নীট)	+১৮.৪০ (+৪৪.৩)	–৪৬.১০ (–১,৪২১.২)

* ওয়েজ আর্নার্স ক্লিয়ারিং একাউন্টে অর্থসহ।

দ্রষ্টব্য ঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

অর্থের আয়-গতি

৩.৮। ১৯৮৯-৯০ সালে অর্থের আয়-গতি (মোট দেশজ উৎপাদন ÷ ব্যাপক অর্থ সরবরাহ) পূর্ববর্তী বছরের ৩.৪৪ হতে হ্রাস পেয়ে ৩.৩৪ এ দাঁড়ায় । ৩.৫ নম্বর সারণীতে অর্থের আয়-গতি দেখানো হলো ।

সারণী-৩.৫

অর্থের আয়-গতি

(কোটি টাকায়)

বছর/বিবরণ	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন*	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ(M_2)	অর্থের আয়-গতি (২÷৩)
১	২	৩	৪
১৯৮৮-৮৯	৬৫,৬৪০	১৯,০৭৮.১০	৩.৪৪
১৯৮৯-৯০	৭৪,৪০১সা	২২,২৯৭.৬০	৩.৩৪

* উৎসঃ পরিকল্পনা কমিশন ।
সা= সাময়িক ।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

৩.৯। ১৯৮৯-৯০ সালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ৩,৬৬৬.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৮.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,০৩২.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ১৩.১ ভাগ । বেসরকারী খাত, সরকারী খাত ও রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ঋণ বৃদ্ধি যথাক্রমে ২,৬৪৪.৮০ কোটি টাকা (১৯.৮%), ৬৫৩.৮০ কোটি টাকা (৪৬.৯%) ও ৩৭৭.৯০ কোটি টাকা (৮.২%) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধিতে অবদান রাখে । পূর্ববর্তী বছরে বেসরকারী খাত ও রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে যথাক্রমে শতকরা ২২.৬ ভাগ ও ৬.৩ ভাগ ঋণ বৃদ্ধি এবং সরকারী খাতে (নীট) শতকরা ২০.৬ ভাগ ঋণ সংকোচন হয়েছিল ।

ব্যাংক ঋণ

৩.১০। ১৯৮৯-৯০ সালে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের (আন্তঃব্যাংক লেনদেন ব্যতীত) স্থিতির পরিমাণ ৩,১৯৩.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৯.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২,৫৫৭.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৮.৫ ভাগ। আলোচ্য বছরে ব্যাংক ঋণের উপাদানসমূহের মধ্যে অগ্রিমসমূহ বৃদ্ধি পায় ৩,১২৩.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৯.৬ ভাগ এবং ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত বিলসমূহ বৃদ্ধি পায় ৬৯.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৪.৬ ভাগ। ব্যাংক ঋণের ত্রৈমাসিক গতিধারা ৩.৬ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী-৩.৬

ব্যাংক ঋণ

(কোটি টাকায়)

তারিখ	আগামসমূহ	বিলসমূহ@	মোট ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণে আগাম সমূহের শতকরা অংশ	মোট ব্যাংক ঋণে বিলসমূহের শতকরা অংশ
জুন ৩০, ১৯৮৯	১৫,৯১৮.১০	৪৭৭.০০	১৬,৩৯৫.১০	৯৭.১	২.৯
সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৮৯	১৬,৪২৪.০০	৫০২.৬০	১৬,৯২৬.৬০	৯৭.০	৩.০
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৮৯	১৭,৯৫১.৪০	৫৪৭.২০	১৮,৪৯৮.৬০	৯৭.০	৩.০
মার্চ ৩১, ১৯৯০	১৮,৪৭২.৭০	৫০৮.৩০	১৮,৯৮১.০০	৯৭.৩	২.৭
জুন ৩০, ১৯৯০	১৯,০৪১.৬০	৫৪৬.৫০	১৯,৫৮৮.১০	৯৭.২	২.৮

@ বৈদেশিক বিল ব্যতীত।

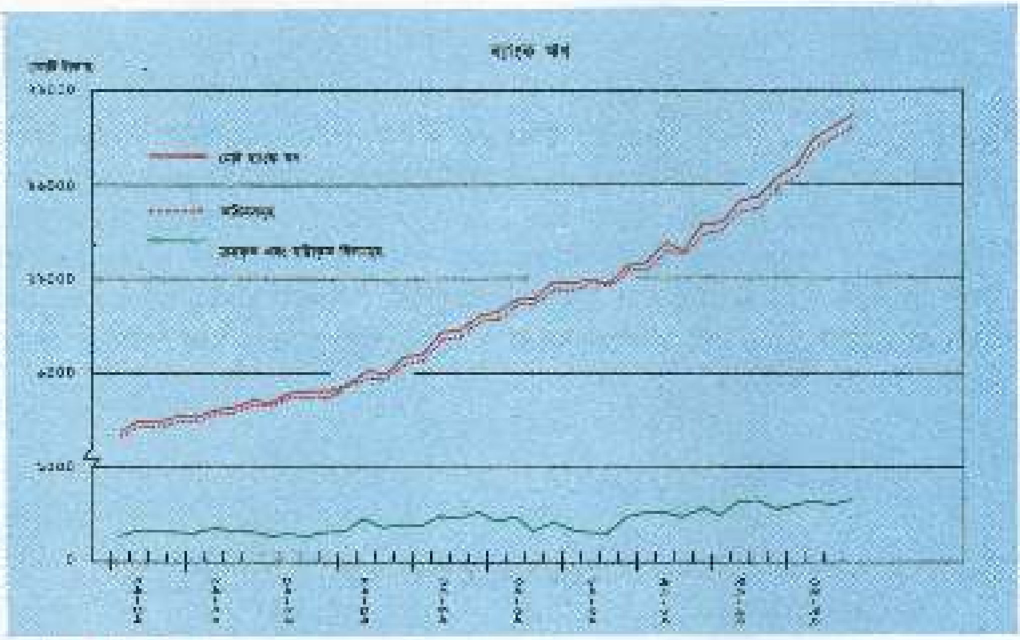

ব্যাংক আমানত

৩.১১। ১৯৮৯-৯০ সালে ব্যাংক মোট আমানত (আন্তঃব্যাংক লেনদেন ও সরকারী আমানত ব্যতীত) ২৫৪৬.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৬.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরে ব্যাংক

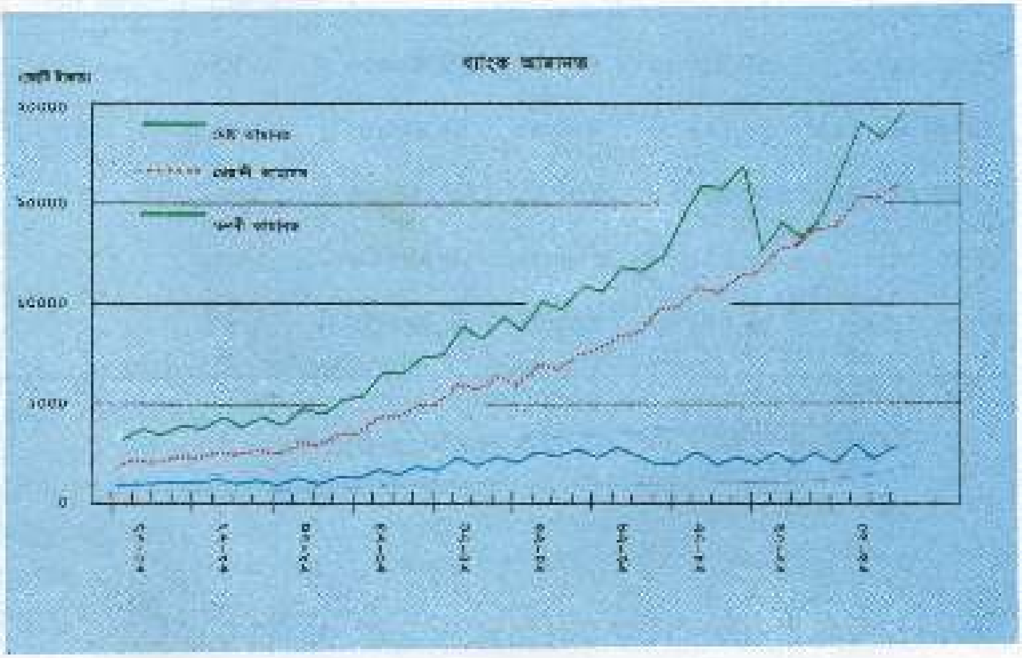

আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২,৪৬৭.৪০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭.৬ ভাগ । আলোচ্য বছরে তলবী আমানত ৩৩৫.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,১৮০.৪০ কোটি টাকায় এবং মেয়াদী আমানত ২,৩১১.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,৯২৮.৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় । ব্যাংক আমানতের ত্রৈমাসিক গতিধারা ৩.৭ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো ।

সারণী-৩.৭

ব্যাংক আমানত*

(কোটি টাকায়)

তারিখ	তলবী আমানত	মেয়াদী আমানত	মোট** আমানত	মোট আমানতে তলবী আমানতের শতকরা অংশ	মোট আমানতে মেয়াদী আমানতের শতকরা অংশ
জুন ৩০, ১৯৮৯	২,৮৪৫.১০	১৩,৬১৭.৪০	১৬,৪৬৩.৯০	১৭.৩	৮২.৭
সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৮৯	২,৪৯৫.২০	১৩,৮৯৯.৮০	১৬,৩৯৬.৬০	১৫.২	৮৪.৮
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৮৯	৩,২৭১.৮০	১৫,২৫৩.৪০	১৮,৫২৬.৪০	১৭.৭	৮২.৩
মার্চ ৩১, ১৯৯০	২,৬৫৫.৭০	১৫,১৬৬.৬০	১৭,৮২৩.৭০	১৪.৯	৮৫.১
জুন ৩০, ১৯৯০	৩,১৮০.৪০	১৫,৯২৮.৯০	১৯,১১০.৮০	১৬.৬	৮৩.৪

* ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে ।

** নিয়ন্ত্রিত আমানত (Restricted Deposits) সহ ।

শহর ও পল্লী এলাকায় অগ্রিম ও আমানত

৩.১২। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে মোট আমানতে পল্লী এলাকার আমানতের অংশ দাঁড়ায় শতকরা ২০.৩ ভাগ । ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে এর পরিমাণ ছিল শতকরা ২০.৪ ভাগ । মোট অগ্রিমসমূহের মধ্যে পল্লী এলাকায় প্রদত্ত অগ্রিমসমূহের অংশ ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর শেষের শতকরা ২৩.১ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর শেষে শতকরা ২৩.২ ভাগে দাঁড়ায় । ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর শেষে পল্লী এলাকায় প্রদত্ত অগ্রিম এবং সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪,২৫৪.৯৪ কোটি টাকা এবং ৩,৯৭৭.৯৬ কোটি টাকা, ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর শেষে যার তুলনামূলক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩,৫১৩.১২ কোটি টাকা ও ৩,৪০৪.৬১ কোটি টাকা । ৩.৮ নম্বর সারণীতে শহর ও পল্লী এলাকায় ব্যাংক অগ্রিম ও ব্যাংক আমানতের শতকরা হার দেখানো হলো ।

শহর ও পল্লী এলাকায় ব্যাংক আগাম ও ব্যাংক আমানতের শতকরা হার

তারিখ	আগামের শতকরা হার		আমানতের শতকরা হার	
	পল্লী	শহর	পল্লী	শহর
জুন ৩০, ১৯৮৬	২৬.৭	৭৩.০	১৯.১	৮০.১
জুন ৩০, ১৯৮৭	২৩.২	৭৬.৮	১৯.১	৮০.৯
জুন ৩০, ১৯৮৮	২৩.১	৭৬.৯	১৯.৭	৮০.৩
ডিসেম্বর ৩০, ১৯৮৮	২৩.১	৭৬.৯	২০.৪	৭৯.৬
জুন ৩০, ১৯৮৯	২৪.০	৭৬.০	২০.০	৮০.০
ডিসেম্বর ৩০, ১৯৮৯	২৩.২	৭৬.৮	২০.৩	৭৯.৭

ঋণ /আমানত অনুপাত

৩.১৩। তফসিলী ব্যাংকসমূহের ঋণ/ আমানত অনুপাত (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড বাদে) ১৯৮৯ সালের জুন শেষে ছিল ০.৭৫, যা ১৯৮৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরে ০.৮০ এ বৃদ্ধি পায় । ১৯৮৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে এ অনুপাত ০.৭৯-এ হ্রাস পায়, কিন্তু ১৯৯০ সালের ৩১শে মার্চে ০.৮৫-এ বৃদ্ধি পায় । ১৯৯০ সালের জুন শেষে এ অনুপাত পুনরায় হ্রাস পেয়ে ০.৮০-এ দাঁড়ায় ।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহের কর্জ

৩.১৪। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত কর্জের পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের ৩,২৫৪.৪০ কোটি টাকা থেকে ৮৬৩.৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ৪,১১৭.৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় ।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল

৩.১৫। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকসমূহের গচ্ছিত জমার (ওয়েজ আর্নার্স ক্লিয়ারিং একাউন্টে জমা ব্যতীত) পরিমাণ ১৭৬.৮০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২,১২৬.৯০ কোটি টাকায় এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৭৩.৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৬.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় ।

ব্যাংক রেট

৩.১৬। ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ব্যাংক রেট বার্ষিক শতকরা ১০.৭৫ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৯.৭৫ ভাগে নির্ধারণ করা হয়।

সুদের হার নীতি

৩.১৭। ১৯৮৯-৯০ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত দেশে নির্ধারিত এবং সক্রিয় সুদ হার নীতি (Active Interest Rate Policy) চালু ছিল। ব্যাংক ব্যবস্থাসহ সার্বিক আর্থিক খাতে গতিশীলতা আনয়ন এবং একটি বাজারমুখীন অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বিদ্যমান সুদনীতির আমূল সংস্কারের মাধ্যমে ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে কার্যকরভাবে একটি নমনীয় (flexible) নতুন সুদনীতি প্রবর্তন করা হয়। নতুন সুদনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) <u>ঋণের উপর সুদের হার</u>

ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন খাতের জন্য নির্ধারিত সুদের পরিসীমাসমূহের (bands)মধ্যে ব্যাংকসমূহ তাদের স্ব স্ব সুদের হার নির্ধারণ করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিসীমাসমূহ এবং ব্যাংকসমূহের ঘোষিত সুদের হারসমূহ ছয় মাসের জন্য কার্যকর থাকবে। অর্থ বাজারে বিদ্যমান পরিস্থিতি, প্রকৃত অবস্থা এবং মুদ্রা নীতির প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি ছয় মাস অন্তর নিয়মিত ভাবে সুদের নতুন হারের পরিসীমাসমূহ (bands) প্রকাশ করবে। ব্যাংকসমূহের ধার্যকৃত সুদের হারের মধ্যে সার্ভিস চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(২) <u>আমানতের উপর সুদের হার</u>

আমানতের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আমানতের শ্রেণীভেদে নির্ধারিত পরিসীমাসমূহের মধ্যে ব্যাংকসমূহ তাদের ব্যবসায়িক মূল্যায়ন অনুযায়ী নিজ নিজ সুদের হার স্থির করবে। মুদ্রা নীতির উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি ছয় মাস অন্তর সুদের হারের পরিসীমাসমূহের সমন্বয় সাধন করবে।

(৩) <u>ব্যাংকসমূহের জন্য সুদ ভর্তুকির ব্যবস্থা</u>

অগ্রাধিকার খাতসমূহে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সুদ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা তফসিলী ব্যাংকসমূহের নির্বাচিত খাতসমূহে প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩.১৮। নতুন সুদ নীতির আওতায় ১৯৯০ সালের জুন পর্যন্ত কার্যকর সুদের হারের পরিসীমাসমূহ এবং নির্বাচিত খাতসমূহে প্রদেয় সুদ ভর্তুকির হারসমূহ পরিশিষ্টের ১০(ঙ) নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ অর্থ সংরক্ষণ এবং তরল সম্পদ আবশ্যকতার হারসমূহ

৩.১৯। আলোচ্য বছরে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ অর্থ সংরক্ষণের হার এবং তাদের জন্য আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকতা মোট আমানত দায়ের যথাক্রমে শতকরা ১০.০ ভাগ ও শতকরা ২৫.০ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের নগদ অর্থ সংরক্ষণের হার শতকরা ৫.০ ভাগে স্থির রাখা হয় এবং তাদেরকে আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকতা হতে অব্যাহতি প্রদানের সুবিধা আলোচ্য বছরেও অপরিবর্তিত থাকে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকতাও শতকরা ১০.০ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে।

ডিপোজিট পেনশন স্কীম

৩.২০। ১৯৮৯-৯০ সালেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহসহ কতিপয় বেসরকারী ব্যাংক ডিপোজিট পেনশন স্কীমে অংশগ্রহণ করে। এ স্কীমের আওতায় আমানতের বছর-ওয়ারী স্থিতির পরিমাণ ৩.৯ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী-৩.৯

ডিপোজিট পেনশন স্কীমের আওতায় আমানতের স্থিতি

(কোটি টাকায়)

তারিখ	স্থিতির পরিমাণ	পরিবর্তন
জুন ৩০, ১৯৮৬	১৫৩·৩১	--
জুন ৩০, ১৯৮৭*	২৫৫·৮০	+১০২·৪৯ (+৬৬·৮৫)
জুন ৩০, ১৯৮৮*	৩৯১·১৯	+১৩৫·৩৯ (+৫২·৯৩)
জুন ৩০, ১৯৮৯*	৫৬৮·৩৭	+১৭৭·১৮ (+৪৫·২৯)
জুন ৩০, ১৯৯০	৭৯৬·০৫	+২২৭·৬৮ (+৪০·০৬)

* সংশোধিত।

দ্রষ্টব্য: বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

৩.২১। অর্থ ব্যবস্থাপনায় অধিকতর শৃংখলা আনয়ন, অর্থ সরবরাহ নিরাপদ সীমায় সংরক্ষণ এবং একই সাথে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও প্রকৃত আয় বৃদ্ধিতে ব্যাংকের সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯-৯০ সালে দেশের অর্থ ও ঋণ নীতি পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যে, আলোচ্য বছরে দেশের ঋণ নীতি ও ঋণ ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করা হয়। ঋণ শৃঙ্খলা জোরদারকরণ, ঋণদায় পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং ব্যাংকসমূহের আর্থিক ভিত্ সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ঋণের শ্রেণীবিন্যাসকরণ (Loan classification), সুদ স্থগিতকরণ (Interest suspension) এবং ঋণ অনাদায়ের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে প্রতিবিধানের (provision) ব্যবস্থা সংবলিত একটি নতুন ব্যবস্থা ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী হতে প্রবর্তন করা হয়। এ ব্যবস্থা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ব্যতীত সকল তফসিলী ব্যাংকের বেলায় কার্যকর করা হয়েছে। ঋণের শ্রেণীবিন্যাসকরণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের উপরই অর্পণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগসমূহ পরীক্ষা করে দেখবে। এ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ঃ

(১) ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯ তারিখের স্থিতির উপর ভিত্তি করে ঋণের প্রথম শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও প্রতিবিধান সংক্রান্ত হিসাব ৩১শে আগষ্ট, ১৯৯০ তারিখের মধ্যে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও প্রতিবিধান সংক্রান্ত হিসাব ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখের উপর ভিত্তি করে ৩১শে মার্চ, ১৯৯১ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রেণীবিন্যাসকরণ, প্রতিবিধান এবং অনাদায়ী সুদের ব্যবহার সম্পর্কিত হিসাব প্রত্যেক বছরের ডিসেম্বর শেষের স্থিতির উপর ভিত্তি করে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। উল্লেখ্য, ঋণ শ্রেণীবিন্যস্ত করা হলেও তা কোন অবস্থাতেই পরিশোধযোগ্য দায় থেকে বাদ পড়বে না।

(২) ঋণের গুণগতমান, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ এবং ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনাসহ অন্যান্য শর্তাদির মাপকাঠি প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রকার ঋণ এবং সেগুলোর বিপরীতে প্রতিবিধানের হারসমূহ নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছেঃ

(১) নিম্নমান ঋণ (Sub-standard Loan) ১০%
(২) সন্দেহজনক ঋণ (Doubtful Loan) ৫০%
(৩) কু-ঋণ (Bad Loan) ১০০%

উপরোক্ত হারে প্রতিবিধান ছাড়াও শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ এবং স্বল্প মেয়াদী কৃষিঋণ বাদে মোট ঋণের স্থিতির উপর সাধারণভাবে শতকরা ১ ভাগ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৩) নিম্নমান, সন্দেহজনক ও কু-ঋণ হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত সকল ঋণের এভাবে শ্রেণীকৃত অবস্থায় থাকাকালীন পুরো সময়ের জন্য সকল সুদ ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে স্থগিত সুদ হিসাবে (Interest Suspense Account) লিপিবদ্ধ করতে হবে । যদি কোন শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ পরবর্তীতে বি-শ্রেণীবিন্যাসিত (de-classified) হয়, সে ক্ষেত্রে উদ্ভূত (accrued) যে কোন অপরিশোধিত সুদ স্থগিত থাকবে । সুদকে আয় হিসাবে নিতে হলে তা অবশ্যই আদায় হতে হবে, অথবা বছরের প্রারম্ভে ও শেষে সংশ্লিষ্ট ঋণকে অশ্রেণীবিন্যাসিত (unclassified) হতে হবে।

(৪) শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে স্থগিত সুদ আদায়ের ক্ষেত্রে আদায়কৃত তহবিলের প্রয়োগক্রম হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) স্থগিত সুদ খাতে ;

(খ) চলতি বকেয়া বা মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া সুদ খাতে, সবচেয়ে পুরাতন পরিমাণ প্রথমে ;

(গ) আসল ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া খাতে , সবচেয়ে পুরাতন পরিমাণ প্রথমে ;

(ঘ) আসল ঋণের চলতি বকেয়া খাতে ।

(৫) শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণের অবস্থার পরিবর্তনের ফলে যথোপযুক্ত বিবেচিত হলে উক্ত ঋণকে বি-শ্রেণীবিন্যাসিত করা যেতে পারে । এ ব্যাপারে নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ

৩.২২। ১৯৮৯-৯০ সালে গৃহীত উল্লেখযোগ্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও সহায়ক ব্যবস্থাদির সার-সংক্ষেপ নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

(১) <u>অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী, ১৯৮৯</u>

জন স্বার্থে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালের ৪ঠা জুলাই অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী জারী করা হয় । উক্ত নির্দেশাবলীর প্রবিধানানুসারে, অন্যান্য পালনীয় বিষয়সহ, কোন অর্থ বিনিয়োগকারী কোম্পানী বা লীজিং কোম্পানী, অথবা অন্যবিধ কোন অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না । বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত এ সব প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসাও পরিচালনা করতে পারবে না । ষ্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত ইনভেষ্টমেন্ট ফাইনান্স কোম্পানীসমূহ কর্তৃক

সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত ইনভেষ্টরস একাউন্টসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে । কোন ইনভেষ্টমেন্ট ফাইনান্স কোম্পানী কর্তৃক গৃহীত মোট ঋণের পরিমাণ কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের ২০ গুণের অধিক হবে না এবং এসব কোম্পানী কর্তৃক স্থানীয় মুদ্রায় গৃহীত কর্জের পরিমাণ একক ক্ষেত্রে এককালীন অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকার কম হবে না । এ ছাড়া, এসব কোম্পানীর মোট দায়ের শতকরা ১০ ভাগ চলতি সম্পদ হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ বাধ্যতামূলক হবে, যা কোন তফসিলী ব্যাংকে আমানত হিসেবে বা দায়মুক্ত অনুমোদিত সিকিউরিটিতে সংরক্ষণ করা যাবে ।

(২) <u>বিয়ারার সার্টিফিকেট অব ডিপোজিটের বিপরীতে ঋণ সুবিধা নিষিদ্ধকরণ</u>

বিয়ারার সার্টিফিকেট অব ডিপোজিটের বিপরীতে ঋণ সুবিধা প্রদান নিষিদ্ধ করে ইতিমধ্যে উক্ত খাতে প্রদত্ত ঋণসমূহ অবিলম্বে সমন্বয় করার জন্য ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয় ।

(৩) <u>উন্নয়ন লেভী বৃদ্ধি প্রসংগে</u>

১৯৮৯ সালের ১লা জুলাই হতে উন্নয়ন লেভীর হার শতকরা ৪ ভাগ হতে শতকরা ৬ ভাগে উন্নীত করা হয় ।

(৪) <u>ডিপোজিট পেনশন স্কীম হিসাবে সুদ প্রদান প্রসংগে</u>

ডিপোজিট পেনশন স্কীম হিসাবে কোন জমাকারী ৩ বছর বা ততোধিক সময় নিয়মিতভাবে টাকা জমা করার পর যদি উক্ত হিসাব বন্ধ করতে চান সেক্ষেত্রে বার্ষিক শতকরা ১৪ ভাগের পরিবর্তে বার্ষিক শতকরা ১৫ ভাগ (সরল) হারে সুদসহ আসল টাকা ফেরত দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ।

(৫) <u>পাট ও পাটশিল্পের আটকে পড়া ঋণ সমস্যার সমাধান প্রসংগে</u>

পাট ও পাটশিল্পের আটকে পড়া ঋণ সমস্যার সমাধানকল্পে ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত সময়ে পাটকলসমূহের লোকসানের সমপরিমাণ অর্থ তাদের ব্যাংক ঋণ থেকে পৃথক করে সুদমুক্ত আলাদা হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করা হয় । যে ক্ষেত্রে ১৯৮৪-৮৫ সালের ঋণ পরিশোধ করা হয়নি, সে ক্ষেত্রে উক্ত সালের পৃথকীকৃত ঋণের উপর সুদ বাবদ কোন রেয়াত দেয়া হবে না । উৎপাদন

ও বিক্রয়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয় এমন ব্যয় লোকসান নির্ধারণের জন্য ধরা হবে না এবং ১৯৮৮-৮৯ সালের লোকসানের অংক ১৯৮৭-৮৮ সালের লোকসানের পরিমাণ থেকে বেশি হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরোক্ত পৃথকীকৃত ঋণ পরিশোধের জন্য ১৯৮৯ সালের ১লা জুলাই হতে ৩ (তিন) বছরের অব্যাহতি (moratorium) দেয়া হবে এবং পরবর্তী ১০ (দশ) বছরে পৃথকীকৃত ঋণ (আসল এবং সুদ) সংশ্লিষ্ট খাতক পরিশোধ করবে। অব্যাহতির মেয়াদকালে (moratorium period) উদ্ভূত সুদ সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে ব্যাংকসমূহকে পরিশোধ করা হবে।

(৬) পাট ঋণ ১৯৮৯-৯০ঃ পাট কল/ স্পিনিং মিল

১৯৮৯-৯০ সালের পাট মৌসুমে পাটকল/স্পিনিং মিলসমূহের জন্য প্রণীত ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ সীমা নবায়ন এবং এতদুদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর এর মধ্যে নয় মাসের কাঁচা পাটের মজুদ গঠন ও ১৯৯০ সালের জানুয়ারী থেকে প্রতি মাসে এক মাসের মজুদ কমিয়ে ১৯৯০ সালের জুন মাসের মধ্যে ৩ মাসের স্বাভাবিক মজুদের মাত্রায় নিয়ে আসার ব্যাপারে ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইস্যু করা হয়। কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য দ্রব্যাদির জন্য মার্জিনের হার শতকরা ১০ ভাগে নির্ধারণ করা হয়।

(৭) রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল গঠন

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে এক চুক্তি অনুযায়ী অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানীমুখী শিল্প/রপ্তানীকারকগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাঁচামাল/যন্ত্রাংশ ইত্যাদি আমদানীর জন্য অর্থায়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ সরবরাহের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল হতে উপরোক্ত দ্রব্যাদি আমদানীর জন্য অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানীকারকদেরকে তাদের রপ্তানী ঋণপত্রে অতিরিক্ত মূল্যের (f.o.b value) অনধিক শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত লন্ডন আন্তঃব্যাংক হারের চেয়ে শতকরা ১ ভাগ অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদানের বিপরীতে অনুমোদিত ডিলারগণকে রিডিসকাউন্টিং বা পুনঃবাট্টা পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। অনুমোদিত ডিলারগণ/ব্যাংকসমূহ অপ্রচলিত পণ্যের নতুন রপ্তানীকারকদের অনকূলে প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সুদ হার হতে শতকরা ৩.৫ ভাগ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শতকরা ২.৫ ভাগ কম হারে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রিডিসকাউন্টিং সুবিধা পাবে।

(৮) বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারের আওতায় আমদানী ঋণপত্র খোলা প্রসংগে

বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারের আওতায় আমদানী ঋণপত্র খোলার বিপরীতে মাত্রাতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রার আচ্ছাদন (foreign exchange cover) গ্রহণ না করার জন্য ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয় । তবে, আমদানীকারকগণ বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত ঝুঁকির দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক হলে ঋণপত্র খোলার পূর্বে বৈদেশিক মুদ্রার পুরোটাই অগ্রিম আচ্ছাদন (advance cover) হিসেবে গ্রহণ করা যাবে ।

(৯) খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ প্রদানে নিষেধাজ্ঞা প্রসংগে

খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ প্রদানে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা রহিত করে ন্যায়সংগত মার্জিন এবং উপযুক্ত জামানতের বিপরীতে নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয় ।

(১০) তাঁতীদেরকে ব্যাংক ঋণ প্রদান প্রসংগে

নতুন ঋণগ্রহীতা তাঁতীদেরকে এবং পূর্বে গৃহীত ঋণের শতকরা ৪০ ভাগ পরিশোধকারী তাঁতীদেরকে ঋণ পুনঃতফসিলীকরণসহ সন্তোষজনক সমঝোতা সাপেক্ষে এবং ব্যাংক—গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয় ।

(১১) রপ্তানীমুখী তৈরী পোশাক শিল্প এবং এসব শিল্পে স্থানীয় ভাবে প্রস্তুত কাপড় সরবরাহকারী বস্ত্রকলসমূহকে ঋণদান প্রসংগে

রপ্তানীমুখী তৈরী পোশাক শিল্পসমূহের অনুকূলে অবাতিলযোগ্য রপ্তানী ঋণপত্র বা নিশ্চিত রপ্তানী চুক্তির বিপরীতে রপ্তানী মূল্যের সর্বোচ্চ শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয় । উক্ত ঋণ সীমার মধ্যে ব্যাক-টু-ব্যাক আমদানী ঋণপত্রসহ স্থানীয় মুদ্রায় রপ্তানী-পূর্ব নগদ ঋণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে মার্জিন ও সহায়ক জামানতের পরিমাণ ব্যাংক—গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে । মঞ্জুরকৃত সর্বোচ্চ ঋণসীমা হতে প্রকৃত আমদানী ঋণপত্রের পরিমাণ বিয়োগ করে স্থানীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য নগদ ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে । এ ছাড়া, পোশাক

শিল্পসমূহ কর্তৃক স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত কাপড় সংগ্রহের জন্য বস্ত্রকলসমূহের অনুকূলে খোলা ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বস্ত্রকলসমূহকে চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করা যাবে ।

(১২) বাণিজ্যিক আমদানীর বিপরীতে ঋণ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ প্রসংগে

বাণিজ্যিক আমদানীকারকগণ কর্তৃক মালামালের বিপরীতে ব্যাংকের দায় পরিশোধ সংক্রান্ত সময়সীমা ৪৫ দিন হতে হ্রাস করে ৩০ দিনে নির্ধারণ করা হয় ।

(১৩) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য ঋণ কর্মসূচী প্রসংগে

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের ক্ষমতা ১০ লক্ষ টাকা হতে ২০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হয় ।

(১৪) "প্রচ্ছন্ন রপ্তানী" হিসেবে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থার অধীনস্থ শিল্প ইউনিটসমূহ কর্তৃক আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে দেশের অভ্যন্তরে সরবরাহকৃত প্রস্তুত সামগ্রীর জন্য রেয়াতী হারে ব্যাংক ঋণ প্রদান প্রসংগে ।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থার আওতাধীন শিল্প ইউনিটসমূহকে আন্তর্জাতিক দরপত্রের অধীনে স্থানীয়ভাবে সরবরাহকৃত পণ্য সামগ্রীকে "প্রচ্ছন্ন রপ্তানী" হিসেবে গণ্য করে উক্ত দ্রব্য সরবরাহ/উৎপাদনের জন্য বিক্রয় আদেশ মূল্যের শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত ১৮০ দিনের জন্য বার্ষিক শতকরা ৮ ভাগ থেকে ১১ ভাগ সুদ হারে এবং এর অধিক সময়ের জন্য বার্ষিক শতকরা ১২ ভাগ থেকে ১৫ ভাগ সুদ হারে চলতি মূলধন ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয় ।

(১৫) আন্তঃব্যাংক তলবী অর্থ বাজারে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান প্রসংগে

আলোচ্য বছরে ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (ইউএলসি)-কে আন্তঃ-ব্যাংক তলবী অর্থ বাজারে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয় ।

(১৬) <u>মেয়াদ পুর্তির স্থায়ী আমানত ভাঙানোর ক্ষেত্রে দণ্ড আদায় প্রসঙ্গে</u>

মেয়াদ পুর্তির আগে স্থায়ী আমানত ভাঙানোর ক্ষেত্রে দণ্ড আদায় সম্পর্কে প্রচলিত নির্দেশমালা প্রত্যাহার করে ব্যাংকসমূহকে তাদের স্ব-স্ব পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নিজস্ব নীতিমালা নির্ধারণের পরামর্শ দেয়া হয় । বিদেশী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তাদের মুখ্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নীতিমালা নির্ধারণ করবে । প্রণীত নীতিমালা সকল শাখা এবং আমানতকারীদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে ।

(১৭) <u>বেসরকারী ব্যাংকের উদ্যোক্তা, পরিচালক এবং অংশীদারদের ঋণদান সম্পর্কিত বিধিনিষেধ প্রসঙ্গে</u>

বেসরকারী ব্যাংকের উদ্যোক্তা, পরিচালক এবং পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক অভিহিত মূল্যের শেয়ার মালিকগণ যে সমস্ত ব্যক্তি-মালিকানাধীন বা যৌথকারবারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রাইভেট অথবা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর সাথে তাদের বা তাদের আত্মীয়বর্গের স্বার্থ জড়িত আছে তাদেরকে ব্যাংক ঋণ এবং পারফরমেন্স বন্ড, বিড বন্ড এবং গ্যারান্টি জাতীয় সকল প্রকার সম্ভাব্য দায় হিসেবে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সর্বমোট পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে না । তবে, উক্ত অংকের মধ্যে ক্যাশ ক্রেডিট, ওভারড্রাফট, প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট, এল. টি. আর, ইত্যাদি আকারে প্রদেয় সরাসরি ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার অধিক হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিতে হবে । বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনক্রমে একজন পরিচালকের নিজের এবং আত্মীয়বর্গের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের নামে সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে । তবে, যে সব পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে ব্যাংকের কোন পরিচালকের বা তার আত্মীয়স্বজনের শেয়ারের পরিমাণ মোট মূলধনের শতকরা ২৫ ভাগের কম, সে সব কোম্পানীর ঋণ সর্বোচ্চ ঋণ সীমার আওতায় পড়বে না। সার্বিকভাবে উদ্যোক্তা, পরিচালক এবং পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক অভিহিত মূল্যের শেয়ার মালিকগণ এবং তাঁদের আত্মীয়বর্গকে প্রদত্ত সকল প্রকার ঋণ সুবিধার অংক কোনক্রমেই ব্যাংকের ঋণযোগ্য তহবিলের শতকরা ১০ ভাগের বেশী হতে পারবে না । এরূপ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য নির্দেশাবলী অবশ্যই পালন করতে হবে এবং যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে ।

পুনঃঅর্থসংস্থান নীতি

৩.২৩। ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে নতুন সুদনীতি প্রবর্তনের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাদের অগ্রাধিকার খাতসমূহে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদানের সুবিধা অবলুপ্ত হয়ে যায় । তবে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কর্মসূচীতে অর্থযোগানের বিপরীতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় (SEZ) ও ডিউটি-ড্র-ব্যাক ব্যবস্থার আওতায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত হারে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা অব্যাহত আছে । এ ছাড়া, আন্তর্জাতিক সংস্থা অথবা বিদেশী সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় সকল পুনঃঅর্থসংস্থান কর্মসূচীও সংশ্লিষ্ট চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ।

পুনঃবাট্টা বাতায়ন সুবিধা

৩.২৪। অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমূহে প্রদত্ত ব্যাংক ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা প্রদানের পরিবর্তে ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে প্রবর্তিত নতুন সুদ নীতির আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের একক সাধারণ পুনঃবাট্টা বাতায়ন (Rediscounting Window) সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে । মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাংক রেট সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃবাট্টা বাতায়ন হতে প্রদেয় ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করবে । ১-১-১৯৯০ তারিখ হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহকে (নির্বাচিত ক্ষেত্র ব্যতীত) পুনঃঅর্থসংস্থান হিসেবে প্রদত্ত সকল বকেয়া পরিশোধযোগ্য হবে এবং সমপরিমাণ অর্থ ব্যাংক রেটে প্রদত্ত পুনঃবাট্টা বাতায়ন ঋণ হিসেবে গণ্য করা হবে । বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত উক্ত পুনঃবাট্টা বাতায়ন ঋণ স্বয়ংক্রিয় (automatic) হলেও ব্যাংকসমূহকে ২৬-১২-৮৯ তারিখের পূর্বেই এর জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে । অনুমোদিত পুনঃঅর্থসংস্থান সীমা অব্যবহৃত থাকলে তা ১-১-৯০ তারিখে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং উক্ত তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনাধীন পুনঃঅর্থসংস্থান সংক্রান্ত সকল আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ফেরত পাঠানো হবে । উপরোল্লিখিত পুনঃবাট্টা বাতায়ন সুবিধার অন্যান্য প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলোঃ

(১) এ সুবিধার আওতায় তফসিলী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৯০ দিনের জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ সুবিধা পাবে । তবে,বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব বিবেচনায় ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে ।

(২) ইসলামী নীতিতে পরিচালিত তফসিলী ব্যাংকসমূহের জন্য পুনঃবাট্টা বাতায়ন হতে প্রদত্ত সুবিধা তাদের আমানত ব্যয়ের সমপরিমাণ হারে প্রদান করা হবে । তবে, তা কোনক্রমেই ব্যাংক রেটের কম হবে না ।

(৩) এ সুবিধার জন্য আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা এবং ঋণ পোর্টফোলিও এর গুণাগুণের ভিত্তিতে বিবেচিত হবে। এ সুবিধা গ্রহণের জন্য আবেদন পত্রের সংগে অশ্রেণীবিন্যাসিত ধারাবাহিক ঋণ (continuous credit) সহ স্বল্প মেয়াদী ঋণের মোট স্থিতির বিবরণী এবং পুনঃবাট্টা বাতায়ন ও পুনঃঅর্থায়নে গৃহীত ঋণের বর্তমান অবস্থার চিত্র উপস্থাপন করতে হবে। এ সুবিধা গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহণকারী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক অথবা তদূর্ধ্ব যে কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত অশ্রেণীবিন্যাসিত স্বল্প মেয়াদী ঋণ জামানত হিসেবে প্রদান করতে হবে। জামানত হিসেবে প্রদত্ত এ ধরনের ঋণ আদায়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন দায়িত্ব থাকবে না, বরং তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের উপরই বর্তাবে। জামানত হিসেবে প্রদত্ত ঋণের ত্রুটিপূর্ণ সত্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট পুনঃবাট্টা ঋণের সম্পূর্ণ পরিমাণের উপর এক বছরের জন্য ব্যাংক রেটের চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ অধিক হারে দণ্ড সুদ ধার্য করা হবে।

(৪) তফসিলী ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় ব্যাংক রেটে বিভিন্ন মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্যাংকিং সুবিধাদি ও অর্থসংস্থান

ব্যাংক শাখার সম্প্রসারণ

৪.১। ব্যাংকসমূহের শাখা সম্প্রসারণ কার্যক্রম ১৯৮৯-৯০ সালেও অব্যাহত থাকে। আলোচ্য বছরে তফসিলী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশে মোট ৮৮টি নতুন শাখা খোলায় মোট ব্যাংক শাখার সংখ্যা ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের ৫,৪৫১টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ৫,৫৩৯ টিতে দাঁড়ায়। এর মধ্যে, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের (রূপালী ব্যাংক লিমিটেডসহ) ২৩টি শাখা বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৫৪৫টিতে, বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ২৩টি শাখা বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৪৫টিতে এবং বেসরকারী ব্যাংকসমূহের ৪২টি শাখা বৃদ্ধি পেয়ে ৮২৭টিতে দাঁড়ায়। তবে, বিদেশী ব্যাংকসমূহের শাখার সংখ্যা ২২টিতে অপরিবর্তিত থাকে। আলোচ্য বছরে তফসিলী ব্যাংকসমূহ ৪৮টি পল্লী শাখা খোলায় ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে পল্লী অঞ্চলে মোট ব্যাংক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৬৬৯টিতে বা মোট ব্যাংক শাখার শতকরা ৬৬.২ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে বাংলাদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিদেশে অবস্থিত শাখার সংখ্যা ১৩টিতে অপরিবর্তিত থাকে। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশে বেসরকারী ব্যাংকের সংখ্যা ১০টিতে এবং বিদেশী ব্যাংকের সংখ্যা ৭টিতে অপরিবর্তিত থাকে।

ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স, বাংলাদেশ লিমিটেড

৪.২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিশেষ লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত "ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স, বাংলাদেশ লিমিটেড" আলোচ্য বছরে তাদের কার্যক্রম কিছুটা জোরদার করে। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে এ ব্যাংকের সংগৃহীত আমানত ও প্রদত্ত অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৮.৯৬ কোটি টাকা ও ১৪.০৯ কোটি টাকা। এ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের ১টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে ৪টিতে দাঁড়ায়।

ইসলামী ব্যাংকিং

৪.৩। আলোচ্য বছরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের আমানতের পরিমাণ ৭১.৮৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৫.১৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এ ব্যাংকের ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৮২.৮২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের জুন শেষে ২৯০.৫৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছর শেষে এ ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৮৯ সালের জুন শেষের ৫.৯২ কোটি

টাকায় অপরিবর্তিত থাকে । ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মোট শাখার সংখ্যা ১৯৮৯ সালের জুন শেষের ২৭টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের জুন শেষে ৪০টিতে দাঁড়ায় । ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক নীতিতে পরিচালিত অপর ব্যাংক, আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের আমানতের পরিমাণ ৮৭.৮৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের জুন শেষে ২৮৫.৮৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায় । এ ব্যাংকের ঋণের স্থিতির পরিমাণ ১৫৩.৮৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরের জুন শেষে ৩৭৭.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় । আল-বারাকা ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ১৯৮৯ সালের জুন শেষের ১০টি থেকে ১৯৯০ সালের জুন শেষে ১৭টিতে বৃদ্ধি পায় ।

শ্রেণী ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক অবস্থা

৪.৪। ১৯৯০ ~~১৯৮৯~~ সালের জুন শেষে আমানত গ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের মোট আমানত দায়ে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাদে), ইসলামী ব্যাংকসমূহ, বিদেশী ব্যাংকসমূহ ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬২.৩ ভাগ, ২২.৪ ভাগ, ৩.৩ ভাগ, ৭.২ ভাগ ও ৪.৮ ভাগ । পূর্ববর্তী বছরের শেষে এদের তুলানমূলক অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬২.৪ ভাগ, ২১.৪ ভাগ, ৩.১ ভাগ, ৮.৩ ভাগ ও ৪.৮ ভাগ । আলোচ্য বছর শেষে মোট ব্যাংক ঋণে উপরোক্ত শ্রেণী ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের অংশ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫২.০ ভাগ, ১৮.০ ভাগ, ৩.৪ ভাগ, ৬.১ ভাগ ও ২০.৫ ভাগ । পূর্ববর্তী বছরের শেষে এদের তুলনামূলক অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৫১.৬ ভাগ, ১৭.৬ ভাগ, ২.৬ ভাগ, ৬.৬ ভাগ ও ২১.৭ ভাগ । আলোচ্য বছর ও পূর্ববর্তী বছর শেষে শ্রেণী ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের তুলনামূলক চিত্র ৪.১ নম্বর সারণীতে দেয়া হলো ।

সারণী–৪·১

শ্রেণী ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের শতকরা হার

শ্রেণী ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ	মোট আমানত*		মোট ব্যাংক ঋণ	
	জুন ৩০, ১৯৯০	জুন ৩০, ১৯৮৯	জুন ৩০, ১৯৯০	জুন ৩০, ১৯৮৯
১। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	৬২·২৮	৬২·৪৩	৫২·০৯	৫১·৫৫
২। বেসরকারী ব্যাংকসমূহ (ইসলামী ব্যাংকদ্বয় বাদে)	২২·৩৬	২১·৩৭	১৭·৯৯	১৭·৫৮
৩। ইসলামী ব্যাংকদ্বয়	৩·৩০	৩·১৪	৩·৪১	২·৫৮
৪। বিদেশী ব্যাংকসমূহ	৭·২৪	৮·২৮	৬·০১	৬·৬৪
৫। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ	৪·৮২	৪·৭৮	২০·৫০	২১·৬৫
সর্বমোট :	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

* সরকারী আমানত অন্তর্ভুক্ত নয়।

৪·৫। ব্যাংকসমূহে সরকারী খাতের মোট আমানতসমূহ ৪·২ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী–৪.২

ব্যাংকসমূহে সরকারী খাতের আমানতসমূহ

(কোটি টাকায়)

সময়/বছর	তলবী আমানত	মেয়াদী আমানত	মোট আমানত
জুন ৩০, ১৯৮৮	৫০৭.৪০	৬৪৩.৫০	১,১৫০.৯০
জুন ৩০, ১৯৮৯	৪২১.৮০	৯১৫.৭০	১,৩৩৭.৫০
জুন ৩০, ১৯৯০	৪৯৭.০০	৮৭৪.৮০	১,৩৭১.৮০

ব্যাংক পরিদর্শন

৪.৬। বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাভাবিক পরিদর্শন কর্মসূচী অনুযায়ী ১৯৮৯-৯০ সালে তফসিলী ব্যাংকসমূহের ১,৩৬০টি শাখায় বিস্তারিত পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করা হয় । এছাড়া, আলোচ্য বছরে তফসিলী ব্যাংকসমূহের ৯২টি শাখায় সংক্ষিপ্ত এবং ৭০৮টি শাখায় বিশেষ পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করা হয় ।

বিনিয়োগ কোম্পানী

৪.৭। দেশের দু'টি বিনিয়োগ কোম্পানী--ন্যাশনাল ক্রেডিট লিমিটেড (এনসিএল) এবং বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড (বিসিআই) মূলতঃ বিনিয়োগে মধ্যস্থতাকারী অ-ব্যাংক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এ ব্যাংক ঋণের বিকল্প উৎস হিসেবেও কাজ করছে । এ দু'টি প্রতিষ্ঠান আন্তঃব্যাংক তলবী অর্থ বাজারেও অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাউদী-বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো) বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিল্প বিনিয়োগে মধ্যস্থতা করছে। আলোচ্য বছরে ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানী (ইউএলসি) নামের অপর একটি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আন্তঃব্যাংক তলবী অর্থ বাজারে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয় ।

অ-ব্যাংক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন

৪.৮। অ-ব্যাংক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী যথাযথভাবে তদারকির মাধ্যমে সার্বিক আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে বিনিয়োগ কোম্পানীসমূহের কার্যাবলী পরিদর্শন অব্যাহত রাখা হয় । আলোচ্য বছরে ৪টি অ-ব্যাংক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, যথাঃ এনসিএল, বিসিআই, আইডিএলসি এবং আইসিবি-তে ৫২টি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ।

পুনঃবাট্টা বাতায়ন সুবিধা

৪.৯। ১৯৮৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুসৃত সুদনীতি সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নতুন সুদনীতি প্রণয়ন করেছে । নতুন সুদনীতির আলোকে ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ইতিপূর্বে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা প্রত্যাহার করে ব্যাংক রেটে পুনঃবাট্টা বাতায়ন সুবিধার প্রবর্তন করা হয় । বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক কৃষিখাতে ঋণ প্রদানের বিপরীতে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বি.আর.ডি.বি) কর্মসূচীতে অর্থ যোগানের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা অব্যাহত থাকবে । ডিউটি-ড্র-ব্যাক ব্যবস্থায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় (SEZ) বিতরণকৃত

ঋণের ক্ষেত্রেও প্রচলিত পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা বহাল থাকবে । এ ছাড়া, আন্তর্জাতিক সংস্থা অথবা বিদেশী সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় পুনঃঅর্থসংস্থান কর্মসূচীসমূহ সংশ্লিষ্ট চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । পুনঃবাট্টা বাতায়ন সুবিধার আওতায় তফসিলী ব্যাংকসমূহকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে । অ-কৃষি খাতে বি.আর.ডি.বি , বিকেবি ও রাকুউব প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ব্যাংক রেটে পুনঃবাট্টা বাতায়ন হতে ঋণ সুবিধা এবং নির্ধারিত হারে সুদ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা এতে অন্তর্ভুক্ত আছে । পুনঃবাট্টা বাতায়ন হতে ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্য হলো ঋণ গ্রহণকারী ব্যাংকের পর্যাপ্ত স্বল্প মেয়াদী তরল সম্পদ রক্ষণে সহায়তা দান ।

৪.১০। ১৯৮৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতির পরিমাণ ছিল সর্বমোট ১,৬৩৪.৮১ কোটি টাকা । পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা প্রত্যাহারের পর ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী ব্যাংকসমূহকে ১,৭৭১.৬৮ কোটি টাকার পুনঃবাট্টা বাতায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে পুনঃবাট্টা বাতায়ন সুবিধার আওতায় প্রদত্ত ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৯৫১.৯০ কোটি টাকা ।

পুনঃঅর্থসংস্থান ও পাল্টা অর্থসংস্থান কর্মসূচী

৪.১১। নতুন সুদনীতি প্রবর্তনের পূর্বে ১৯৮৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চালুকৃত পুনঃঅর্থসংস্থান ও পাল্টা অর্থসংস্থানের বিবরণ নিচে দেয়া হলো ।

খাদ্য শস্যের জন্য পাল্টা অর্থসংস্থান

৪.১২। ১৯৮৯-৯০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো সরকারকে ৭৫.০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একই পরিমাণ পাল্টা অর্থসংস্থান (counter finance) সুবিধা দেয়া হয়। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর শেষে উক্ত পাল্টা অর্থসংস্থানের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৫৮.০০ কোটি টাকা ।

সারের জন্য পাল্টা অর্থসংস্থান

৪.১৩। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বি, এ,ডি, সি) কর্তৃক সার সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য পূবালী, উত্তরা এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেডসহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে ১৮৮৯-৯০ সালের ৩১-১২-৮৯ পর্যন্ত তাদের ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ১২০.০০ কোটি টাকা পাল্টা অর্থসংস্থানের অনুমোদন দেয়া হয় । ১৯৮৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বরে এ খাতে পাল্টা অর্থসংস্থানের স্থিতি ছিল ৯৯.০০ কোটি টাকা । পূর্ববর্তী বছরের ২৯শে জুনে একই খাতে এর পরিমাণ ছিল

৮৯.০০ কোটি টাকা । বি. এ. ডি. সি. কর্তৃক পাম্প, ইঞ্জিন এবং অগভীর নলকূপের যন্ত্রাংশ সংগ্রহের জন্য সোনালী ব্যাংকে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে আরো ২০.০০ কোটি টাকা পাল্টা অর্থসংস্থানের অনুমোদন দেয়া হয় । ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর শেষে এ খাতে স্থিতির পরিমাণ ছিল ২০.০০ কোটি টাকা ।

পাটের জন্য পুনঃঅর্থসংস্থান

৪.১৪। ১৯৮৯-৯০ সালের পাট মৌসুমে পাট ব্যবসা ও পাটকলগুলোর জন্য ব্যাংক থেকে পর্যাপ্ত অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয় । কাঁচা পাট ক্রয় ও পাটকলগুলোর চলতি মূলধনের প্রয়োজনে অর্থ যোগানের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ নগদ ঋণ (cash credit) ও প্যাকিং ঋণের (packing credit) সীমা অনুমোদন করে । ১৯৮৯ সালের ৬ই এপ্রিল পাট খাতে সর্বোচ্চ ব্যবহৃত ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ছিল ২,৩০৩.৭৭ কোটি টাকা । ১৯৮৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর এখাতে সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ২,৭৫৮.২১ কোটি টাকায় দাঁড়ায় । বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত সর্বোচ্চ পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে ১,০২৫.০৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায় । ১৯৮৯ সালের ২৯শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ৭০৩.৩৮ কোটি টাকা ।

রপ্তানী বিলের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান

৪.১৫। রপ্তানী বিলের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ওভার ড্রাফট/পুনঃবাট্টা সুবিধার বিপরীতে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের সর্বোচ্চ স্থিতির পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ১২ই জুলাই-এ ছিল ২২.৮৯ কোটি টাকা, যা ১৯৮৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বরে ১৮.৪২ কোটি টাকায় নেমে আসে । ১৯৮৯ সালের ২৯শে জুনে এ খাতে পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতির পরিমাণ ছিল ২২.৮৯ কোটি টাকা ।

অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্যের জন্য পুনঃঅর্থসংস্থান

৪.১৬। অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্যের জন্য জাহাজীকরণপূর্ব ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকসমূহকে সর্বোচ্চ পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বরে ২২৭.৫৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ১৯৮৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বরে ২২৫.৩৯ কোটি টাকায় নেমে আসে । ১৯৮৯ সালের ২৯শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ১৩৩.৩৬ কোটি টাকা ।

চিনি কলের জন্য পুনঃঅর্থসংস্থান

৪.১৭। ১৯৮৯-৯০ সালে চিনিকলসমূহে অর্থসংস্থানের বিপরীতে সর্বোচ্চ পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ৫ই অক্টোবরে ৩২.৩৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ২৬.৫৮ কোটি টাকায় নেমে আসে। ১৯৮৯ সালের জুন শেষে এ খাতে স্থিতির পরিমাণ ছিল ১৪.৬৬ কোটি টাকা।

অন্যান্য পুনঃঅর্থসংস্থান

৪.১৮। কৃষি ব্যতীত অন্যান্য খাতে* বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ২৯শে জুনে ৪৫.৫১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বরে ১৫৭.৩৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৪.১৯। ডিউটি-ড্র-ব্যাক ব্যবস্থা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় (SEZ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রচলিত সুদ হারে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা আগের মতই অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৯-৯০ সালে এ দু'খাতে পুনঃঅর্থসংস্থানের বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

ডিউটি-ড্র-ব্যাক

৪.২০। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে এ খাতে পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৮.৬৩ কোটি টাকা, যা ১৯৮৯ সালের ২৯শে জুনে ছিল ৯.১৬ কোটি টাকা।

বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় (SEZ) অর্থায়ন

৪.২১। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন এ খাতে পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতির পরিমাণ ছিল ০.৪৮ কোটি টাকা, যা ১৯৮৯ সালের ২৯শে জুনে ছিল ০.৫৬ কোটি টাকা।

---

* কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের বিস্তারিত বিবরণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।

মূলধন বাজার এবং শিল্পে অর্থসংস্থান

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ

৫.১। ১৯৮৯-৯০ সালে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার বাজারে মন্দাভাব অব্যাহত থাকে । আলোচ্য বছরে ৯টি নতুন কোম্পানী ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয় । ফলে, ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর সংখ্যা ১৯৮৮-৮৯ সালের ১০২ থেকে ১৯৮৯-৯০ সালে ১১১টিতে বৃদ্ধি পায় । উপরোক্ত কোম্পানী ছাড়াও, ৬টি মিউচুয়াল ফান্ড এবং ৪টি ডিবেঞ্চারও আলোচ্য বছরে ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ছিল, যেগুলোর ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৩.০০ কোটি টাকা।

৫.২। ১৯৮৯-৯০ সালে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে মোট ১৮.৭৮ কোটি টাকা মূল্যের ২৬.৯২ লক্ষ শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কেনাবেচা হয় । পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এই পরিমাণ সংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৬১.৬ ভাগ এবং মূল্যের ভিত্তিতে শতকরা ২১.৭ ভাগ বেশি । আলোচ্য বছরে মোট ১৬টি* কোম্পানী জনসাধারণের কাছে বিক্রির জন্য মোট ২৭.০১ কোটি টাকা মূল্যের নতুন শেয়ার ইস্যু করে, যা ১৯৮৮-৮৯ সালে ১২টি** কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত ১৫.২৮ কোটি টাকার শেয়ারের তুলনায় শতকরা ৭৬.৮ ভাগ বেশি ।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ

৫.৩। দেশের পুঁজি বাজার উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ভূমিকা ১৯৮৯-৯০ সালে কিছুটা হ্রাস পায় । ১৯৯০ সালের জুন শেষে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বেসরকারী ব্যাংক এবং বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী ব্যাংক) কর্তৃক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর ডিবেঞ্চারে অর্থসংস্থানের স্থিতি পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষের ১,০৬৬.৭৭ কোটি টাকা থেকে ১৯৯০ সালের জুন শেষে ৮৬৮.৯৪ কোটি টাকায় হ্রাস প্রাপ্তিতে এর প্রতিফলন হয় । আলোচ্য বছরে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত শেয়ার ও সিকিউরিটির জামানতের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট শেয়ার ও সিকিউরিটি সমূহের অভিহিত মূল্যের (face value) শতকরা ৮০.০ ভাগ পর্যন্ত অগ্রিম প্রদান অব্যাহত রাখে । ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর শেষে শেয়ার ও সিকিউরিটির (সরকারী ও অন্যান্য ট্রাষ্টি সিকিউরিটিসহ) বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮২.৭৮ কোটি টাকায়, ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর শেষে যার পরিমাণ ছিল ১২১.৪৭ কোটি টাকা ।

---

* তালিকাভুক্তির জন্য বিবেচনাধীন ৭টি কোম্পানীসহ ।
** তালিকাভুক্তির জন্য বিবেচনাধীন ৫টি কোম্পানীসহ ।

বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (আইসিবি)

৫.৪। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (আই,সি,বি) ব্রীজ ফিনান্সের জন্য ২.৮৩ কোটি টাকা এবং শেয়ার বিক্রির দায় গ্রহণ বাবদ ১.৯২ কোটি টাকাসহ মোট ৪.৭৫ কোটি টাকার অঙ্গীকার প্রদান করে। ১৯৮৮-৮৯ সালে আই,সি,বি শুধুমাত্র ব্রীজ ফিনান্সের জন্য ০.৩৫ কোটি টাকার অঙ্গীকার প্রদান করেছিল। ১৯৮৮-৮৯ সালে আইসিবি প্রদত্ত ০.৩৫ কোটি টাকার অঙ্গীকারের তুলনায় ১৯৮৯-৯০ সালে আই,সি,বি,এবং অন্যান্য কনসোর্টিয়াম অংশীদারদের সম্মিলিত অঙ্গীকার প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.২৪ কোটি টাকায় (আইসিবি ৯.২৫ কোটি টাকা এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারগণ ৮.৯৯ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। ১৯৯০ সালের জুন শেষে আইসিবি এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারদের মোট অঙ্গীকারের স্থিতি দাঁড়ায় ৫৫.২০ কোটি টাকায় (আইসিবি ১৪.৭৫ কোটি টাকা এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারগণ ৪০.৪৫ কোটি টাকা)। ১৯৮৯ সালের জুন শেষে এর তুলনামূলক পরিমাণ ছিল ৪৬.১৯ কোটি টাকা (আইসিবি ১২.৪০ কোটি টাকা এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারগণ ৩৩.৭৯ কোটি টাকা)। জন্মলগ্ন থেকে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত আইসিবি ২৯৮টি* প্রকল্পের জন্য মোট ৯৫.৯৫ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করেছে।

৫.৫। ১৯৮৯-৯০ সালে আইসিবি এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারদের সম্মিলিত বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৭২ কোটি টাকায় (আইসিবি ২.৩৯ কোটি টাকা এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারগণ ২.৩৩ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। ১৯৮৮-৮৯ সালে বিনিয়োগের তুলনামূলক পরিমাণ ছিল ২.০২ কোটি টাকা (আইসিবি ০.৪৫ কোটি টাকা এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারগণ ১.৫৭ কোটি টাকা)। ১৯৯০ সালের জুন শেষে আই সি বি এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারদের মোট বিনিয়োগের স্থিতি দাঁড়ায় ৬০.৪০[সা] কোটি টাকায়। ১৯৮৯ সালের জুন শেষে এর পরিমাণ ছিল ৬৩.৪৪ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

৫.৬। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বি, এস, বি) ১৯৮৯-৯০ সালে মোট ২২১টি ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ করে। পূর্ববর্তী বছরে প্রাপ্ত আবেদন পত্রের সংখ্যা ছিল ৭৫টি। আলোচ্য বছরে শিল্প ব্যাংক ৮৮টি প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ২৭৩.০৭ কোটি টাকা এবং স্থানীয় মুদ্রায় ১৩০.৩৭ কোটি টাকাসহ মোট ৪০৩.৪৪ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করে। পূর্ববর্তী বছরে ৩৯টি প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ৭৮.০৮ কোটি টাকা এবং স্থানীয় মুদ্রায় ৪২.১৩ কোটি টাকাসহ মোট ১২০.২১ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ১৯৮৯-৯০ সালেও উপরোক্ত ঋণের পুরোটাই ছিল বেসরকারী খাতে শিল্প প্রকল্পের বিপরীতে।

---

* ২.২৪ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকার বাতিলকৃত ৩টি প্রকল্প বাদে।
সা- সাময়িক।

৫.৭। ১৯৮৯–৯০ সালে শিল্প ব্যাংক মোট ৬৩.১৩ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করে, যার মধ্যে ৩১.৯০ কোটি টাকা ছিল বৈদেশিক মুদ্রায় এবং ৩১.২৩ কোটি টাকা ছিল স্থানীয় মুদ্রায়। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় আলোচ্য বছরেও বিতরণকৃত ঋণের পুরোটাই ছিল বেসরকারী খাতের প্রকল্পসমূহে। ১৯৮৮–৮৯ সালে শিল্প ব্যাংক মোট ৪৬.৮১ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে, যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্থানীয় মুদ্রার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০.১৯ কোটি টাকা এবং ১৬.৬২ কোটি টাকা। ১৯৮৯–৯০ সালে শিল্প ব্যাংকের ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫.০৭ কোটি টাকায়। পূর্ববর্তী বছরে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৭৩.৫৬ কোটি টাকা। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৩২২.৫৯[সা] কোটি টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ (৩৯.৬০%) সহ শিল্প ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৮১৪.৬৪[সা] কোটি টাকায়। ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে ৩৬৫.৫২ কোটি টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসহ (৪৯.০%) এর পরিমাণ ছিল ৭৪৬.৭৬ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা*

৫.৮। ১৯৮৯–৯০ সালে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বি, এস, আর, এস) তার পোর্টফোলিওভুক্ত প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখে। আলোচ্য বছরে বি, এস, আর, এস ১১টি প্রকল্পের বি, এম, আর, ই কল্পে ১০৯.৫৪ কোটি টাকা, ৪টি প্রকল্পের পুনর্বাসনকল্পে ০.৮১ কোটি টাকা, ৮টি প্রকল্পের চলতি মূলধন ঋণ হিসেবে ১.৭১ কোটি টাকা এবং ৯টি প্রকল্পে অতিরিক্ত ঋণ হিসেবে ৫.১৫ কোটি টাকাসহ মোট ১১৭.২১ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করে। ১৯৮৮–৮৯ সালে বিতরণকৃত ৩.৫৮ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৮৯–৯০ সালে শিল্প ঋণ সংস্থার ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯.৭৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ছিল ১৯.৭২ কোটি টাকা স্থানীয় মুদ্রায় এবং ০.০৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রায়।

৫.৯। শিল্প ঋণ সংস্থার আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রকল্পগুলোর পরিচালন দক্ষতা এবং ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী বছরে গৃহীত কার্যকর তদারকি ব্যবস্থাসমূহ আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। ১৯৮৯–৯০ সালে সংস্থার ঋণ আদায় এর পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৩৫.৩৭ কোটি টাকার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩.৪৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ৪৪৩.২১ কোটি টাকার (৫১.৭%) মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসহ শিল্প ঋণ সংস্থার মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৮৫৭.২৯ কোটি টাকায়। ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে ৬৩৪.৭০ কোটি টাকার (৭৮.৬%) মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসহ সংস্থার মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৮০৭.৭৯ কোটি টাকা।

সা–সাময়িক।

* ১৯৮৯–৯০ সালের উপাত্তসমূহ সাময়িক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষি ও পল্লী অর্থসংস্থান

বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচী

৬.১। দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের সর্বাধিক গুরুত্বের প্রেক্ষিতে, বিশেষ করে ১৯৯২ সালের মধ্যে ২ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্ধিত অর্থসংস্থানের প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে ১৯৮৯-৯০ ফসল বছরের (অক্টোবর-সেপ্টেম্বর) জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ১,৩৫০.০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ কর্মসূচী ধার্য করা হয়। পূর্ববর্তী বছরের কর্মসূচীতে ধার্যকৃত ১,২৫০.০০ কোটি টাকার তুলনায় এ পরিমাণ ছিল শতকরা ৮.০ ভাগ বেশি। আলোচ্য বছরের কর্মসূচীতে ফসল ঋণ (চা ব্যতীত) বাবদ ৬৯১.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৫১.২ ভাগ), সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং সংস্থাপনের জন্য ৯৮.০ কোটি টাকা (শতকরা ৭.৩ ভাগ) এবং অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডের জন্য ৫৬১.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৪১.৬ ভাগ) ধার্য করা হয়। ১৯৮৮-৮৯ ফসল বছরে উপরোক্ত খাতসমূহে কর্মসূচীর তুলনামূলক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৩১.৫০ কোটি টাকা (শতকরা ৫১.০ ভাগ), ৮০.৫০ কোটি টাকা (শতকরা ৬.৪ ভাগ) এবং ৫৩৮.০ কোটি টাকা (শতকরা ৪৩.০ ভাগ)।

৬.২। ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কৃষি খাতে অর্থায়নে উত্তরোত্তর নিজস্ব সম্পদ-নির্ভর করার মৌলিক লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৮৯-৯০ সালের বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচী প্রণীত হয়। এ লক্ষ্যে, ঋণ বিতরণে অধিকতর শৃংখলা আনয়ন, আদায় পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং আমানত সংগ্রহ জোরদারকরণের মাধ্যমে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব তহবিল গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আলোচ্য বছরে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে অনুসৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলোঃ

(১) কৃষি ঋণ সম্পর্কিত সকল আদান প্রদান "কৃষি ঋণ পাশ বই" এর মাধ্যমে সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা ১৯৮৯-৯০ সালেও অব্যাহত রাখা;

(২) স্বভাবজাত খেলাপী ঋণগ্রহীতাগণের নতুন ঋণ পাওয়ার অযোগ্য হিসেবে বিবেচনা অব্যাহত রাখা;

(৩) পর্যাপ্ত ও সময়মত ঋণ বিতরণ এবং উপযুক্ত তদারকির মাধ্যমে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান;

(৪) অনাবৃষ্টির পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ঋণ, বিশেষ করে ফসল ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাদের আবেদনক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সম্পূর্ণ দণ্ডসুদ এবং সাধারণ সুদের শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত মওকুফ বিবেচনার ব্যবস্থাকরণ;

(৫) অনূর্ধ্ব ৩,০০০ হাজার টাকা দাবীর সার্টিফিকেট মামলাসমূহ ঋণগ্রহীতাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতের বাইরে নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকরণ;

(৬) ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে প্রবর্তিত ষান্মাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনাক্রমে পরিবর্তন সাপেক্ষ নতুন সুদ নীতির আওতায় কৃষি খাতে ঋণের বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা অবলুপ্ত করা হলেও ব্যাংক রেটে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা এবং বিআরডিবি'র কর্মসূচীতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের অর্থায়ন ও অন্যান্য কতিপয় ক্ষেত্রসহ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের জন্য একটি সংশোধিত 'মেট্রিক্স' অনুসারে পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদানের ব্যবস্থাকরণ ;

(৭) বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষি খাতে নির্ধারিত সুদহারে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে শতকরা ১.১ ভাগ হারে সুদ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ; এবং

(৮) নতুন আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর উপর গুরুত্ব প্রদান ।

কৃষি ঋণ পাশ বই

৬.৩। ১৯৮৯-৯০ সালে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ৯.৭৫ লক্ষ নতুন ঋণগ্রহীতাকে কৃষি ঋণ পাশ বই ইস্যু করে । এর মধ্যে, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ৩.৬৪ লক্ষ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২.৫৪ লক্ষ, অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ১.৬৯ লক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১.৪৪ লক্ষ এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ০.৪৪ লক্ষ পাশ বই ইস্যু করে। ১৯৮৪-৮৫ সালে প্রথম প্রবর্তনের পর থেকে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৭৫.৩৬ লক্ষ ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে মোট ৪৯.৯৯ লক্ষ ঋণগ্রহীতাকে পাশ বই ইস্যু করা হয় । এর মধ্যে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৭.৭৫ লক্ষ, অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ১৬.৬০ লক্ষ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ৫.৫৫ লক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ৫.২৭ লক্ষ এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৪.৮২ লক্ষ পাশ বই ইস্যু করে ।

বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ

৬.৪। ১৯৮৯-৯০ সালে বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮৬.৭৮ কোটি টাকায়, যা ১৯৮৮-৮৯ সালে বিতরণকৃত ৮০৬.৪৯ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ১৪.৮ ভাগ কম । আলোচ্য বছরে ফসল ঋণ (চা ব্যতীত) বাবদ ২৫৭.১৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ৩৬২.৬৩ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ২৯.১ ভাগ কম । সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংস্থাপনের জন্য বিতরণকৃত ৩৩.৯৮ কোটি টাকা ছিল পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ৩৭.১৯ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৮.৬ ভাগ কম । অপরদিকে, চা-এর জন্য উৎপাদন ঋণসহ অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডের জন্য ৩৯৫.৬৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ৪০৬.৬৭ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ২.৭ ভাগ কম । মূলতঃ স্বভাবতঃ খেলাপী ঋণগ্রহীতাগণ নতুন ঋণ পাবার অযোগ্য থাকায় এবং সুদ মওকুফ ও ঋণের পুনঃতফসিলীকরণ করা সত্ত্বেও বিপুল অংকের ঋণ অনাদায়ী থাকার কারণে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব সম্পদের অপ্রতুলতা এবং পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা সীমিত হয়ে যাবার প্রেক্ষিতে নতুন ঋণ প্রদানে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের ফলে আলোচ্য বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম হয় । কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে উপযুক্ত মানসিকতাসম্পন্ন দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকবলের অভাবকেও সাধারণভাবে এ খাতে অর্থায়নে প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জনে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে গণ্য করা যায় ।

কৃষি ঋণ আদায়

৬.৫। ১৯৮৯-৯০ সালে কৃষি ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করার ফলে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পায় । ১৯৯০ সালের ৩০ শে জুনে, ৩,৯৮৬.২৭ কোটি টাকার আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে মোট ৭০১.৯৪ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭.৬ ভাগ ঋণ আদায় হয় । পূর্ববর্তী বছরে আদায়কৃত ৫৭৩.৪৬ কোটি টাকার তুলনায় আলোচ্য বছরে আদায়ের এ পরিমাণ ছিল শতকরা ২২.৪ ভাগ বেশি । আলোচ্য বছরে মোট কৃষি ঋণের স্থিতি ৬৭০.৬২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ৫,৩৮১.২৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায় । পূর্ববর্তী বছরে নজীরবিহীন বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষিতে ঋণ আদায় স্থগিতকরণ ও ঋণের পুনঃতফসিলীকরণের ফলে মোট স্থিতির পরিমাণ ৮৪৭.১৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে ৪,৭১০.৬৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল । তবে, ইতিপূর্বে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আলোচ্য বছরে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ৯৩৪.৯৩ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৯.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ৩,২৮৬.৩৩ কোটি টাকায় (মোট ঋণের স্থিতির শতকরা ৬১.০ ভাগ এবং মোট আদায়যোগ্য ঋণের শতকরা ৮২.৪ ভাগ) দাঁড়ায় । পূর্ববর্তী বছরে খেলাপী ঋণসহ অন্যান্য ঋণের পুনঃতফসিলীকরণ করার কারণে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ মাত্র ৪১৭.০২ কোটি টাকা বা শতকরা ২১.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে

১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে ২,৩৪৯.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ১৯৮৮–৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ সালে বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র ৬.১ নম্বর সারণীতে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী - ৬.১

১৯৮৮–৮৯ এবং ১৯৮৯–৯০ সালের বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর তুলনামূলক অবস্থা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৮৮–৮৯	১৯৮৯–৯০ (সাময়িক)	বার্ষিক পরিবর্তন
১। বিতরণের কর্মসূচী	**১,২৫০.০০**	**১,৩৫০.০০**	**+১০০.০০** (+৮.০০)
ক) ফসলে অর্থসংস্থান (চা ব্যতীত)	৬৩১.৫০	৬৯১.০০	+৫৯.৫০ (+৯.৪২)
খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অর্থসংস্থান	৮০.৫০	৯৮.০০	+১৭.৫০ (+২১.৭৪)
গ) অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডে অর্থসংস্থান (চা সহ)	৫৩৮.০০	৫৬১.০০	+২৩.০০ (+৪.২৮)
২। প্রকৃত বিতরণ	**৮০৬.৪৯**	**৬৮৬.৭৮**	**−১১৯.৭১** (−১৪.৮৪)
ক) ফসলে অর্থসংস্থান (চা ব্যতীত)	৩৬২.৬৩	২৫৭.১৭	−১০৫.৪৬ (−২৯.০৮)
খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অর্থসংস্থান	৩৭.১৯	৩৩.৯৮	−৩.২১ (−৮.৬৩)
গ) অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডে অর্থসংস্থান (চা সহ)	৪০৬.৬৭	৩৯৫.৬৩	−১১.০৪ (−২.৭১)
৩। আদায়যোগ্য ঋণ	২,৯১৭.৭১	৩,৯৮৬.২৭	+১,০৬৮.৫৬ (+৩৬.৬২)
৪। আদায়কৃত ঋণ	৫৭৩.৪৬	৭০১.৯৪	+১২৮.৪৮ (+২২.৪০)
৫। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	২,৩৪৯.৪০	৩,২৮৪.৩৩	+৯৩৪.৯৩ (+৩৯.৭৯)
৬। মোট ঋণের স্থিতি	৪,৭১০.৬৭	৫,৩৮১.২৯	+৬৭০.৬২ (+১৪.২৪)

বিঃ দ্রঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

৬.৬। ১৯৮৯–৯০ সালে বিতরণকৃত মোট কৃষি ঋণের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী ঋণ ছিল ৫১৯.৯৮ কোটি টাকা বা মোট বিতরণের শতকরা ৭৫.৭ ভাগ, ১৯৮৮–৮৯ সালে যার পরিমাণ ছিল ৬৩৮.৯৪ কোটি টাকা বা মোট বিতরণের শতকরা ৭৯.২ ভাগ । ১৯৮৯–৯০ সালে মেয়াদী ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯৮৮–৮৯ সালের ১৬৭.৫৫ কোটি টাকার তুলনায় ০.৭৫ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৬৬.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ছিল মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ২৪.৩ ভাগ । আলোচ্য বছরে স্বল্প মেয়াদী ফসল ঋণ (চা ব্যতীত) বিতরণের পরিমাণ হ্রাস পায় শতকরা ২৯.১ ভাগ, কিন্তু চা–এর জন্য বিতরণকৃত উৎপাদন ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শতকরা ৬.৫ ভাগ । সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংস্থাপনে প্রদত্ত মেয়াদী ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৮৯–৯০সালে শতকরা ৮.৬ ভাগ হ্রাস পায় । পশু পালন খাতসহ অন্যান্য প্রয়োজনে বিতরণকৃত মেয়াদী ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৮৯–৯০ সালে শতকরা ১.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায় । ৬.২ নম্বর সারণীতে মেয়াদ ও প্রকার ভেদে কৃষি ঋণ বিতরণের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো ।

সারণী–৬.২

কৃষি ঋণ বিতরণের প্রকারভেদ
(স্বল্প মেয়াদী ও মেয়াদী ঋণ)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৮৮–৮৯	১৯৮৯–৯০ (সাময়িক)	পরিবর্তন বৃদ্ধি (+); হ্রাস(–)
মোট কৃষি ঋণ বিতরণ	**৮০৬.৪৯**	**৬৮৬.৭৮**	**–১১৯.৭১**
১। স্বল্প মেয়াদী ঋণ	**৬৩৮.৯৪**	**৫১৯.৯৮**	**–১১৮.৯৬**
	(৭৯.২২)	(৭৫.৭১)	
ক) ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)	৩৬২.৬৩	২৫৭.১৭	–১০৫.৪৬
খ) অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডে ঋণ	**২৭৬.৩১**	**২৬২.৮১**	**–১৩.৫০**
১) চা–এর জন্য উৎপাদন ঋণ	১০৮.৭৯	১১৫.৯০	+৭.১১
২) অন্যান্য ঋণ	১৬৭.৫২	১৪৬.৯১	–২০.৬১
২। মেয়াদী ঋণ	**১৬৭.৫৫**	**১৬৬.৮০**	**–০.৭৫**
	(২০.৭৮)	(২৪.২৯)	
ক) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ	৩৭.১৯	৩৩.৯৮	–৩.২১
খ) অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডের ঋণ	**১৩০.৩৬**	**১৩২.৮২**	**+২.৪৬**
১) পশু পালন খাতে ঋণ	৮৪.৩৫	৬৫.৫৯	–১৮.৭৬
২) অন্যান্য ঋণ	৪৬.০১	৬৭.২৩	+২১.২২

বিঃ দ্রঃ বন্ধনীর মধ্যে মোট ঋণের শতকরা হার নির্দেশক ।

৬.৭। ১৯৮৯-৯০ সালে মোট বিতরণকৃত কৃষি ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১৪.৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৬৮৬.৭৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৯৮৯-৯০ সালেও কৃষি ঋণের বৃহত্তম উৎস (৫৪.৯%) হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। তবে, এ ব্যাংকের ফসল ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১০৪.২৭ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৪৯.২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৫২.৯৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, এ ব্যাংকের বিতরণকৃত মোট কৃষি ঋণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১৪.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩৭৬.৯৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে কৃষি ঋণের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস ছিল অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ। তবে, অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১৩.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২০৭.৫৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের মত আলোচ্য বছরেও ফসল ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ছিল সবচেয়ে বড় উৎস। আলোচ্য বছরে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিতরণকৃত ফসল ঋণ পূর্ববর্তী বছরের ১৮৩.৪২ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৫৯.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ালেও, মোট বিতরণকৃত ফসল ঋণে এদের অংশ বৃদ্ধি পায়। মোট কৃষি ঋণ ও ফসল ঋণ উভয় ক্ষেত্রেই এদের সম্মিলিত অবদান ১৯৮৮-৮৯ সালের যথাক্রমে শতকরা ২৯.৭ ভাগ ও ৫১.১ ভাগ থেকে আলোচ্য বছরে শতকরা ৩০.২ ভাগ ও ৬১.৯ ভাগে উন্নীত হয়। আলোচ্য বছরে মোট কৃষি ঋণ ও ফসল ঋণের ক্ষেত্রে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অংশ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে শতকরা ৬.৭ ভাগ ও ৭.২ ভাগে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ১.৭০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করে। এ বছর সমবায় ব্যাংক কোন ফসল ঋণ বিতরণ করেনি। ১৯৮৯-৯০ সালে মোট কৃষি ঋণ ও ফসল ঋণ বিতরণে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অংশ দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৮.০ ভাগ ও ১০.৩ ভাগ, পূর্ববর্তী বছরে যার তুলনামূলক অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭.৭ ভাগ এবং ১১.৯ ভাগ। সামগ্রিকভাবে, আলোচ্য বছরে মোট কৃষি ঋণ ও ফসল ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৪.৮ ভাগ ও ২৯.১ ভাগ হ্রাস পায়। ৬.৩ নম্বর সারণীতে কৃষি ঋণ বিতরণের উৎস-ভিত্তিক পরিসংখ্যান দেয়া হলো।

সারণী ৬.৩

উৎস–ভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৯৮৮–৮৯		১৯৮৯–৯০ (সাময়িক)	
	মোট ঋণ	ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)	মোট ঋণ	ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৪৪০.৩৫ (৫৪.৬০)	১০৪.২৭ (২৮.৭৫)	৩৭৬.৯৩ (৫৪.৮৮)	৫২.৯৩ (২০.৫৮)
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৪৬.৫০ (৫.৭৭)	১৮.৬০ (৫.১৩)	৪৬.০৮ (৬.৭১)	১৮.৪৯ (৭.১৯)
অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	২৩৯.৭৩ (২৯.৭৩)	১৮৫.৪২ (৫১.১৩)	২০৭.০৪ (৩০.১৫)	১৫৯.৩০ (৬১.৯৪)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	৬২.২৬ (৭.৭২)	৪২.১৬ (১১.৮৫)	৫৫.৮৩ (৭.৯৮)	২৬.৪৫ (১০.২৯)
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	১৭.৬৫ (২.১৯)	১১.৩৮ (৩.১৪)	১.৯০ (০.২৮)	–
মোটঃ	৮০৬.৪৯	৩৬২.৬৩	৬৮৬.৭৮	২৫৭.১৭

বিঃ দ্রঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ সংশ্লিষ্ট ঋণদান প্রতিষ্ঠানের শতকরা অংশ নির্দেশক।

কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান

৬.৮। ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে নতুন সুদনীতি চালু করার পর থেকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ব্যতীত সকল তফসিলী ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা অবলুপ্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক কৃষি খাতে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে একটি সংশোধিত 'মেট্রিক্স' অনুসারে পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কর্মসূচীতে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান ব্যবস্থা প্রচলিত সুদের হারে অব্যাহত থাকবে। আন্তর্জাতিক সংস্থা অথবা বিদেশী সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় সকল পুনঃঅর্থসংস্থান কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কৃষি খাতে নির্ধারিত সুদহারে ঋণ বিতরণের জন্য শতকরা ১.১ ভাগ হারে সুদ ভর্তুকি পাবে। তবে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় প্রদত্ত কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে

হ্রাসকৃত শতকরা ১.৫ ভাগ হার সুদে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান অব্যাহত রয়েছে । কৃষি খাতে পুনঃঅর্থসংস্থানের জন্য সংশোধিত 'মেট্রিক্স' ৬.৪ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

সারণী–৬.৪

কৃষি ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থানের সংশোধিত 'মেট্রিক্স' (১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ থেকে কার্যকর)

বিতরণের তুলনায় পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ (শতকরা হিসেবে)	সুদের হারসমূহ (বার্ষিক শতকরা)
৫০ শতাংশের নিচে	ব্যাংক রেটের ৩.২৫% কম
৫০ শতাংশ হতে ৮০ শতাংশের নিচে	ব্যাংক রেটের ২.২৫% কম
৮০ শতাংশ হতে ৯৫ শতাংশের নিচে	ব্যাংক রেটের ১.২৫% কম
৯৫ শতাংশ হতে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত	ব্যাংক রেট

৬.৯। ১৯৮৯–৯০ সালে কৃষি খাতে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নেয়া পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়িয়ে ৩৬১.১২ কোটি টাকায়, যা ১৯৮৮–৮৯ সালের ৬৩৩.৮২ কোটি টাকার তুলনায় ২৭২.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ৪৩.০ ভাগ কম । আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৫৬.০৪ কোটি টাকা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৪৫.৮২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ করে । পূর্ববর্তী বছরে এ দু'টি ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪২৬.৭৬ কোটি টাকা এবং ৪২.৯৭ কোটি টাকা । অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেডকে পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের যথাক্রমে ১০৫.১৮ কোটি টাকা এবং ১৫.৫২ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৮৯–৯০ সালে ৭৪.৬৪ কোটি টাকা এবং ০.১৬ কোটি টাকায় হ্রাস পায় । অপরপক্ষে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কর্মসূচীতে পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৪৩.৩৯ কোটি টাকার তুলনায় আলোচ্য বছরে ৮৪.৪৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায় । বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের বিবরণ ৬.৫ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো ।

সারণী-৬.৫

কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান

(কোটি টাকায়)

ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান	১৯৮৮-৮৯		১৯৮৯-৯০ (সাময়িক)	
	অনুমোদন	উত্তোলন	অনুমোদন	উত্তোলন
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৫১৮.০০	৪২৬.৭৬	২৮৩.২০ (-৪৫.৩৩)	১৫৬.৩৪ (-৬৩.৩৭)
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১১০.০০	৪২.৯৭	৭৬.২১ (-২৭.৯৯)	৪৫.৮২ (+৬.৬৩)
অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	১১২.৮৭	১০৫.১৮	৭০.১২ (-৩৭.৮৮)	৭৪.৬৪ (-২৯.০৪)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	১১.৮০	৪৫.৩৯	৮৬.১৭ (+৭৩০.০৩)	৮৪.১৬ (+৮৫.৪২)
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	৩৮.৫০	১৩.৫২	৪.০০ (-৮৯.৬১)	০.১৬ (-৯৮.৮২)
মোট :	**৭৯১.১৭**	**৬৩৩.৮২**	**৫১৯.৭০** (-৩৪.৩১)	**৩৬১.১২** (-৪৩.০২)

বিঃ দ্রঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতি

৬.১০। ১৯৯০ সালের জুন শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতি দাঁড়ায় ১,৭৩১.১০ কোটি টাকায়, যা ১৯৮৯ সালের জুন শেষের ১,৮৫১.৩০ কোটি টাকার তুলনায় ১২০.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ৬.৫ ভাগ কম। ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতির বিবরণ ৬.৬ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী-৬.৬

অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতি

(কোটি টাকায়)

ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০ (সাময়িক)	পরিবর্তন বৃদ্ধি(+): হ্রাস (-)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১,২৬৩.৮৫ (৬৮.০৫)	১,২২৪.৮২ (৭০.৫০)	-৩৯.০৩
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৩১৬.৩৮ (১৭.০৩)	৩২৮.৮০ (১৮.৯২)	+১২.৪২
অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	১০২.৩০ (৫.৫১)	-	-
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	১৩২.৯২ (৭.১৫)	১৪৮.০৪ (৮.৫২)	+১৫.১২
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	৪১.৮৫ (২.২৫)	৩৫.৪৪ (২.০৪)	-৬.৪১
মোটঃ	১,৮৫৭.৩০	১,৭৩৭.১০	-১২০.২০

বিঃ দ্রঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ মোট পরিমাণের শতকরা হার নির্দেশক ।

কৃষি ঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ

৬.১১। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় কিছু সংখ্যক বিশেষ প্রকল্পে অর্থসংস্থান করা হয় । পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র কৃষক ও অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যারা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে প্রণীত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো নিচে সংক্ষেপে আলোচিত হলো ।

পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচী

৬.১২। পুকুরে মৎস্য চাষের জন্য ১৯.৭৫ কোটি টাকার ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অংশগ্রহণকারী ঋণ দান প্রতিষ্ঠানগুলো ১৯৮৯-৯০ সালে ৪.৬৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে, যা ১৯৮৮-৮৯ সালে বিতরণকৃত ২.৪১ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৯৩.৪ ভাগ বেশি । এর মধ্যে, অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ০.৪৪ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৪.১২ কোটি

টাকা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ০.১০ কোটি টাকা বিতরণ করে, পূর্ববর্তী বছরে যার তুলনামূলক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ০.৩২ কোটি টাকা, ১.৯৬ কোটি টাকা এবং ০.১৩ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে উপরোক্ত ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১.৪৫ কোটি টাকা, ৬.৮৪ কোটি টাকা এবং ১.১৬ কোটি টাকা।

হিমাগারের জন্য ঋণ কর্মসূচী

৬.১৩। হিমাগারে আলু সংরক্ষণের জন্য ১৯৮৯-৯০ সালে মোট ৩০.২৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়, যা ১৯৮৮-৮৯ সালে বিতরণকৃত ৪৮.৫৯ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩৭.৭ ভাগ কম। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ১৭.৮৭ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৯.৯৬ কোটি টাকা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ২.৪৫ কোটি টাকা বিতরণ করে। ১৯৮৯-৯০ সালে এ কর্মসূচীর আওতায় ৪৫.০০ কোটি টাকার ঋণ আদায় করা হয়, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৩৬.৮৩ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ-সুইজারল্যান্ড কৃষি প্রকল্প-২ (বাসওয়াপ-২)

৬.১৪। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদেরকে তাদের উৎপাদিত ফসল গুদামজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বাংলাদেশ-সুইস কৃষি প্রকল্প-২ (বাসওয়াপ-২) এর আওতায় অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৯৮৯-৯০ সালে ০.৬০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ এবং ০.৫২ কোটি টাকা আদায় করে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১.৬২ কোটি টাকা এবং ১.৫৮ কোটি টাকা। ১৯৮৩ সালের ১লা জুলাই হতে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সর্বমোট পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২.২৫ কোটি টাকা এবং ২.০১ কোটি টাকা। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পে বকেয়া ঋণের পরিমাণ (সুদসহ) দাঁড়িয়েছে ০.২৮ কোটি টাকায়।

উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প

৬.১৫। ১৯৮৯-৯০ সালে উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৪৯ কোটি টাকা এবং একই সময়ে আদায় হয় ১.১২ কোটি টাকা। ১৯৮৪ সালের জুলাই হতে ১৯৯০ সালের জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পে সর্বমোট ১২.৬৮ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ এবং ৬.২৫ কোটি টাকা আদায় করা হয়। ১৯৯০ সালের জুন পর্যন্ত মোট ঋণের স্থিতি এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭.৩৮ কোটি টাকা এবং ৩.১৫ কোটি টাকায়। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮.৯৭ কোটি টাকায়।

দ্বিতীয় পল্লী উন্নয়ন (আর ডি–২) প্রকল্প

৬.১৬। সমবায় ব্যবস্থায় অর্থসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি পল্লী অর্থায়ন কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA), কানাডীয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (CIDA) এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP) এর আর্থিক সহায়তায় দ্বিতীয় পল্লী উন্নয়ন (আরডি-২) প্রকল্প চালু করা হয়। বর্তমানে দেশের ১৮টি বৃহত্তর জেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক ভাবে মোট ১২.৮ মিলিয়ন এসডিআর বরাদ্দ করা হয়। এ প্রকল্পে একমাত্র অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংক ১৯৮৯–৯০ সালে ১০৩.৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৯০.৫৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করে, পূর্ববর্তী বছরে যার তুলনামূলক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১.৫৭ কোটি টাকা ও ২৫.৬৩ কোটি টাকা (সুদসহ)। প্রকল্প শুরু হবার পর থেকে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৫৪.৭৪ কোটি টাকা এবং ২৪০.৭০ কোটি টাকায়, যার বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সোনালী ব্যাংককে ২৫২.৭৩ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান করা হয় এবং সোনালী ব্যাংক ৬২.১৫ কোটি টাকা পরিশোধ করে। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে এ প্রকল্পের আওতায় মোট বকেয়া (সুদসহ) ও মেয়াদোত্তীর্ণ (সুদসহ) ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮৫.৮৫ কোটি টাকা এবং ১৩০.৩৫ কোটি টাকা। মোট বকেয়ার মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল শতকরা ৭০.১ ভাগ। ১৯৮৮ সালের ৩০শে জুনে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এ প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৯১ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী

৬.১৭। বর্তমানে দেশের ১৩৮টি উপজেলায় স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী চালু রয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৯৮৯–৯০ সালে ৭.৮৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৪.৫১ কোটি টাকা ঋণ আদায় করে। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ৫,০৩,৪৪৫ জন ঋণগ্রহীতাকে মোট ৮৯.৪৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়, যার বিপরীতে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮.৬৫ কোটি টাকা যা ছিল বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৬৫.৬ ভাগ। ১৯৯০ সালের জুন পর্যন্ত এ কর্মসূচীর অধীনে বিতরণকৃত মোট ঋণের স্থিতি এবং আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৬.৪৯ কোটি টাকা এবং ২৬.৪৬ কোটি টাকা (আসল)। এ কর্মসূচীর আওতায় অন্তর্ভুক্ত গ্রামের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯,১৪৮টিতে। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় গ্রুপ ফান্ডে ৭.৪৩ কোটি টাকা, ট্রাষ্ট ফান্ডে ২.২৫ কোটি টাকা এবং আপৎকালীন তহবিলে ০.৭১ কোটি টাকাসহ মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০.৩৯ কোটি টাকায়।

পল্লী অর্থায়ন প্রকল্প (RFP)

৬.১৮। বাংলাদেশ সরকার এবং মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (US-AID) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালের ২রা অক্টোবর থেকে ইউএসএইড এর ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থানুকূল্যে পল্লী অর্থায়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় একটি পল্লী অর্থ ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রামীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় ঋণ প্রাপ্তি ও অনাদায়ী ঋণ আদায় সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান করা। এ প্রকল্পের বর্তমান মেয়াদ ১৯৯০ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। বর্ধিত সময়ের মধ্যে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর বিভিন্ন পর্যায়ের প্রস্তুতিমূলক কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় গভীর নলকূপ প্রকল্প (আইডিএ ঋণ নম্বর ১২৮৭–বিডি)

৬.১৯। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ সমবায় সমিতিসমূহকে গভীর নলকূপ ক্রয় ও সংস্থাপনে অর্থসংস্থানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA) এর ১৫.৭৫ মিলিয়ন এসডিআর অর্থানুকূল্যে পরিচালিত এ প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৯০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। প্রাথমিক স্তরে এ প্রকল্পের আওতায় ৪,০০০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হলেও পরবর্তীতে তা ২,৭৫০ টিতে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ১৯৯২ সালের মধ্যে ২ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে বর্তমান ৪,০০০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক অবশিষ্ট নলকূপ স্থাপনের জন্য সম্প্রসারণ কর্মসূচীর অধীনে সোনালী ব্যাংককে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ১,৩৬৯টি গভীর নলকূপ স্থাপন বাবদ সোনালী ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৭.৪১ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান করেছে।

ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন প্রকল্প (SFDP)

৬.২০। ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন চাষীদের আয় বৃদ্ধি এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন প্রকল্প (SFDP) ১৯৮৯-৯০ সালেও চালু থাকে। জাতিসংঘ পুঁজি উন্নয়ন তহবিল (UNCDF) এর গ্যারান্টির আওতায় পরিচালিত এ প্রকল্পে জনতা ব্যাংক অর্থসংস্থান করে থাকে। ১৯৮৯-৯০ সালে এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ০.১৮ কোটি টাকা ও ০.১৩ কোটি টাকা।

পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ

৬.২১। ১৯৮৯-৯০ সালেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগ বিদেশী দাতা সংস্থাসমূহের সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প ও নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং/অথবা সেগুলোর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান যোগানের দায়িত্ব পালন করে। নিচে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো সংক্ষেপে আলোচিত হলো।

চিংড়ি চাষ প্রকল্প (আইডিএ ঋণ নং ১৬৫১-বিডি)

৬.২২। এ প্রকল্পের আওতায় খুলনা ও কক্সবাজার উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি খামার ও চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন এবং চিংড়ি বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে আইডিএ প্রদত্ত ৫.৫ মিলিয়ন এসডিআর-এর সমপরিমাণ অর্থ নিয়ে গঠিত তহবিল থেকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এর আওতায় ১৯৮৯-৯০ সালে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ চিংড়ি খামার এর জন্য ৩৪.২৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক তাদেরকে ১৬.৩৮ লক্ষ টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান করে। প্রকল্পের শুরু থেকে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এ প্রকল্পে ঋণ বিতরণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৮.৯৪ লক্ষ টাকা ও ২০.১০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মেয়াদ ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত হবে বলে নির্ধারিত আছে।

দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প (এডিবি ঋণ নং ৮২১ বিএএন-এসএফ)

৬.২৩। দেশের ২৫টি জেলায় চিংড়ি ও রুই জাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি-এর মধ্যে উপরোক্ত ঋণ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য ১৬.৭৮১ মিলিয়ন এসডিআর এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের নির্বাচিত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের জন্য ৭৪,০০০ এসডিআর এর সমপরিমাণ অর্থ নির্ধারিত আছে। আলোচ্য বছরে প্রকল্পাধীন বেসরকারী খাতে বিনিয়োগযোগ্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ নিয়মাচার প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে দাতা সংস্থা ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সংগে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (ইফাদ ঋণ নং ৭৩-বিএ)

৬.২৪। ১৯৮৯-৯০ সালে এ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী একমাত্র ঋণদান প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংককে ২.০৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান করা হয় এবং একই সময়ে ১.৫০ কোটি টাকা আদায় হয়। প্রকল্পটি চালু হবার পর থেকে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত পুনঃঅর্থসংস্থান

ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪.১০ কোটি টাকা এবং ৪.৬০ কোটি টাকা । প্রকল্পটির মেয়াদ ১৯৯০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে সমাপ্ত হয়েছে ।

পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগের প্রকল্পসমূহ

৬.২৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগ কর্তৃক প্রণীত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান ব্যবস্থাধীনে এবং/অথবা অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব তহবিল হতে অর্থসংস্থানের ভিত্তিতে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো ।

চিংড়ি চাষ ঋণ কর্মসূচী

৬.২৬। চিংড়ি চাষ ঋণ কর্মসূচীর অধীনে ১৯৮৯-৯০ সালে অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলো ৪.৬০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৩.৮৭ কোটি টাকা আদায় করে । ১৯৮৩সালে প্রকল্প শুরুর পর থেকে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৩.৪৩ কোটি টাকা এবং ৪৪.০১ কোটি টাকা ।

কলা চাষ ঋণ কর্মসূচী

৬.২৭। ১৯৮৯-৯০ সালে কলা চাষ ঋণ কর্মসূচীর অধীনে অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের ১৭৪টি উপজেলায় ১৭.৮১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৩১.৩৭ লক্ষ টাকা আদায় করে । ১৯৮০ সালে এ কর্মসূচী চালু হবার পর থেকে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২.৯৯ কোটি টাকা, যার বিপরীতে ২.৩০ কোটি টাকা আদায় হয় ।

বাণিজ্যিক মোরগ-মুরগী (ব্রয়লার) খামারের জন্য ঋণ কর্মসূচী

৬.২৮। ১৯৮৯-৯০ সালে এ কর্মসূচীর অধীনে কোন নতুন ঋণ বিতরণ করা হয়নি । তবে, এ সময়ে ০.৮৯ লক্ষ টাকা আদায় করা হয় । ১৯৮৩ সালে শুরু হবার পর থেকে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কালে এ কর্মসূচীর আওতায় মোট ২৪.৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ ও ৬.২৮ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে । কর্মসূচীটির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত দল কর্তৃক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে । সমীক্ষা দলের সুপারিশের ভিত্তিতে কর্মসূচীটিকে সময়োপযোগী করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।

পল্লী পরিবহন ঋণ কর্মসূচী

৬.২৯। ১৯৮৯-৯০ সালে পল্লী পরিবহণ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩.১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ২.৫০ কোটি টাকা আদায় করে । ১৯৮১ সালে শুরু হবার পর থেকে ১৯৯০ সালে ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কালে এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৭.৮৮কোটি টাকা ঋণ বিতরণ ও ১৭.৫৭ কোটি টাকা আদায় করা হয় ।

বোয়ার পাম্প ঋণ কর্মসূচী

৬.৩০। ১৯৮২ সালে শুরু হবার পর বর্তমানে এ কর্মসূচীটি দেশের ৩৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলায় চালু রয়েছে । অংশগ্রহণকারী ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৯৮৯-৯০ সালে এ কর্মসূচীর আওতায় ০.২৮ লক্ষ টাকা বিতরণ এবং ১.২৩ লক্ষ টাকা আদায় করে । ফলে, কর্মসূচীর শুরু থেকে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১১.৯৭ লক্ষ টাকা এবং ৬.৬৮ লক্ষ টাকা

পল্লী গৃহ নির্মাণ কর্মসূচী

৬.৩১। এ কর্মসূচীর আওতায় ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের পর থেকে ঋণ বিতরণ স্থগিত রাখা হয়েছে । তবে, স্থগিতকরণের পূর্বে নির্মিত গৃহের বিপরীতে ১৯৮৯-৯০ সালে পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান অব্যাহত থাকে । আলোচ্য বছরে ৬৬৮টি গৃহের বিপরীতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক ২.৫০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান করে । ফলে, ১৯৮৪ সালে শুরু হবার পর থেকে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কালে মোট ১,৯২২টি নির্মিত গৃহের বিপরীতে মোট ১০.৯৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান করা হয়েছে ।

৬.৩২। ১৯৮৯-৯০ সালে গ্রামীণ ব্যাংক তাদের পল্লী গৃহ নির্মাণ ঋণ কর্মসূচীর জন্য কোন পুনঃঅর্থসংস্থান দাবী করে নাই । তবে, আলোচ্য বছরে গ্রামীণ ব্যাংক এ খাতে পূর্বে গৃহীত ঋণের বিপরীতে ৯৩.১৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে ।

ব্যাংক শাখা ও সমবায়সমূহ পরিদর্শন

৬.৩৩। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ পরিদর্শন বিভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৬১৯টি শাখা এবং বিরাষ্ট্রীয়কৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১১২টি শাখায় পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করে । এ ছাড়া, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের যথাক্রমে ২৭৬টি এবং ৮৩টি শাখা এবং সমবায় ব্যাংক ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মোট ২৬২টি শাখার পরিদর্শন কাজও আলোচ্য বছরে পরিচালনা করা হয় ।

গ্রামীণ ব্যাংক

৬.৩৪। ১৯৮৯-৯০ সালে গ্রামীণ ব্যাংকে ১৩১টি নতুন শাখা খোলায় এ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৭৩৩টিতে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৯-৯০ সালের জুন শেষে ৪,৭২৮টি নতুন গ্রাম গ্রামীণ ব্যাংকের আওতাভুক্ত হওয়ায় মোট গ্রামের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭,৪৮৩টিতে। ১৯৮৯-৯০ সালে গ্রামীণ ব্যাংক মোট ২০৫.৮৮কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ঋণের তুলনায় শতকরা ২৪.৯ ভাগ বেশি। ১৯৮৯-৯০ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৩.১৫ কোটি টাকায়, যা ছিল মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৮৪.১ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১২৪.১৭ কোটি টাকা বা মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৮০.৩ ভাগ। ১৯৭৬ সালের জুন মাসে একটি প্রকল্প হিসেবে কাজ শুরু করার পর থেকে ১৯৯০ সালের জুন পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের জামানত বিহীন ঋণ বিতরণের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৬৭.৫২ কোটি টাকায়, যার বিপরীতে ঋণ গ্রহীতাগণ মোট ৫২৫.৭১ কোটি টাকা পরিশোধ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১৯৮৯ সালের জুন শেষের ৫.৫৭ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের জুন শেষে ৭.৪৫ লক্ষে দাঁড়ায়। এর মধ্যে ৬.৮৫ লক্ষ বা শতকরা ৯০.০ ভাগ ছিল মহিলা।

৬.৩৫। ১৯৯০ সালের জুন মাস পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ মোট ৭০.৬০ কোটি টাকা এবং প্রযুক্তি ঋণ বাবদ ৭৪.০৭ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

৬.৩৬। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা সদস্যদের দলীয় তহবিল ও আপৎকালীন তহবিলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৯৮৮-৮৯ সালে ৪৩.৮৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯-৯০ সালের জুন শেষে ৬৫.৪৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ছিল ১৯৮৯ সালের জুন শেষের ৪৩.৮৪ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩৩.০ ভাগ বেশি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থসংস্থান

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাসমূহ

৭১। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানে বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রাধিকার প্রদানের নীতি ১৯৮৯-৯০ সালেও অব্যাহত থাকে। দেশের শিল্প নীতিতে ঘোষিত সার্বিক দিক নির্দেশনার আলোকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

(১) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মেয়াদী ঋণদান কার্যক্রম জোরদারকরণ;

(২) ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের বার্ষিক ভিত্তিতে নিরূপণীয় নতুন ঋণ প্রদানযোগ্য তহবিলের অন্যূন শতকরা ৫ ভাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;

(৩) শিল্পের উপযুক্ত ও অধিকতর আঞ্চলিক বিস্তার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে কম ও স্বল্প উন্নত এলাকার জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান;

(৪) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয়ে একটি পৃথক 'সেল' খোলা এবং শিল্প প্রকল্পের জন্য অন্ততঃপক্ষে একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তাসহ ব্যাংকসমূহের জেলা পর্যায়ের প্রধান শাখায় একটি করে পৃথক 'ডেস্ক' রাখা;

(৫) ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, বিসিক এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প সমিতি (National Association for Small Industries of Bangladesh-NASIB) এর সহযোগিতায় সমন্বয় কমিটি গঠন;

(৬) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদেরকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান;

(৭) বিশেষ দক্ষতা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত (Collateral Security) প্রদানের শর্ত শিথিলকরণ;

(৮) শিল্প ঋণের জন্য আবেদন পত্র প্রাপ্তির অনূর্ধ্ব তিন মাসের মধ্যে ঋণ অনুমোদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; এবং

(৯) ক্ষুদ্র শিল্পখাতে বার্ষিক শতকরা ১০.০ ভাগ সুদে মেয়াদী ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহকে বার্ষিক শতকরা ৬.৬ ভাগ হারে সুদ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

৭২। বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর অধীনে প্রদেয় প্রতিটি ঋণের সীমা ১৯৮৮-৮৯ সালে ২ লক্ষ টাকা থেকে ৪ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছিল, ১৯৮৯-৯০ সালেও তা অপরিবর্তিত থাকে। এছাড়া, আলোচ্য বছরে ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পসমূহের জন্য ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের ক্ষমতা ১০.০০ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২০.০০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়।

ঋণ গ্যারান্টি (ক্ষুদ্র ঋণ) স্কীম

৭·৩। ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঋণ প্রদানের ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে প্রণীত বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ গ্যারান্টি (ক্ষুদ্র ঋণ) স্কীমটি আলোচ্য বছরেও চালু থাকে।

ধোলাই খাল জিঞ্জিরা এলাকায় ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য বিশেষ ঋণ

৭·৪। ঢাকা মহানগরীর ধোলাই খাল ও জিঞ্জিরা এলাকার ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসমূহের জন্য চলতি মূলধন ও মেয়াদী ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯৮৬ সালের অক্টোবর হতে ১৯৮৭ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থাকে (বিসিক) ৫ কোটি টাকার মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ উক্ত ঋণ বিতরণের কাজ শেষ হয়। মোট ২৫০টি প্রকল্পের বিপরীতে উপরোক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১·৮৭ কোটি টাকা।

ক্ষুদ্র শিল্প ব্যাংক

৭·৫। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে ঋণ প্রদানের বিশেষ লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারীতে 'ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ এন্ড কমার্স, বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বছরে এ ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম কিছুটা জোরদার হলেও এ ব্যাংক তাদের মোট আগামযোগ্য ঋণের অন্যূন শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে প্রদানের প্রতিশ্রুত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৮৯-৯০ সালে এ ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪·৩৯ কোটি টাকায়, যার মধ্যে মাত্র ২·৪৪ কোটি টাকা বা শতকরা ৪·৫ ভাগ ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য এবং অবশিষ্ট ৪৯·৯২ কোটি টাকা বা শতকরা ৯৫·৫ ভাগ ছিল আমদানী ব্যবসায় এবং অন্যান্য খাতে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও বিনিয়োগ

৭·৬। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান এবং ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাসমূহ অব্যাহত রাখায় এ খাতে ঋণ বিতরণ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৯-৯০ সালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও বিনিয়োগের পরিমাণ* পূর্ববর্তী বছরের ১৫৮·৩২ কোটি টাকা এবং ২৩৮·৩৩ কোটি টাকার তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২১৮·৩ ভাগ ও ১৯০·৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৩·৪৫ কোটি টাকা এবং ৬৯৩·১৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৮৫-৯০) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা ১,০০০·০০ কোটি টাকার শতকরা ২৬১ ভাগ ঊর্ধ্বে ১,২৬০·৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় এবং এর ফলে ৩·২০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

---

* উৎস : বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ

৭৭। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন বৈদেশিক ঋণ/অনুদানের আওতায় প্রণীত কতিপয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে/পল্লী ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্প প্রকল্পে অর্থসংস্থান ও বাস্তবায়ন কর্মসূচী তদারকির কাজ অব্যাহত রাখে। নিচে দু'টি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দেয়া হলোঃ

(ক) নোরাড (NORAD) অনুদানের অধীনে পুনঃঅর্থসংস্থান

৭৮। নোরাড (NORAD) অনুদানের অধীনে উপযুক্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্পে ঋণদানের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থানের জন্য ৫০ মিলিয়ন নরওয়েজিয়ান ক্রোনারের সমপরিমাণ ১৬৭ কোটি টাকার নরওয়েজিয়ান অনুদান পুষ্ট পুনঃঅর্থসংস্থান কর্মসূচীর অধীনে দু'টি অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠান, সোনালী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক কর্তৃক ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের ৩,২১৩ টি প্রকল্পে বিতরণকৃত মোট ১৬২ কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক সমপরিমাণ অর্থ পুনঃঅর্থসংস্থান করেছে।

(খ) এডিবি ঋণ নং- ৭৭৩ বি,এ,এন (এস,এফ) এর অধীনে গ্রামীণ ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পে অর্থসংস্থান

৭৯। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও কৃষি-ভিত্তিক ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারী শিল্পে অর্থসংস্থানের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (Asian Development Bank-ADB) ১৮·৫৬ মিলিয়ন এসডিআর এর সমপরিমাণ ক্রেডিট লাইনের আওতায় প্রণীত ঋণ কর্মসূচীটি আলোচ্য বছরেও চালু থাকে। এ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৮৩ টি উপ-প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৩৬·৯১ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়, যার মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকের ২৫টি উপ-প্রকল্পে ১০·৩১ কোটি টাকা এবং রূপালী ব্যাংকের৫৮টি উপ-প্রকল্পে ২৬·৬০কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত অনুমোদনের বিপরীতে ১৯৯০ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক ৭টি উপ-প্রকল্পে ১·৬২ কোটি টাকা এবং রূপালী ব্যাংক ১০টি উপ-প্রকল্পে ১·৩৫ কোটি টাকা বিতরণ করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক এ ঋণের মেয়াদ ১৯৯১ সালের ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান

বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা

৮.১। ১৯৮৯-৯০ সালে গৃহায়ণ খাতে ঋণ প্রদানের একক বৃহত্তম উৎস বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার ঋণ বিতরণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। আলোচ্য বছরে এ সংস্থা আর্থিক সংকটের কারণে কোন নতুন ঋণ মঞ্জুর করতে পারে নাই। তবে, পূর্বে মঞ্জুরকৃত আবেদনপত্রের বিপরীতে এ সংস্থা ১৯৮৯-৯০ সালে ৫১.৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে, পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ৭২.৮৪ কোটি টাকার তুলনায় যা শতকরা ৪৬.৩ ভাগ কম।

৮.২। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা সাধারণ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ২০.৭০ কোটি টাকা অবমুক্ত করে। পূর্ববর্তী বছরে এ কর্মসূচীতে ৪১.৭৭ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছিল। আলোচ্য বছরে বহুতল ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অবমুক্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮.৬৭ কোটি টাকায়, ১৯৮৮-৮৯ সালে যার পরিমাণ ছিল ৩১.৩৭ কোটি টাকা। উপজেলা সদরে পাকা দালান-কোঠা নির্মাণের জন্য সংস্থার রেয়াতী হারে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমও আলোচ্য বছরে স্থগিত থাকে। পূর্ববর্তী বছরে এ খাতে ১১৫ টি ঋণ আবেদনপত্রের বিপরীতে ৩.৭০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল।

৮.৩। ১৯৯০ সালের জুন মাস পর্যন্ত সব রকম কর্মসূচীর আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা ৮৩,১৩১ টি বাড়ি নির্মাণের জন্য মোট ১,২৬২.৫০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করে, যার বিপরীতে বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১৫৬.৫৫ কোটি টাকা। ১৯৮৯-৯০ সালে সংস্থা মোট ৯০.৭০ কোটি টাকার ঋণ আদায় করে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৭০.৫৫ কোটি টাকা। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার বকেয়া ঋণের স্থিতি (সুদসহ) দাঁড়ায় ১,৩৯৮.৩০ কোটি টাকায়, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১,৩৩১.৭৪ কোটি টাকা। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে এ সংস্থার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০১.০০ কোটি টাকায় বা মোট ঋণের স্থিতির শতকরা ১৪.৪ ভাগ। ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ১৮৪.২১ কোটি টাকা বা উক্ত তারিখে মোট ঋণের স্থিতির শতকরা ১৩.৭ ভাগ।

ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার অর্থ সংগ্রহ

৮.৪। শুরু থেকে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের নিকট ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা মোট ১,২৪৭.০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। এর মধ্যে, ৪৬৩ কোটি টাকা পরিশোধ করায় ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন

স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২৪২·৩৭ কোটি টাকা। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার ডিবেঞ্চারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ যোগানের পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ৩০ শে জুনের ৭৬১·৮৫ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহনির্মাণে অর্থসংস্থান

৮·৫। আবাসিক গৃহ ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ কার্যক্রম ১৯৮৯-৯০ সালেও অব্যাহত থাকে। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বেসরকারী ব্যাংক এবং বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহ নির্মাণ খাতে প্রদত্ত বকেয়া ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৪৫৩·৩৬[১] কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে যার পরিমাণ ছিল ৩৫৫·৭৬ম কোটি টাকা। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের গৃহায়ণ খাতে বকেয়া ঋণের স্থিতি ছিল ৩০৪·১৭[১] কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরের একই তারিখে যার পরিমাণ ছিল ১৮২·০৭ম কোটি টাকা। একই তারিখে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এ খাতে বকেয়া ঋণের স্থিতি বিগত বছরের জুন শেষের ২৪·৫০ম কোটি টাকার তুলনায় ১৪৯·১৯[১] কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যার মধ্যে দেশীয় ব্যাংক এবং বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী ব্যাংকের অংশ ছিল যথাক্রমে ১২৪·০৮[১] কোটি টাকা এবং ২৫·১১[১] কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পল্লী গৃহায়ণ অর্থসংস্থান স্কীম

৮·৬। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের পল্লী গৃহায়ণ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম স্থগিত থাকে। তবে, আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে এ খাতে পূর্বে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ১৯৮৯-৯০ সালে উল্লিখিত স্কীমে বাংলাদেশ ব্যাংক ৪৪৮টি গৃহ নির্মাণের বিপরীতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে ২·৫০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান করে। এ স্কীম চালু হবার পর থেকে ১৯৯০ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ১,৯২২টি নির্মিত গৃহের বিপরীতে মোট ১০·৯৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান করে। ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ১,৪৭৪টি গৃহ নির্মাণের জন্য মোট ৮·৪৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান করা হয়েছিল।

গ্রামীণ ব্যাংকের গৃহ নির্মাণে অর্থসংস্থান

৮·৭। গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৯-৯০ সালে তাদের পল্লী গৃহায়ণ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ২১·৩২ কোটি টাকা বিতরণ করে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১৮·৬৩ কোটি টাকা। শুরু থেকে ১৯৯০ সালের

---

[১] প্রাক্কলিত।

ম = সংশোধিত।

৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে গ্রামীণ ব্যাংক গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ মোট ৬৮·৫৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে, ১৯৮৯ সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত যার পরিমাণ ছিল ৪৭·২২ কোটি টাকা। ১৯৮৯-৯০ সালে গ্রামীণ ব্যাংক তাদের পল্লী গৃহ নির্মাণ কর্মসূচীর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট কোন পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ করেনি। তবে, আলোচ্য বছরে এ খাতে পূর্বে গৃহীত ঋণের বিপরীতে গ্রামীণ ব্যাংক মোট ০·৯৩ কোটি টাকা পরিশোধ করে। ১৯৮৮-৮৯ সালে উপরোক্ত সুবিধার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংককে ১৮·৬৩ কোটি টাকার পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান করেছিল এবং ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে ০·১৫ কোটি টাকা আদায় করেছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

সরকারী অর্থসংস্থান

জাতীয় বাজেট ও রাজস্ব নীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

৯.১। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি ও গ্রামীণ অবকাঠামো, শিল্প এবং যানবাহন ও যোগাযোগের মত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, আমদানী নির্ভরতা হ্রাস ও রপ্তানী উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মৌলিক লক্ষ্যসমূহ সামনে রেখে ১৯৮৯-৯০ সালের জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করা হয়। এ লক্ষ্যে, স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান, শুল্ক আইনের প্রয়োগ সহজীকরণ ও শুল্কায়ন প্রক্রিয়া জোরদারকরণ, আধুনিক প্রযুক্তি বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন, চিকিৎসা সুবিধার সম্প্রসারণ এবং একই সাথে, কিছুটা ত্যাগের বিনিময়ে হলেও, কর: দেশজ উৎপাদন অনুপাত বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে একটি বাস্তব ভিত্তিক ও যুক্তিসংগত কর-কাঠামো প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

১৯৮৯-৯০ সালের বাজেট

৯.২। ১৯৮৯-৯০ সালের বাজেটে ১,০০৪·১০ কোটি টাকার রাজস্ব উদ্বৃত্তসহ মোট রাজস্ব আয় ও ব্যয় ধরা হয়েছিল যথাক্রমে ৭,৯০৪·১০ কোটি টাকা এবং ৬,৯০০·০০ কোটি টাকা। পরবর্তী পর্যায়ে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আয় ১,১২৫·৮৮ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৬,৭৭৮·২২ কোটি টাকায় এবং রাজস্ব ব্যয় ১৬০·০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৬,৭৪০·০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, বাজেটে প্রাক্কলিত উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১,০০৪·১০ কোটি টাকার স্থলে মাত্র ৩৮·২২ কোটি টাকায় নেমে আসে। পক্ষান্তরে, অপ্রত্যাশিত ব্যয় সংকোচন এবং বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে পরিশোধকৃত সুদের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় রাজস্ব ব্যয় হ্রাস পায়। অন্যদিকে, প্রধান খাতসমূহ থেকে রাজস্ব প্রাপ্তি প্রাক্কলিত হিসেবের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাসের কারণে রাজস্ব আয় যথেষ্ট কমে যায়।

৯.৩। ১৯৮৯-৯০ সালের প্রাক্কলিত বাজেটের তুলনায় সংশোধিত বাজেটে বর্ধিত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রধান খাতসমূহ ছিল : ভূমি উন্নয়ন কর (২৪·০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১১৪·০০ কোটি টাকা); অর্থনৈতিক সেবা (১১·৬৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১২০·৩০ কোটি টাকা); কর বহির্ভূত অন্যান্য প্রাপ্তি (১০·৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৭·০০ কোটি টাকা); যমুনা সেতু প্রকল্প (৫·০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫·০০কোটি টাকা) এবং সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ প্রাপ্তি (০·৯৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬·৯৪ কোটি টাকা)। অপর পক্ষে, রাজস্ব আয় হ্রাস প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য খাতসমূহের মধ্যে ছিল: সুদ আয় (৪০৫·০০কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৩৪৫·০০ কোটি টাকা); আমদানী-রপ্তানী শুল্ক (১৭৫·০৩ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ২,১৬৬·৭৫ কোটি টাকা); বিক্রয় কর (১২৫·৮৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৫৩০·৮৫ কোটি টাকা); আবগারী শুল্ক (১০৪·৫২

কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১,৭০০'০০ কোটি টাকা); টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন (৯১'৫৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৭৯'৩০ কোটি টাকা); রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহের লভ্যাংশ (৬২'০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১২৮'০০ কোটি টাকা); কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয় (৪৬'০৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৩২'৬৪ কোটি টাকা); পরিবহন ও যোগাযোগ* (২৭'০১ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৪২'০০ কোটি টাকা); রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের লভ্যাংশ (২৫'০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৫০'০০ কোটি টাকা) এবং মোটর ও যানবাহন কর (২৪'২৭ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৩৫'০০ কোটি টাকা)।

৯'৪। ১৯৮৯–৯০ সালের সংশোধিত বাজেটে বর্ধিত রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দের প্রধান খাতগুলো ছিলঃ প্রতিরক্ষা (১৩৯'৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৪৮'৯২ কোটি টাকা); সমাজ ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম (১৩২'৫৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬২'৭৩ কোটি টাকা); শিক্ষা (১২৩'৬৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১,০৯৩'৮৬ কোটি টাকা); ভর্তুকি (৭১'৯৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৪০'৮১ কোটি টাকা); পুলিশ এবং বিডিআর (৩৯'৯১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৩'৯১ কোটি টাকা); কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম (৩২'২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮'৩১ কোটি টাকা); স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (৩১'১৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৬'৭৬ কোটি টাকা); রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত কার্যক্রম (২৮'৩৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৫'২৫ কোটি টাকা); অভ্যন্তরীণ ঋণের উপর সুদ (২৬'৩৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৮৫'১৫ কোটি টাকা); সাধারণ প্রশাসন (২৫'০৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২১০'৪৬ কোটি টাকা); পরিবহন ও যোগাযোগ** (১৫'৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১১২'৭৭ কোটি টাকা); অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি (১৩'১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৯'৪৫ কোটি টাকা) এবং সাহায্য মঞ্জুরী ও চাঁদা (১০'৮৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬'০৯ কোটি টাকা)।

১৯৮৯–৯০ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

৯'৫। ১৯৮৯–৯০ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) জন্য প্রাথমিকভাবে ৫,৮০৩'০২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়। কিন্তু সংশোধিত বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৭০০'২৬ কোটি টাকা বা শতকরা ১২'০৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৫,১০২'৭৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অর্থসংস্থানের জন্য সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ২০'০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৫,০৩০'০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অপরদিকে, অভ্যন্তরীণ নীট মূলধন ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ২৩৯'৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বাজেট বহির্ভূত সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০'০০ কোটি টাকায় দাঁড়ালেও মূলতঃ খাদ্য বাজেটে ৬০৮'৮৩ কোটি টাকা ঘাটতির কারণে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদে ঘাটতির পরিমাণ ৬১০'০৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

---

* রেলওয়ে ব্যতীত।

** রেলওয়ে, ডাকবিভাগ এবং তার ও টেলিফোন ব্যতীত।

১৯৯০-৯১ সালের প্রাক্কলিত বাজেট

২৬। ১৯৯০-৯১ সালের প্রাক্কলিত বাজেটে ৭,৫৬২.৭৮ কোটি টাকার রাজস্ব আয় এবং ৭,৩০০.০০ কোটি টাকার রাজস্ব ব্যয় ধরে ২৬২.৭৮ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে। মোট রাজস্ব আয়ের মধ্যে রয়েছেঃ আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ২,০৪৪.৮৭ কোটি টাকা; আবগারী শুল্ক ১,৯১৩.৩৫ কোটি টাকা; আয়কর ৬৩৭.০০ কোটি টাকা; বিক্রয় কর ৫৭০.২৫ কোটি টাকা; সুদ আয় ৩৭০.০০ কোটি টাকা; টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ২১১.৩৪ কোটি টাকা; নন্ জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ১৮০.০০ কোটি টাকা; কর বহির্ভূত অন্যান্য আয় ১৫২.০৫ কোটি টাকা; অর্থনৈতিক সেবা ১৩০.৩৫ কোটি টাকা; রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহের লভ্যাংশ ১৩০.৮০ কোটি টাকা; ভূমি উন্নয়ন কর ১২০.৮০ কোটি টাকা; সাধারণ প্রশাসন ও সেবা ১১৩.৪৭ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট খাতসমূহ ৪১০.০০ কোটি টাকা। মোট রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষা এবং প্রতিরক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে যথাক্রমে ১,১৮৫.১২ কোটি টাকা এবং ১,১১১.৮৫ কোটি টাকা। অন্যান্য ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে রয়েছে ভর্তুকি ৯৮৮.৪৪ কোটি টাকা; সমাজ ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ৫৭৮.৬৮ কোটি টাকা; বৈদেশিক ঋণের উপর সুদ ৫১৬.০০ কোটি টাকা; পুলিশ ও বিডিআর ৪১৪.৮৩ কোটি টাকা; স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ৩১৪.৩৬ কোটি টাকা; অভ্যন্তরীণ ঋণের উপর সুদ ৩৫০.৬৮ কোটি টাকা; অপ্রত্যাশিত ব্যয় ৩১৮.৭৫ কোটি টাকা; সাধারণ প্রশাসন ২৩৮.০৭ কোটি টাকা; কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কার্যক্রম ১৯১.৩৭ কোটি টাকা; প্রশাসন বিষয়ক সাধারণ কার্যক্রম ১৯০.৩৩ কোটি টাকা; অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি ১৮০.৫৫ কোটি টাকা; রাজস্ব আদায় কার্যক্রম ১৭৯.৮১ কোটি টাকা; পরিবহন ও যোগাযোগ (রেলপথ, তার ও টেলিফোন এবং ডাক বিভাগ ব্যতীত) ১২০.৫১ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত ৫৬১.১৮ কোটি টাকা।

১৯৯০-৯১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২৭। ১৯৯০-৯১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) জন্য ৫,৬৬৮.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে, যা ১৯৮৯-৯০ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ৫,১০২.৭৬ কোটি টাকার তুলনায় ৫৬৫.২৪ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.০৮ ভাগ বেশি। মোট ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাত ভিত্তিক বরাদ্দ এবং স্বয়ংশাসিত সংস্থার নিজস্ব অর্থসংস্থান প্রকল্পসমূহ ৮৩৮.২৩ কোটি টাকা (শতকরা ১৪.৮ ভাগ); বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ ৬৫২.০৭ কোটি টাকা (শতকরা ১১.৫ ভাগ); বিদ্যুৎ ৬৩৪.৩০ কোটি টাকা (শতকরা ১১.২ ভাগ); শিক্ষা ও ধর্ম ৫৭১.২৫ কোটি টাকা (শতকরা ১০.১ ভাগ); পরিবহন ৪৭৮.৬৭ কোটি টাকা (শতকরা ৮.৪ ভাগ); কৃষি ৪৭৭.৬৬ কোটি টাকা (শতকরা ৮.৪ ভাগ); জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা ৩১০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৫.৫ ভাগ); পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান ২৩৬.৬০ কোটি টাকা (শতকরা ৪.২ ভাগ); স্বাস্থ্য ২০৪.২৫ কোটি টাকা (শতকরা ৩.৬ ভাগ); ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন ২০৪.১৫ কোটি টাকা (শতকরা ৩.৬ ভাগ) এবং শিল্প ২০০.৮৯ কোটি টাকা (শতকরা ৩.৫ ভাগ)। অন্যান্য খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হল ৮৫৯.৯৩ কোটি টাকা বা শতকরা ১৫.২ ভাগ। ১৯৯০-৯১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫,১২০.০০ কোটি টাকা বা মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৯০.৩৩ ভাগ। বিগত বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এর পরিমাণ ছিল শতকরা ৯৮.৫৭ ভাগ।

সরকারের ঋণ

মেয়াদোত্তীর্ণ দু'বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারী বিল

৯.৮। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে মেয়াদোত্তীর্ণ দু'বছর মেয়াদী বিশেষ ট্রেজারী বিলের বিপরীতে স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছর শেষের ১১২ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ১১ ভাগ সুদযুক্ত বাংলাদেশ সরকারের ঋণ-১৯৯২

৯.৯। শতকরা ১১ ভাগ সুদযুক্ত বাংলাদেশ সরকারের ঋণ-১৯৯২ এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০ শে জুনে পূর্ববর্তী বছর শেষের ৬৩.৭৫ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ১১.৫ ভাগ বাট্টাযুক্ত অ-ব্যাংক ট্রেজারী বিল

৯.১০। বার্ষিক শতকরা ১১.৫ ভাগ বাট্টাযুক্ত অ-ব্যাংক ট্রেজারী বিলের স্থিতির পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে দাঁড়ায় ৯.৬১ কোটি টাকা। ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ৫.০৮ কোটি টাকা।

ব্যাংক বহির্ভূত বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ন্যাশনাল বন্ড'

৯.১১। ব্যাংক বহির্ভূত বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ন্যাশনাল বন্ডের' স্থিতির পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ১১২.২৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে ছিল ১১৬.৪৪ কোটি টাকা।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত 'ইনকাম ট্যাক্স বন্ড'

৯.১২। বাংলাদেশী নাগরিক ও সংস্থা কর্তৃক রক্ষিত সাবেক পাকিস্তান সরকারের শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত পুনঃবৈধকৃত ইনকাম ট্যাক্স বন্ডের স্থিতির পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ১৯৮৯ সালের ০.২৬ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

জিপি নোট/স্টক সার্টিফিকেট

৯.১৩। বাংলাদেশী নাগরিক সংস্থার কাছে মূল্য পরিশোধের জন্য অপেক্ষমান সাবেক পাকিস্তান ও তার প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দায় স্বীকৃত শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত প্রতিরক্ষা বন্ডসহ জিপি নোট/স্টক সার্টিফিকেট এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ২.২৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে ছিল ২.৩১ কোটি টাকা।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত 'নন্‌-নেগোশিয়েবল বন্ড'

৯.১৪। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শেয়ার মালিকদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত নন্‌-নেগোশিয়েবল বন্ডের পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের ১৩.৬৬ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৭২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। মোট ইস্যুকৃত বন্ডের মধ্যে মেয়াদ পূর্তি মূল্য বাবদ ১৩.৩২ কোটি টাকা পরিশোধ করায় ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ০.৪০ কোটি টাকায়।

শতকরা ৮ ভাগ সুদযুক্ত 'সেভিংস্‌ বন্ড'

৯.১৫। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১০০ টাকার অচল ঘোষিত নোটের বিপরীতে ইস্যুকৃত শতকরা ৮ ভাগ সুদযুক্ত সেভিংস্‌ বন্ডের পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষের ১.৮৮ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। আলোচ্য বছরে মেয়াদ পূর্ণ বন্ডসমূহের মূল্য বাবদ ১.৭৬ কোটি টাকা পরিশোধ করায় ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ০.১২ কোটি টাকায়।

সঞ্চয় আহরণের মাধ্যমসমূহ

প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র

৯.১৬। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্রের নীট্‌ বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৫২৬.০৮ কোটি টাকা, ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে যার পরিমাণ ছিল ৪৪৯.৭৭ কোটি টাকা। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১৫.৮৪ কোটি টাকা এবং ৩৯.৫৪ কোটি টাকা।

বোনাস সঞ্চয় পত্র

৯.১৭। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ব্যাংকের মাধ্যমে বোনাস সঞ্চয় পত্রের নীট্‌ বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৬৩.৯৫ কোটি টাকা, ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে যার পরিমাণ ছিল ৪৪.৩৮ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে বোনাস সঞ্চয় পত্রের বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭.০৪ কোটি টাকা এবং ৭.৪৮ কোটি টাকা।

৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্র

৯.১৮। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ব্যাংকের মাধ্যমে ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্রের নীট্‌ বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১২৫.৪৯ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরের ৩০শে জুনে যার পরিমাণ ছিল ৮০.৪০

কোটি টাকা। ১৯৮৯–৯০ সালে ৫–বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্রের বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৪৯৩ কোটি টাকা এবং ৯·৮৪ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড

৯·১৯। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত দশ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের সর্বমোট নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১৬·৪৫ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরের ৩০শে জুনে যার পরিমাণ ছিল ১৪·৯৭ কোটি টাকা। ১৯৮৯–৯০ সালে দশ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯·৩৩ কোটি টাকা এবং ৭·৮৫ কোটি টাকা। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৬১টি সিরিজে প্রতি দু'মাস অন্তর এ বন্ডের ৯২টি ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৯·২০। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৫০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের সর্বমোট নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৩৭·৫৪ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরের ৩০শে জুনে যার পরিমাণ ছিল ২৯·৯৯ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে ৫০ টাকার প্রাইজ বন্ডের বিক্রয় ও ভাঙ্গানের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২২·১৮ কোটি টাকা এবং ১৪·৬২ কোটি টাকা। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ১৬টি সিরিজে প্রতি দু'মাস অন্তর এ বন্ডের ২৭টি ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে সঞ্চয় পত্র বিক্রয়

৯·২১। আলোচ্য বছরে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাজ্যে কর্মরত বাংলাদেশী ওয়েজ আর্নারদের নিকট সঞ্চয় পত্র ও প্রাইজ বন্ড বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ০·৬১ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

ওয়েজ আর্নারস্ ডেভেলপমেন্ট বন্ড

৯·২২। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক বিক্রীত 'ওয়েজ আর্নারস্ ডেভেলপমেন্ট বন্ড' এর পরিমাণ ১৩৬·২৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত যার পরিমাণ ছিল ১১০·৪৩ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে মোট ২৩·৩৩ কোটি টাকার বন্ড ভাংগিয়ে নেয়ার ফলে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে এ বন্ডের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১১২·৯০ কোটি টাকায়।

দশম পরিচ্ছেদ

বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য

বাণিজ্যের ভারসাম্য

১০·১। ১৯৮৯–৯০ সালে দেশের বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে (দৃশ্যমান আমদানী বিয়োগ দৃশ্যমান রপ্তানী) অবনতি পরিলক্ষিত হয়। বহির্বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণ ১৯৮৮–৮৯ সালের ২,০৯৪ মিলিয়ন ডলার বা ৬,৭৩১·৬ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৮৯–৯০ সালে ১৭৯ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ২,২৭৩ মিলিয়ন ডলার বা ৭,৪৮১·৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে রপ্তানী আয় ২০৫ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ১৬·০ ভাগ বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে অধিক আমদানী ব্যয়কে উল্লেখ করা যায়, যা ১৯৮৮–৮৯ সালের ৩,৩৭৫ মিলিয়ন ডলার থেকে ৩৮৪ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ১১·৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৭৫৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। টাকার হিসেবে ১৯৮৯–৯০ সালে আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২,৩৭৪·৩ কোটি টাকায়, পূর্ববর্তী বছরের ১০,৮৪৭·৭ কোটি টাকার তুলনায় যা শতকরা ১৪·১ ভাগ বেশি।

আমদানী ব্যয়

১০·২। ১৯৮৯–৯০ সালে নগদ বৈদেশিক মুদ্রা, বিনিময় ও বিশেষ বাণিজ্য, ওয়েজ আর্নার্স স্কীম, ধার/ঋণ এবং অনুদানের আওতায় আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৮৭২·৯ কোটি টাকা (১৫·১%), ৩৯০·৩ কোটি টাকা (৩·২%), ৫,৯১৮·৯ কোটি টাকা (৪৭·৮%), ১,৮৮৪·২ কোটি টাকা (১৫·২%) এবং ২,৩০৮·৩ কোটি টাকা (১৮·৭%)। বিদেশী সরকার/সংস্থা ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত দীর্ঘ মেয়াদী ধার/ঋণ খাদ্য বহির্ভূত প্রকল্প খাতে (১,৬০৭·১ কোটি টাকা) এবং খাদ্য বহির্ভূত অপ্রকল্প খাতে (২৭৭·১ কোটি টাকা) আমদানীর কাজে ব্যবহার করা হয়। ১৯৮৯–৯০ সালে অনুদানের আওতায় খাদ্য খাতে এবং খাদ্য বহির্ভূত খাতে আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬১৭·৩ কোটি টাকা এবং ১,৬৯১·০ কোটি টাকা। ১৯৮৮–৮৯ এবং ১৯৮৯–৯০ সালে প্রধান প্রধান খাতে আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ ১০·১ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী-১০.১

পণ্য আমদানী ব্যয়[১]

খাতসমূহ		১৯৮৮-৮৯		১৯৮৯-৯০	
		কোটি টাকা	মিলিয়ন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন ডলার
১।	খাদ্যশস্যঃ	১,২০২.০	৩৭৪	১,১২৯.২	৩৪৩
	ক) চাল	(৫৪.৬)	(১৭)	(৩৩৫.৮)	(১০২)
	খ) গম	(১,১৪৭.৪)	(৩৫৭)	(৭৯৩.৪)	(২৪১)
২।	ভোজ্য তেল ও তেল বীজ	৪০৭.৬	১২৭	৫২৯.৫	১৬১
৩।	অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৮২৩.৩	২৫৬	৯৭৬.২	২৯৭
৪।	তুলা	১৫৮.৯	৪৯	২৮৫.০	৮৭
৫।	সুতা	১১৮.৮	৩৭	১৭৬.২	৫৪
৬।	সার	১৪৩.১	৪৫	১৫২.০	৪৬
৭।	রাসায়নিকদ্রব্য	৬১১.৪	১৯০	৮৫৩.১	২৫৯
৮।	সিমেন্ট	১৯১.৫	৬০	৩২১.৩	৯৮
৯।	চিনি	৮৩.২	২৬	১৪৪.৬	৪৪
১০।	মূলধনী দ্রব্য ও আনুষংগিক উপকরণ	৩,৫০২.১	১,০৯০	৪,২৬৭.৩	১,২৯৬
১১।	অন্যান্য	৩,৬০৬.১	১,১২১	৩,৫৪০.১	১,০৭৪
মোট আমদানী (সিএন্ডএফ)ঃ		১০,৮৪৭.৭	৩,৩৭৫	১২,৩৭৪.৩	৩,৭৫৯

[১]উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

রপ্তানী আয়

১০·৩। ১৯৮৯–৯০ সালে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৮৯২·৯ কোটি টাকায়, যা ছিল ১৯৮৮–৮৯ সালের ৪,১১৬·১ কোটি টাকার তুলনায় ৭৭৬·৮ কোটি টাকা বা শতকরা ১৮·৯ ভাগ বেশি। ডলার মূল্যে, ১৯৮৯–৯০ সালে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ১৯৮৮–৮৯ সালের ১,২৮১ মিলিয়ন ডলার থেকে ২০৫ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ১৬·০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৮৬ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। প্রধানতঃ তৈরী পোশাক, কাঁচা পাট এবং চামড়া রপ্তানী থেকে বর্ধিত আয়ের ফলে আলোচ্য বছরে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৯–৯০ সালে তৈরী পোশাক থেকে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ৫৯১·২ কোটি টাকা বা শতকরা ৪২·৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯৬৯·২ কোটি টাকায় এবং কাঁচা পাট থেকে তা ১০২·৪ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৮·২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭০·৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চামড়া রপ্তানী থেকে আয়ের পরিমাণ ৯৮·৮ কোটি টাকা বা শতকরা ২১·৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪৮·৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী থেকে আয় হয় ১,০১৩·০ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৯৫৯·৭০ কোটি টাকা। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের সম্মিলিত রপ্তানী আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৫৫·৭ কোটি টাকা বা শতকরা ১২·৭ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও মোট রপ্তানী আয়ে এ দু'খাতের অবদান পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২৯·৮ ভাগ থেকে আলোচ্য বছরে শতকরা ২৮·৩ ভাগে নেমে আসে। ১০২ নম্বর সারণীতে ১৯৮৮–৮৯ এবং ১৯৮৯–৯০ সালে প্রধান প্রধান খাতে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ দেখানো হলো।

সারণী–১০২

পণ্য রপ্তানী (আয়)*

খাতসমূহ	১৯৮৮–৮৯		১৯৮৯–৯০	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন ডলার
১। কাঁচা পাট	২৬৮·৩	৮৩	৩৭০·৭	১১২
২। পাট জাত দ্রব্য	৯৫৯·৭	২৯৯	১,০১৩·০	৩০৮
৩। চা	১৩৫·২	৪২	১১৫·৯	৩৫
৪। চামড়া	৪৫০·১	১৪০	৫৪৮·৯	১৬৭
৫। মাছ, চিংড়ি ও ব্যাঙের পা	৫৩৫·৩	১৬৭	৫৫৯·৫	১৭০
৬। তৈরী পোশাক	১,৩৭৮·০	৪২৯	১,৯৬৯·২	৫৯২
৭। ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল ও বিটুমিন	৫১·৮	১৬	৫৫·১	১৭
৮। নিউজপ্রিন্ট	১৩·৫	৪	১২·২	৪
৯। সার	১৬৮·৭	৫২	৩৪·৩	১০
১০। অন্যান্য	১৫৫·৫	৪৯	২৩৪·১	৭১
মোট রপ্তানী (এফওবি):	৪,১১৬.১	১,২৮১	৪,৮৯২.৯	১,৪৮৬

*উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সেবা খাতের হিসাব

১০.৪। সেবা খাতে (অদৃশ্যমান ব্যয় বিয়োগ অদৃশ্যমান আয়) ঘাটতির পরিমাণ ১৯৮৮-৮৯ সালের ১২৩ মিলিয়ন ডলার (৩৯৫.০ কোটি টাকা) থেকে ১৫ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ১৯৮৯-৯০ সালে ১০৮ মিলিয়ন ডলারে (৩৫৬.১কোটি টাকা) দাঁড়ায়। 'ভ্রমণ' এবং 'অন্যান্য পণ্য ও সেবা' খাতে আয় বৃদ্ধির ফলেই প্রধানতঃ ১৯৮৯-৯০ সালে সেবা খাতের হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পায়।

সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য

১০.৫। ১৯৮৯-৯০ সালে দেশের বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে১০০ মিলিয়ন ডলার (৩২৮.৮ কোটি টাকা) ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী বছরে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৬ মিলিয়ন ডলার (১৭.৬ কোটি টাকা) উদ্বৃত্ত ছিল। মূলতঃ বাণিজ্যের ঘাটতি বৃদ্ধি এবং 'অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর' (Private Unrequited Transfers) খাতে প্রাপ্তি হ্রাসের কারণে আলোচ্য বছরে বৈদেশিক লেনদেনের সামগ্রিক ভারসাম্যে অবনতি হয়। আলোচ্য বছরে 'অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর' খাতে নীট্ প্রাপ্তির পরিমাণ ১৯৮৮-৮৯ সালের ৮৩৬ মিলিয়ন ডলার (২,৬৮৬.০ কোটি টাকা) থেকে ৩৪ মিলিয়ন ডলার (৫৩.১ কোটি টাকা) হ্রাস পেয়ে ৮০২ মিলিয়ন ডলারে (২,৬৩২.৯ কোটি টাকায়) দাঁড়ায়। নীট্ মূলধনের অন্তর্মুখী প্রবাহ ১৯৮৮-৮৯ সালের ১,৩৮৭* মিলিয়ন ডলার (৪,৪৫৮.২ কোটি টাকা) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে ১,৪৭৯** মিলিয়ন ডলারে (৪,৮৭৫.৮ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্যের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টের ১১ নম্বর সারণীতে দেখানো হয়েছে।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থপ্রেরণ

১০.৬। ১৯৮৯-৯০ সালে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পায়। আলোচ্য বছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১৯৮৮-৮৯ সালের ৭৭১ মিলিয়ন ডলারের (২,৪৭৭.৪ কোটি টাকা) তুলনায় শতকরা ১.৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৭৬১ মিলিয়ন ডলারে (২,৪৯৬.১ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। বিগত ১০ বছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণের বিবরণ পরিশিষ্টের ১৭ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

১০.৭। ১৯৮৯-৯০ সালে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত মজুদসহ) ১৯৮৯ সালের জুন শেষের ৯১৩ মিলিয়ন ডলার (২,৯৪৫.৪ কোটি টাকা) থেকে ১৯৯০ সালের জুন শেষে ৫২০ মিলিয়ন

---

* ৬৭৩ মিলিয়ন ডলার (২,১৬৩.০ কোটি টাকা) 'অপরিশোধেয় সরকারী হস্তান্তর' এর অধীনে খাদ্য অনুদান এর অন্তর্ভুক্ত।

** ৭৬৬ মিলিয়ন ডলার (২,৫২১.৫ কোটি টাকা)। 'অপরিশোধেয় সরকারী হস্তান্তর' এর অধীনে খাদ্য অনুদান এর অন্তর্ভুক্ত।

ডলারে (১,৮১৬১ কোটি টাকা) হ্রাস পায়। মূলতঃ নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় খাদ্যশস্য আমদানীসহ মোট আমদানী ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থপ্রেরণ হ্রাস পাবার কারণে আলোচ্য বছরে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ হ্রাস পায়। বিগত দশ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের বিবরণ পরিশিষ্টের ১৫ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

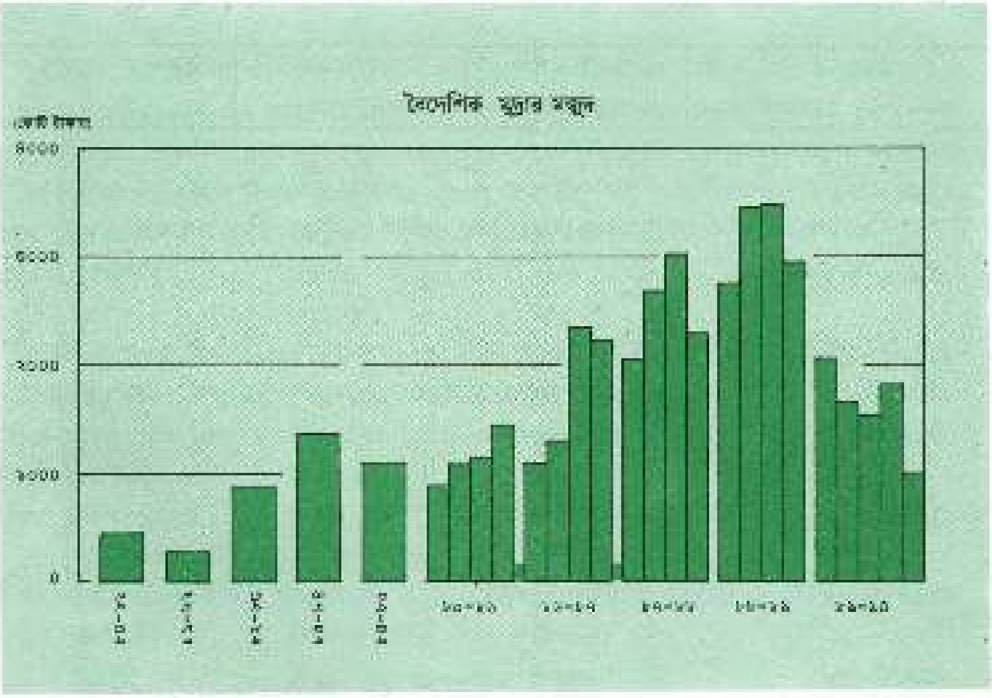

পণ্য–বাণিজ্য শর্ত (Commodity Terms of Trade)

১০.৪ বাংলাদেশের বিগত তিন বছরের পণ্য–বাণিজ্য শর্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৮৭–৮৮ সালে আমদানী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় রপ্তানী পণ্যের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় পণ্য–বাণিজ্য শর্তে শতকরা ১৫.১ ভাগ উন্নতি হয়। ১৯৮৮–৮৯ সালে আমদানী পণ্যের (বিশেষ করে খাদ্যশস্য, ভোজ্য তেল, রাসায়নিক সার এবং পিওএল এর ক্ষেত্রে) মূল্য–সূচক শতকরা ৬.৩ ভাগ বৃদ্ধির মুখে রপ্তানী পণ্যের (বিশেষ করে পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য এবং চামড়ার ক্ষেত্রে) মূল্য–সূচক শতকরা ৩.২ ভাগ হ্রাস পাওয়ায় পণ্য–বাণিজ্য শর্তে শতকরা ৯.০ ভাগ অবনতি হয়। ১৯৮৯–৯০ সালে রপ্তানী পণ্যের মূল্য–সূচক কিছুটা (২.৭%) বৃদ্ধি পেলেও আমদানী পণ্যের মূল্য–সূচক শতকরা ১১.৫ ভাগের ন্যায় অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় পণ্য–বাণিজ্য শর্তে শতকরা ৮.০ ভাগ অবনতি হয়। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের পণ্য–বাণিজ্য শর্তের গতিধারা ১০.৩ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী–১০·৩

বাংলাদেশের পণ্য–বাণিজ্য শর্ত
(ভিত্তিঃ ১৯৭৯–৮০=১০০)

বছর	রপ্তানী মূল্য সূচক (ক)	আমদানী মূল্য সূচক (খ)	পণ্য–বাণিজ্যশর্ত[১] (গ)
১৯৮১–৮২	৭৪·৭	১১৮·৭	৬২·৯
	(–১৩·৯)	(+৪·৬)	(–১৭·৮)
১৯৮২–৮৩	৭৬·১	১১২·৫	৬৭·৬
	(+১·৯)	(–৫·২)	(+৭·৫)
১৯৮৩–৮৪	৮৯·৮	১১০·৯	৮১·০
	(+১৮·০)	(–১·৪)	(+১৯·৮)
১৯৮৪–৮৫	১০৮·৮	১১০·৮	৯৮·২
	(+২১·২)	(–০·১)	(+২১·২)
১৯৮৫–৮৬	৭৮·৯	৯৮·৫	৮০·১
	(–২৭·৫)	(–১১·১)	(–১৮·৪)
১৯৮৬–৮৭	৮১·৮	৮৯·৯	৯১·০
	(+৩·৭)	(–৮·৭)	(+১৩·৬)
১৯৮৭–৮৮	৯৫·৭	৯১·৪	১০৪·৭
	(+১৭·০)	(+১·৭)	(+১৫·১)
১৯৮৮–৮৯	৯২·৬	৯৭·২	৯৫·৩
	(–৩·২)	(+৬·৩)	(–৯·০)
১৯৮৯–৯০[সা]	৯৫·১	১০৮·৪	৮৭·৭
	(+২·৭)	(+১১·৫)	(–৮·০)

[১]সূত্রঃ পণ্য–বাণিজ্য শর্ত = $\frac{ক}{খ}$ X১০০।

সা = সাময়িক।

টীকা : (১) বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক

(২) ১৯৮৮–৮৯ এবং ১৯৮৯–৯০ সালে আমদানী ও রপ্তানীর ব্যাপ্তি (coverage) যথাক্রমে শতকরা ১০০ ভাগ ও ৬৫ ভাগ এবং শতকরা ১০০ ভাগ ও ৬০ ভাগ।

উৎসঃ পরিকল্পনা কমিশন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক সাহায্য

১১.১। ১৯৮৯–৯০ সালে বাংলাদেশের জন্য প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২,১৪৪ মিলিয়ন ডলার , যা ১৯৮৮–৮৯ সালে প্রতিশ্রুত ১,৮৬৫ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ১৫.০ ভাগ বেশি । ১৯৮৯–৯০ সালে প্রতিশ্রুত সাহায্যের মধ্যে, ৮৮৫ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪১.৩ ভাগ ছিল অনুদান এবং ১,২৫৯ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৫৮.৭ ভাগ ছিল ঋণ । স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯০ সালের জুন পর্যন্ত প্রতিশ্রুত সর্বমোট ২৬,০৯২ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ১২,১৪৩ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৬.৫ ভাগ ছিল অনুদান ।

১১.২। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯০ সালের জুন পর্যন্ত অবমুক্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২০,৭২৯ মিলিয়ন ডলার বা মোট প্রতিশ্রুতির শতকরা ৭৯.৬ ভাগ । মোট অবমুক্ত সাহায্যের মধ্যে ১০,৬২৭ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৫১.৩ ভাগ ছিল ঋণ এবং অবশিষ্ট ১০,১০২ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৮.৭ ভাগ ছিল অনুদান।

১১.৩। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে বাংলাদেশের মোট বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ১০,৩৪৮ মিলিয়ন ডলার, যা ১৯৮৯ সালের জুন শেষের ৯,৪৮০ মিলিয়ন ডলারের চেয়ে ৮৬৮ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৯.২ ভাগ বেশি ।

১১.৪। ১৯৮৯–৯০ সালে অবমুক্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৮১০ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের ১,৬৬৯ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৪১ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৮.৫ ভাগ বেশি। ১৯৮৯–৯০ সালে প্রাপ্ত খাদ্য সাহায্য ছিল ১৮৮ মিলিয়ন ডলার, যা বিগত বছরে প্রাপ্ত ২২৭ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ১৭.২ ভাগ কম । আলোচ্য বছরে প্রাপ্ত মোট পণ্য সাহায্য ৪৫৭ মিলিয়ন ডলার পূর্ববর্তী বছরে প্রাপ্ত ৫৩৮ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ১৫.১ ভাগ কম ছিল । এ বছরে প্রাপ্ত প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১,১৬৫ মিলিয়ন ডলার, যা গত বছরে প্রাপ্ত ৯০৪ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ২৮.৯ ভাগ বেশি। ১৯৮৯–৯০ সালে বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণের মধ্যে আসল পরিশোধ করে ১৭৬ মিলিয়ন ডলার (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল থেকে গৃহীত ঋণের পরিশোধ এতে অন্তর্ভুক্ত নয়) এবং সুদ বাবদ পরিশোধ করে ১১৪ মিলিয়ন ডলার । ফলে, ১৯৮৯–৯০ সালে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহের নীট পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৫২০ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের ১,৩২৮ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৯২ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ১৪.৫ ভাগ বেশি । ১১১ নম্বর সারণীতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্তি ও দায় পরিশোধের বিবরণ দেয়া হলো ।

সারণী -১১১

বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ও দায় পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাত	বছর		
	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১ (প্রক্ষেপণ)
১। প্রাপ্তি	১,৬৬৯	১,৮১০	১,৭৩০
ক) খাদ্য সাহায্য	২২৭	১৮৮	২৬০
খ) পণ্য সাহায্য	৫৩৮	৪৫৭	৪৫০
গ) প্রকল্প সাহায্য	৯০৪	১,১৬৫	১,০২০
২। পরিশোধ	৩৪১	২৯০	৩৩১
ক) আসল*	১৯১	১৭৬	২০৯
খ) সুদ	১৫০	১১৪	১২২
৩। নীট প্রাপ্তি	১,৩২৮	১,৫২০	১,৩৯৯

* আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ঋণ পরিশোধ এতে অন্তর্ভুক্ত নয়

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

১২১। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত ২২·৪০ মিলিয়ন এস,ডি,আর রিজার্ভ এর পুরোটাই উত্তোলন করে। আলোচ্য বছরে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের বিভিন্ন সুবিধার আওতায় গৃহীত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ মোট ১২৭·১১ মিলিয়ন এস, ডি, আর পরিশোধ করে। এ ছাড়াও, বাংলাদেশ চার্জ হিসাবে ৩৫·৭৫ মিলিয়ন এস, ডি, আর আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলকে প্রদান করে। ১২১ নম্বর সারণীতে চলতি বছরে বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের লেনদেনের চিত্র দেয়া হলো।

সারণী-১২১

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

(মিলিয়ন এস, ডি, আর)

সুবিধাসমূহ	উত্তোলন/ক্রয়	বকেয়া (৩০-৬-৮৯ পর্যন্ত)	১৯৮৯-৯০ সালের ক্রয়ের পরিমাণ	১৯৮৯-৯০ সালের পরিশোধের পরিমাণ	বকেয়া (৩০-৬-৯০ পর্যন্ত)
১। স্ট্যান্ড-বাই এ্যারেঞ্জমেন্ট, ১৯৮৫	১৮০·০০	১৬৮·৬০	—	৬০·০০	১০৮·৬০
২। এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি, ১৯৮০	১১০·০০	৩১·৮৯	—	১৮·৩৪	১৩·৫৫
৩। সি, এফ, এফ- সিরিয়েল ফ্যাসিলিটি, ১৯৮৫	৫৪·৯৫	২৭·৪৭	—	২৭·৪৭	—
৪। কমপেন্সেটরী ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি, ১৯৮৭	৮৮·৯০	৮৮·৯০	—	১১·১১	৭৭·৭৯
৫। ট্রাস্ট ফান্ড, ১৯৭৭-৮১	১২১·৭৬	১১·২৬	—	১০·১৯	১·০৭
৬। স্ট্রাকচারাল এ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি, ১৯৮৭	২০১·২৫	২০১·২৫	—	—	২০১·২৫
৭। ইমারজেন্সী এ্যাসিস্ট্যান্স, ১৯৮৮	৭১·৮৭	৭১·৮৭	—	—	৭১·৮৭
৮। রিজার্ভ ট্রাঞ্চ, ১৯৯০	২২·৪০	—	২২·৪০	—	—
মোটঃ	—	৬০০,৬৪[গ]	২২,৪০	১২৭.১১	৪৭৩,৫৩[১]

গ-সংশোধিত।

[১] আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের 'রিজার্ভ ট্রাঞ্চ' সুবিধার আওতায় উত্তোলিত ২২·৪০ মিলিয়ন এসডিআর এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকাঃ ১ এসডিআর=১·২২৩৮৮ মার্কিন ডলার (২১শে জুন, ১৯৯০ তারিখে)।

১২.২। আলোচ্য বছরে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল থেকে কোন নতুন ঋণ উত্তোলন না হওয়ায় এবং পূর্বে গৃহীত ঋণের বিপরীতে ১২৭.১১ মিলিয়ন এস, ডি, আর পরিশোধ করায় ১৯৯০ সালের জুন মাসের শেষ নাগাদ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের নিকট বাংলাদেশের বকেয়া দায়ের পরিমাণ ১২১.৭৩ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ৬২৬.৯০ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ ৪৭৩.৫৩ মিলিয়ন এস.ডি.আর এ দাঁড়ায়। ১৯৮৯ সালের জুন শেষে এর পরিমাণ ছিল ৭৪৮.৬৩ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ ৬০০.৬৪ মিলিয়ন এস, ডি, আর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বাণিজ্য নীতি

১৩.১। বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে ক্রমাগত ঘাটতি হ্রাসকরণ এবং সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মৌলিক লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৮৯-৯০ সালে প্রথমবারের মত দেশের দ্বি-বার্ষিক বাণিজ্য নীতি (১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১) প্রণয়ন করা হয় । এতে, একদিকে আমদানী নীতিকে সহজতর ও উদার ভিত্তিক এবং অন্যদিকে পণ্য উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানীর ভিত্ সুদৃঢ়করণ ও বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে রপ্তানী পণ্য বিপণন সুসংহতকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

রপ্তানী নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা

১৩.২। দ্বি-বার্ষিক রপ্তানী নীতিতে ১৯৮৯-৯০ সালের জন্য ৪,৬৫০.০০ কোটি টাকার (১,৪৫৬ মিলিয়ন ডলার) রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় । এর বিপরীতে, আলোচ্য বছরে রপ্তানীকৃত পণ্যের মোট মূল্যের* পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৯৭৬.৪২ কোটি টাকায় (১,৫২৩.৭০ মিলিয়ন ডলার), যা ছিল লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শতকরা ৬.৮ ভাগ এবং পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানী মূল্য ৪,০৯৬.৮৩ কোটি টাকার (১,২৯১.৫৬ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ২১.৫[১] ভাগ বেশি । প্রধানতঃ কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, তৈরী পোশাক এবং হিমায়িত খাদ্য থেকে আয় বৃদ্ধির ফলেই ১৯৮৯-৯০ সালে অর্জিত রপ্তানী আয় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যায় । আলোচ্য বছরে রপ্তানী পণ্যের মূল্য-সূচক শতকরা ২.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায় । পক্ষান্তরে, আমদানী পণ্যের মূল্য-সূচক বৃদ্ধি পায় শতকরা ১১.৫ ভাগ ।

১৩.৩। রপ্তানী উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য দ্বি-বার্ষিক (১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১) রপ্তানী নীতিতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

(১) রপ্তানী বিপণন উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রপ্তানীকারকদের বিদেশে বাণিজ্যিক সফরের সুবিধার্থে বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের হার পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানী আয়ের শতকরা ১ ভাগ হিসেবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ২৫,০০০ ডলার থেকে বৃদ্ধি করে শতকরা ২ ভাগ হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪০,০০০ ডলারে, রপ্তানী হাউজের ক্ষেত্রে শতকরা ২ ভাগ হিসেবে অনূর্ধ্ব ১ লক্ষ ডলার থেকে বৃদ্ধি করে শতকরা ২.৫ ভাগ হিসেবে অনূর্ধ্ব ১ লক্ষ ৫০ হাজার ডলারে এবং নবাগত রপ্তানীকারকদের ক্ষেত্রে ৩,০০০ হাজার ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০ হাজার ডলারে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

---

*উৎস ঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।

[১] ডলারের হিসেবে রপ্তানীকৃত পণ্যের মোট মূল্য বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৮.০ ভাগ

(২) রপ্তানীকারকদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে 'ক্রেডিট কার্ড' প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(৩) বেসরকারী উদ্যোক্তাদের চিংড়ি চাষে উৎসাহ প্রদানকল্পে সমন্বিত চিংড়ি চাষ কর্মসূচী বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ এবং এ উদ্দেশ্যে চিংড়ি চাষকে রপ্তানী শিল্প হিসেবে ঘোষণার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(৪) পদ্ধতিগত জটিলতা এবং বিপণন সমস্যা দূরীকরণার্থে বন্দর এলাকায় চিংড়ি মাছের 'ডবল চেকিং' প্রথা রহিতকরণ;

(৫) আধুনিক নতুন বস্ত্রকল স্থাপন এবং নির্বাচিত পুরাতন বস্ত্রকলসমূহের আধুনিকায়নের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের বস্ত্র উৎপাদন এবং তা স্থানীয় তৈরী পোশাকে ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর মূল্য সংযোজনে সহায়তা প্রদানসহ প্রত্যক্ষ বস্ত্র রপ্তানী উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্প হিসেবে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ;

(৬) তৈরী পোশাক খাতে অর্জিত আয়ের যে অংশ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণ পত্রের মাধ্যমে কাপড় এবং অন্যান্য আনুষংগিক দ্রব্যাদি আমদানী বাবদ পরিশোধের প্রয়োজন হয় তা টাকায় রূপান্তর না করে রপ্তানীকারকদের বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখার সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(৭) ১৯৯০ সালের ১লা জুলাই থেকে ওয়েট-ব্লু চামড়া রপ্তানী সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে চামড়া খাতের নির্বাচিত ইউনিটসমূহের বি, এম, আর, ই (BMRE) করণের উপর গুরুত্ব আরোপ;

(৮) কৃষি পণ্য, বিশেষ করে টাটকা শাকসব্জি ও ফলমূল রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এসব পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গুণগত মান ও প্যাকেজিং ব্যবস্থা উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ;

(৯) হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনে স্থানীয় কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে বাঁশ, বেত ও নারকেলের পরিকল্পিত চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ;

(১০) হিমায়িত খাদ্য এবং ইলেকট্রোনিকস্ খাতকে 'অগ্রণী রপ্তানী খাত' (Thrust Sector) হিসেবে গুরুত্ব প্রদান ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ সালেও অব্যাহত রাখা;

(১১) বিদেশে সাধারণ ও পণ্য-ভিত্তিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি দেশেও নিয়মিতভাবে প্রতি বছরে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্যের অন্ততঃ দু'টি করে পণ্য-ভিত্তিক

(একটি তৈরী পোশাক এবং অপরটি চামড়া অথবা অন্য কোন রপ্তানী পণ্য–ভিত্তিক) বিশেষায়িত মেলা আয়োজনের ব্যবস্থাকরণ;

(১২) 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' এর আওতাধীন পণ্যগুলোর অধিকাংশই প্রাথমিক পর্যায়ে আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল বিধায় এ সব খাতের শতকরা ১০০ ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্পের অনুকূলে তৈরী পোশাকের মত ' বিশেষ শুল্ক বন্ড ' সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা ;

(১৩) ক্র্যাশ প্রোগ্রামাধীন পণ্যের বিপুল রপ্তানী সম্ভাবনার আলোকে এ সব খাতে অধিক সংখ্যক শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ;

(১৪) রপ্তানী ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতকে অধিকতর সুসংগঠিত করার মাধ্যমে পণ্য উন্নয়ন ও বিপণন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নির্বাচিত পণ্যের ক্ষেত্রে 'রপ্তানী উন্নয়ন কাউন্সিল' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ; এবং

(১৫) দেশে স্টেইনলেস স্টীল স্ক্র্যাপ প্রক্রিয়াকরণের কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত রপ্তানী নিষিদ্ধ এ বর্জ্য পণ্যটি কেইস্–টু–কেইস্ ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে রপ্তানীর অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্তগ্রহণ।

আমদানী নীতি ও কর্মসূচী

১৩·৪। ১৯৮৯–৯০ এবং ১৯৯০–৯১ সালের জন্য দ্বি–বার্ষিক আমদানী নীতি ঘোষিত হলেও আমদানী কর্মসূচী ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ শুধুমাত্র ১৯৮৯–৯০ সালের জন্যই স্থির করা হয়েছিল। ১৯৮৯–৯০ সালের আমদানী নীতিতে আমদানী ব্যয়ের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয় ৮,৩৬০·০০ কোটি টাকা (২,৬১২·৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), যা ১৯৮৮–৮৯ সালের লক্ষ্যমাত্রা ৭,২৭৮·৬০ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ১৪·৯ ভাগ বেশি। ১৯৮৯–৯০ সালে মোট আমদানী ব্যয়ের* পরিমাণ দাঁড়ায় ১২,৩৭৪·২৭ কোটি টাকায়, যা পূর্ববর্তী বছরের ১০,৮৪৭·৭০ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ১৪·১ ভাগ বেশি। আলোচ্য বছরের জন্য ধার্যকৃত ৮,৩৬০·০০ কোটি টাকা আমদানী ব্যয়ের মধ্যে ৬,৫২৫·২০ কোটি টাকা (শতকরা ৭৮·১ ভাগ) ওয়েজ আর্নার্স স্কীম/বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার, ১,১৬৪·৮০ কোটি টাকা (শতকরা ১৩·৯ ভাগ) পণ্য সাহায্য, ৬৪০·০০ কোটি টাকা (শতকরা ৭·৭ ভাগ) বিনিময় ও প্রতি বাণিজ্য এবং ৩০·০০ কোটি টাকা (শতকরা ০·৪ ভাগ) নগদ অর্থে আসবে বলে ধরা হয়। আমদানীর জন্য উপরোক্ত ব্যয় বরাদ্দের খাতওয়ারী বন্টন ছিলঃ বেসরকারী শিল্প খাত ৪,১৪৫·৮২ কোটি টাকা, সরকারী শিল্পখাত ৭৭০·৪০ কোটি টাকা, বাণিজ্যিক আমদানী (বেসরকারী) ১,৭৩০·০০ কোটি টাকা, বাণিজ্যিক আমদানী (সরকারী) ৫৮৩·৭৮ কোটি টাকা, পি, ও, এল ১,১০০·০০ কোটি টাকা এবং সংরক্ষিত নগদ তহবিল ৩০·০০ কোটি টাকা।

---

* উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৩৫। দ্বি-বার্ষিক আমদানী নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

(১) পণ্যের আমদানীযোগ্যতা নিরূপণ সহজতর করার লক্ষ্যে পূর্বের নিষিদ্ধ ঘোষিত ও শর্তযুক্ত তালিকা দু'টির স্থলে দ্বি-বার্ষিক আমদানী নীতি আদেশে একটি মাত্র "নিয়ন্ত্রণ তালিকা" অন্তর্ভুক্তকরণ ;

(২) ১৯৮৮-৮৯ সালের আমদানি নিষিদ্ধ তালিকা থেকে ৮৩টি এবং শর্তযুক্ত তালিকা থেকে ৪৫টি পণ্য বাদ দেয়া ;

(৩) দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 'পাবলিক সেক্টর এজেন্সী' কর্তৃক নিজস্ব বৈদেশিক মুদ্রা কিংবা উৎসবন্দী বৈদেশিক সাহায্যের অধীনে কতিপয় শিল্পজাত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র (NOC) গ্রহণের শর্ত আরোপ ;

(৪) ই, পি, জেড (EPZ) এলাকায় অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে উক্ত এলাকায় এবং দেশের অভ্যন্তরে যথাযথ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় মালামাল আনা-নেয়ার ব্যবস্থাকরণ;

(৫) রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের রপ্তানী আদেশ সম্পাদনের সুবিধার জন্য নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ ভাগ ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের শর্তে বন্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও রপ্তানীকারকদের ক্ষেত্রে প্রত্যাহারকরণ;

(৬) আমদানীকারকদের সুবিধার্থে পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে ইনডেন্ট গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আংশিক শিথিল করে সি এন্ড এফ ১০ লক্ষ টাকা মূল্যসীমা পর্যন্ত বিদেশী সরবরাহকারী কর্তৃক সরাসরি ইস্যুকৃত প্রোফরমা ইনভয়েস (Proforma invoice) এর বিপরীতে ঋণপত্র খোলার সুবিধাপ্রদান;

(৭) প্রয়োজনবোধে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চিনি ও লবণ আমদানীর ব্যবস্থা করণ;

(৮) পুরাতন কাপড় আমদানীর পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১৫ কোটি টাকা এবং প্রতি আমদানীকারকের হিস্যা ৫০ হাজার টাকায় ধার্যকরণ এবং কম্বল, লেডিস কার্ডিগান, সুয়েটার, পুরুষের জ্যাকেট ও ট্রাউজার এবং সিনথেটিক ও ব্লেন্ডেড কাপড়ের শার্ট নির্দিষ্ট ওজন ও পরিমাণগত বাধ্যবাধকতা সাপেক্ষে আমদানীর ব্যবস্থাকরণ;

(৯) সিমেন্ট, ভোজ্য তেল, কয়লা, হার্ড কোক, প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য অবাধে আমদানীর ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা;

(১০) দ্বিতীয় মানের বিপি শীট, জিপি শীট ও টিন প্লেটের মত দ্বিতীয় মানের এম, এস, শীট, স্টেইনলেস স্টীল শীট, সি,আর,সি,এ শীট এবং সিলিকন শীটও অবাধে আমদানী-যোগ্যকরণ এবং

(১১) পাট ও বস্ত্রকলের যন্ত্রাংশ আমদানীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতা দূরীকরণের জন্য নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত পণ্যসমূহের আলাদা তালিকা না রেখে এসব দ্রব্যের আমদানীযোগ্যতা ১৯৮৯-৯০ সালের আমদানী নীতি আদেশের মূল নিয়ন্ত্রণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আমদানী লাইসেন্স*

১৩৬। ১৯৮৯-৯০ সালে ৮,১৬৪·৭৭ কোটি টাকা মূল্যের (মোট বরাদ্দের শতকরা ৯৭·৭ ভাগ) আমদানী লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে ইস্যুকৃত আমদানী লাইসেন্সের মূল্য ছিল ৭,৩৭২·২১ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের শতকরা ১০১·৩ ভাগ। আলোচ্য বছরে ইস্যুকৃত আমদানী লাইসেন্সের বিপরীতে অর্থসংস্থানের উৎস ছিলঃ এস,ই,এম ৬,৭৮৩·২৭ কোটি টাকা (শতকরা ৮৩·১ ভাগ), সাহায্য/ঋণ/ধার/অনুদান ১,১১২·৭২ কোটি টাকা (শতকরা ১৩·৬ ভাগ), বিনিময়/এস, টি, এ ২৬৮·৭৪ কোটি টাকা (শতকরা ৩·৩ ভাগ) এবং নগদ ০·০৪ কোটি টাকা। ইস্যুকৃত লাইসেন্সের খাতওয়ারী বন্টন ছিলঃ বাণিজ্যিক আমদানীকারক ২,৭০৪·৩৫ কোটি টাকা (শতকরা ৩৩·১ ভাগ), শিল্পে ব্যবহারকারী (বেসরকারী) আমদানীকারক ৩,২৫৮·২৭ কোটি টাকা (শতকরা ৩৯·৯ ভাগ), পি,ও,এল ১,১৩৬·৬৯ কোটি টাকা (শতকরা ১৩·৯ ভাগ), সেক্টর কর্পোরেশন ৯০৩·২১ কোটি টাকা (শতকরা ১১·১ ভাগ) এবং টি,সি,বি ১৬২·৪৫ কোটি টাকা (শতকরা ২·০ ভাগ)।

আমদানী মূল্য**

১৩৭। ১৯৮৯-৯০ সালে আমদানীকৃত পণ্যের মোট মূল্য দাঁড়ায় ১২,৩৭৪·২৭ কোটি টাকায় (৩,৭৫৮·৭৩ মিলিয়ন ডলার), যা ছিল ১৯৮৮-৮৯ সালের ১০,৮৪৭·৭০ কোটি টাকা (৩,৩৭৫·০০ মিলিয়ন ডলার), আমদানী ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ১৪·১ ভাগ বেশি। আলোচ্য বছরে মোট আমদানী ব্যয়ের মধ্যে ছিলঃ খাদ্য ও জীবন্ত প্রাণী ১,২৫০·৮৪ কোটি টাকা; পানীয় ও তামাক ৩১·৭৭ কোটি টাকা; জ্বালানি নয় এমন অশোধিত ও অভোজ্য দ্রব্য সামগ্রী ৫৫২·৪৫ কোটি টাকা; খনিজ জ্বালানি, পিচ্ছিলকারক ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্য ১,০২৯·৮৭ কোটি টাকা; প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জাত তেল এবং চর্বি ৪৫৫·৮১ কোটি টাকা; রাসায়নিক দ্রব্য ৮৩০·৬১ কোটি টাকা; ব্যবহৃত উপাদানের ভিত্তিতে শ্রেণীভুক্ত শিল্পজাত দ্রব্যাদি ২,৪৭০·৬১ কোটি টাকা; যন্ত্রপাতি ও পরিবহন সরঞ্জাম ১,৪১৭·১৫ কোটি টাকা; বিবিধ শিল্পজাত সামগ্রী ১৯২·৯৯ কোটি টাকা; শ্রেণীবিন্যাসকৃত নয় এমন অন্যান্য দ্রব্যাদি ৪৯·৬৮ কোটি টাকা এবং ধার ও অনুদানের আওতায় ৪,১৯২·৪৯ কোটি টাকা।

---

* উৎস : আমদানী ও রপ্তানী মুখ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর।

** উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাণিজ্য ও বিনিময় চুক্তি

১৪১। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের ৭টি নতুন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পূর্ববর্তী বছরে ১০টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১৯৮৮-৮৯ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর মধ্যে বুলগেরিয়ার সাথে স্বাক্ষরিত বিনিময় চুক্তিটি (১২নং বার্টার) ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ তারিখে কার্যকর হয়, যা ১৯৯০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। চীনের সাথে স্বাক্ষরিত বিনিময় চুক্তিটি (১১নং বার্টার) এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে স্বাক্ষরিত বিনিময় চুক্তি (১৮নং বার্টার) যথাক্রমে ১৯৮৮ সালের ১৯শে জুলাই এবং ১৯৮৯ সালের ২৭শে মার্চ কার্যকর হয়ে ১৯৮৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ ছিল। হাঙ্গেরীর সাথে স্বাক্ষরিত বিশেষ হিসাব বাণিজ্য চুক্তিটি (হিসাব নং ১০) ১৯৮৮ সালের ১লা আগষ্ট কার্যকর হয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকে। সিংগাপুরের সাথে স্বাক্ষরিত দু'টি বিশেষ বাণিজ্য চুক্তি যথাঃ মিশু-প্রোপফিশ্ড এসটিএ এবং নিপা-প্রোপফিশ্ড এসটিএ ১৯৮৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী কার্যকর হয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এবং সুইজারল্যান্ডের সাথে স্বাক্ষরিত সোনালী অঁশ-কমট্রেড এসটিএ চুক্তিটি ১৯৮৯ সালের ১৫ই মে কার্যকর হয়ে ১৯৯০ সালের ১৪ই মে পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এছাড়া, টিসিবি-এলজিলি এসটিএ, লন্ডন এবং টিসিবি-হারক্রস এসটিএ বিশেষ বাণিজ্য চুক্তি দু'টো যথাক্রমে ১৯৮৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী এবং ৩০শে মার্চ স্বাক্ষরিত হয় এবং এগুলোর মেয়াদ ১৯৯০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং ২৯শে মার্চ শেষ হয়ে যায়। অপরদিকে টিসিবি-খাতের সিপিবি, হংকং বাণিজ্য চুক্তিটি ১৯৮৮ সালের ১লা আগষ্ট স্বাক্ষরিত হয়ে ১৯৯০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

১৪২। ১৯৮৯-৯০ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর আওতায় বাংলাদেশ থেকে রপ্তানীকৃত পণ্যসমূহের মধ্যে ছিল কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, পাটের দড়ি ও সুতলী, পাটের তৈরী কাপড়, জুট-ব্যাগ, কার্পেটসহ অন্যান্য পাটজাত সামগ্রী, চা, প্যাকেট চা, তৈরী পোশাক, ক্রাষ্ট, সেমি ফিনিশড্ ও ফিনিশড্ লেদার, ওয়েট-ব্লু লেদার, হিমায়িত খাদ্য, সামুদ্রিক খাদ্য সামগ্রী, তামাক, ডিটারজেন্ট পাউডার, কসমেটিকস, টুথপেষ্ট, সাবান, রং, তোয়ালে, সিরামিক সামগ্রী, ইলেকট্রোনিকস সামগ্রী, টেলিফোন এবং ইলেকট্রিক ক্যাবলস্, স্পেশালাইজড্ টেক্সটাইল, নিউজপ্রিন্ট, টয়লেট্রিজ, ইউরিয়া, চা প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি, সুপার এনামেল্ড কপার ওয়্যার, ট্রান্সফর্মার, জি,আই পাইপ, জেরিকেন, ষ্টেইনলেস ষ্টিল ব্লেড, ডিজেল ইঞ্জিন, সিলিং ফ্যান, বই ও সাময়িকী ইত্যাদি। প্রধান প্রধান আমদানী পণ্যগুলো ছিলঃ চিনি, কাঁচা তুলা, ক্রুড অয়েল, সিমেন্ট, পেট্রোলিয়াম প্রডাক্টস, কয়লা, টায়ার ও টিউব, পিগ আয়রন, ষ্টীল গ্রোন, হাইস্পীড ডিজেল, জেট ফুয়েল, মেশিন টুল ইকুইপমেন্ট, জিংক ইনগট, খুচরা যন্ত্রাংশ ও যন্ত্রপাতি, ক্রেন, এ্যালুমিনিয়াম ইনগট ও রড, ঔষধের কাঁচামাল, রাসায়নিক দ্রব্য, রং, সালফার, মশলা, ক্লিংকার, চামড়া শিল্পের রাসায়নিক দ্রব্য, হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরীতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি, ষ্টীল স্ক্র্যাপ, পানিবাহী ট্রাক ও তার খুচরা যন্ত্রাংশ, ড্রিলিং রিগের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, রেলওয়ে রোলিং ষ্টক ও খুচরা যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রোনিক ও ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি, পাওয়ার টিলার, ইলেকট্রিক মিটার, বই ও সাময়িকী, চলচ্চিত্র সংক্রান্ত ফিল্ম ইত্যাদি। ১৯৮৯-৯০ সালে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিগুলোর বিবরণ ১৪১ নম্বর সারণীতে দেয়া হলো।

সারণী–১৪১

বাণিজ্য চুক্তিসমূহ

ক্রমিক নম্বর	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দেশ/সংস্থা	প্রত্যেক পক্ষ থেকে বিনিময়যোগ্য পণ্যের মূল্য (মার্কিন ডলারে)
১।	৩১–৮–৮৯	বাংলাদেশ–চেকোশ্লোভাকিয়া পণ্য বিনিময় চুক্তি নম্বর–১০	২৩ মিলিয়ন
২।	১০–৯–৮৯	টিসিবি–সনজপিটার ষ্টীল (পশ্চিম জার্মানী) এসটিএ	২০ "
৩।	৬–১০–৮৯	বাংলাদেশ–রুমানিয়া পণ্য বিনিময় চুক্তি নম্বর–৮	১০ "
৪।	৩১–১০–৮৯	টিসিবি–মোস্তাজাফান এন্ড জানবাজান ফাউন্ডেশন (ইরান) এসটিএ	৫০ "
৫।	৮–১–৯০	বাংলাদেশ–চীন পণ্য বিনিময় চুক্তি নম্বর–১২	৩১ "
৬।	১৫–২–৯০	এ্যাপেক্স–এনডার্স (অস্ট্রেলিয়া) এসটিএ	৮ "
৭।	২৭–৩–৯০	বাংলাদেশ–সোভিয়েত ইউনিয়ন পণ্য বিনিময় চুক্তি নম্বর–১৯	*

* মূল্য নির্ধারিত হয় নাই

প্রধান রপ্তানী পণ্যসমূহ

১৫.১। বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যে অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্যসমূহের অগ্রণী ভূমিকা ১৯৮৯-৯০ সালেও অব্যাহত থাকে। দেশের মোট রপ্তানী আয়ে অপ্রচলিত পণ্যসমূহের অবদান পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৬৬.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯-৯০ সালে শতকরা ৬৯.৫ ভাগে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় আলোচ্য বছরেও অপ্রচলিত পণ্যসমূহ থেকে অর্জিত রপ্তানী আয়ের মধ্যে এককভাবে তৈরী পোশাকের ভূমিকাই ছিল মুখ্য (৫৭.৪%)। অন্যদিকে, মোট রপ্তানী আয়ে প্রচলিত পণ্যসমূহের (কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা) অবদান বৃদ্ধি না পেলেও এগুলোর মোট আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৮৯-৯০ সালে শতকরা ৭.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

প্রচলিত রপ্তানী পণ্য

কাঁচা পাট[প]

১৫.২। ১৯৮৯-৯০ সালে কাঁচা পাটের উৎপাদন ৪৬.৩৯ লক্ষ বেলে দাঁড়ায়, যা ১৯৮৮-৮৯ সালের ৪৪.৪০ লক্ষ বেলের তুলনায় শতকরা ৪.৫ ভাগ বেশি। পাট চাষাধীন জমির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১২.৭০[স] লক্ষ একরের তুলনায় ১৯৮৯-৯০ সালে শতকরা ৫.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৩৯ লক্ষ একরে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে পাট চাষাধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধিই উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ১৯৮৯-৯০ সালে দেশে কাঁচা পাটের মোট প্রাপ্যতার পরিমাণ ছিল ৬৯.৮৩ লক্ষ বেল (২৩.৪৪ লক্ষ বেল পূর্ববর্তী মৌসুমান্তের মজুদসহ), যা ১৯৮৮-৮৯ সালে ৭৫.৪০[স] লক্ষ বেলের তুলনায় শতকরা ৭.৪ ভাগ কম।

১৫.৩। ১৯৮৯-৯০ সালে কাঁচা পাট রপ্তানীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২৭.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০.৬৪ লক্ষ বেলে দাঁড়ায়। সরকার কর্তৃক পাট রপ্তানীকে উৎসাহ প্রদান এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা পাটের চাহিদার ক্ষেত্রে তেজী ভাব বজায় থাকা রপ্তানী বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ১৯৮৯-৯০ সালে সরকারী ও বেসরকারী খাতে কাঁচা পাট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২.৯৯ লক্ষ বেল (শতকরা ১৪.৫ ভাগ) ও ১৭.৬৫ লক্ষ বেল (শতকরা ৮৫.৫ ভাগ)। ১৯৮৮-৮৯ সালে এ দু'খাতে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২.৯৩ লক্ষ বেল (শতকরা ১৮.১ ভাগ) ও ১৩.২৫ লক্ষ বেল (শতকরা ৮১.৯ ভাগ)।

[প] উৎস : পাট মন্ত্রণালয়, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, পাট অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন

স = সংশোধিত

বি: দ্র: ১৯৮৯-৯০ সালের উপাত্তসমূহ সাময়িক

আলোচ্য বছরে কাঁচা পাটের বেল প্রতি গড় রপ্তানী মূল্য দাঁড়ায় ১,৯৭১.১৫ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের বেল প্রতি ১,৯০৮.১৬ টাকার তুলনায় সামান্য শতকরা ৩.৩ ভাগ বেশি। মূলতঃ রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ১৯৮৮-৮৯ সালের ৩০৮.৫৫ কোটি টাকা হতে শতকরা ৩১.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে ৪০৭.০১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

১৫.৪। আলোচ্য বছরে উৎপাদক পর্যায়ে মণ প্রতি কাঁচা পাটের বার্ষিক গড় মূল্য দাঁড়ায় ৩২৮.৫৯ টাকায়, যা ১৯৮৮-৮৯ সালে মণ প্রতি ২৫১.০০ টাকার তুলনায় শতকরা ৩০.৯ ভাগ বেশি।

১৫.৫। আলোচ্য বছরে রপ্তানী বিক্রয় নিবন্ধীকরণের পরিমাণ ২৬.৮৭ লক্ষ বেলে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের ২৪.৩২ লক্ষ বেলের তুলনায় শতকরা ১০.৫ ভাগ বেশি। কাঁচা পাটের প্রকৃত রপ্তানীর পরিমাণও পূর্ববর্তী বছরের ১৬.২০ লক্ষ বেলের তুলনায় শতকরা ২৭.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে ২০.৬৪ লক্ষ বেলে দাঁড়ায়।

১৫.৬। ১৯৮৯ সালের ১লা জুলাই কাঁচা বেলের* বাজারে সাদা ক্রস বটম পাটের মূল্য ছিল প্রতি বেল ৯৬৫.০০ টাকা এবং পাকা বেলের** বাজারে প্রতি বেল বি,ডব্লিউ,ডি গ্রেড পাটের মূল্য ছিল ২,০০০.০০ টাকা, যা ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন নাগাদ যথাক্রমে শতকরা ১১.১ ভাগ ও ৩০.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,০৭২.০০ টাকা এবং ২,৬০০.০০ টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে কাঁচা পাটের নির্দেশক রপ্তানী মূল্যেও ঊর্ধমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

পাটজাত দ্রব্য@

১৫.৭। আলোচ্য বছরে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ৫.৮০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের ৫.৫৫প লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ৪.৫ ভাগ বেশি। আলোচ্য বছরে মোট উৎপাদনের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ৩.১৯ লক্ষ টন (শতকরা ৫৫.০ ভাগ) এবং ২.৬১ লক্ষ টন (শতকরা ৪৫.০ ভাগ)।

১৫.৮। ১৯৮৯-৯০ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী বিক্রয়, নিবন্ধীকরণ ও প্রকৃত রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬.৪৩ লক্ষ টন এবং ৫.৪৫ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫.৭২ লক্ষ টন ও ৪.৯৬ লক্ষ টন।

@ উৎস ঃ পাট মন্ত্রণালয়, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বিজেএমসি, বিজেএমএ ও বাংলাদেশ ব্যাংক।
প =সংশোধিত।
* কাঁচা বেল -১০০ কেজি।
** পাকা বেল -১৮০ কেজি।

১৫·৯। আলোচ্য বছরে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী* হতে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ দাঁড়ায় ১,০৭১·৩৯ কোটি টাকা (সরকারী খাত ৬৪৮·১৯ কোটি টাকা বা শতকরা ৬০·৫ ভাগ এবং বেসরকারী খাত ৪২৩·২০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৯·৫ ভাগ)। পূর্ববর্তী বছরে পাটজাত দ্রব্য হতে রপ্তানী আয় দাঁড়িয়েছিল ৮৯৭·৭১ কোটি টাকা (সরকারী খাত ৫৫৪·৮৮ কোটি টাকা বা শতকরা ৬১·৮ ভাগ এবং বেসরকারী খাত ৩৪২·৮৩ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৮·২ ভাগ)। আলোচ্য বছরে পাটজাত দ্রব্যের গড় রপ্তানী মূল্য দাঁড়ায় প্রতি টন ২০,৮৮৪·৯৯ টাকা, যা ১৯৮৮–৮৯ সালে প্রতি টন ১৭,৮৬১·৩৭ টাকার তুলনায় শতকরা ১৬·৯ ভাগ বেশি। ডলার মূল্যে, ১৯৮৯–৯০ সালে পাটজাত দ্রব্যের গড় রপ্তানী মূল্য দাঁড়ায় প্রতি টন ৬৩৯·৬৭ মার্কিন ডলার, যা ১৯৮৮–৮৯ সালের ৫৬৩·১০ ডলারের তুলনায় শতকরা ১৩·৬ ভাগ বেশি। রপ্তানীর পরিমাণ এবং ডলারে ইউনিট প্রতি মূল্য বৃদ্ধির ফলেই আলোচ্য বছরে এ খাতে রপ্তানী আয় বেশি হয়েছে।

১৫·১০। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে পাটজাত দ্রব্যের মজুদের পরিমাণ (বিক্রীত, অবিক্রীত, পরিবহনাধীন এবং শর্ট-আউটসহ) বৃদ্ধি পেয়ে ১·৬৩ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ১·৬৪ লক্ষ টন।

চা[@]

১৫·১১। ১৯৮৯–৯০ সালে দেশে চা উৎপাদনের পরিমাণ ৪২·১২ মিলিয়ন কেজিতে দাঁড়ায়, যা ছিল আলোচ্য বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শতকরা ৪·৩ ভাগ কম; কিন্তু ১৯৮৮–৮৯ সালে উৎপাদিত ৪১·২৩ মিলিয়ন কেজির তুলনায় প্রান্তিক (শতকরা ২·২ ভাগ) বেশি। চলতি মৌসুমের শুরুতে অত্যধিক খরা এবং ১৯৮৮ সালের বন্যার পর যে সমস্ত পুনর্বাসন কর্মসূচী নেয়া হয়েছিল তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় আলোচ্য বছরে চা উৎপাদন ব্যাহত হয়। পূর্ববর্তী বছরের ১৯·৬১ মিলিয়ন কেজি মৌসুমান্ত মজুদসহ ১৯৮৯–৯০ সালে চায়ের মোট প্রাপ্যতার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১·৭১ মিলিয়ন কেজি। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৫৯·৭৮ মিলিয়ন কেজি (১৮·৫৫ মিলিয়ন কেজি মৌসুমান্ত মজুদসহ)।

১৫·১২। ১৯৮৯–৯০ সালে চায়ের অভ্যন্তরীণ বাজার দরে মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রাম চায়ের নিলাম বাজারে ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে প্রতি কেজি চায়ের গড় মূল্য ছিল ৪৫·৩৬ টাকা, যা অক্টোবর নাগাদ বৃদ্ধি পেয়ে ৫২·৭৫ টাকায় দাঁড়ায়। এরপর বাজার দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয় এবং সামান্য ওঠানামার মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের মে মাসে ৪১·৯২ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৮৯–৯০ সালে চট্টগ্রাম নিলাম বাজারে মোট ৪৫টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতি কেজি গড়ে ৪৮·৩৩ টাকা দরে ৩১·১৪ মিলিয়ন কেজি চা বিক্রয় হয়। পূর্ববর্তী বছরে প্রতি কেজি গড়ে ৪৬·২১ টাকা দরে ৩৮·২৯ মিলিয়ন কেজি চা বিক্রয় হয়েছিল।

---

* কার্পেট ব্যতীত।

@- উৎস: বাংলাদেশ চা বোর্ড

১৫·১৩। ১৯৮৯–৯০ সালে চা রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২২·৫৬ মিলিয়ন কেজিতে, যা ১৯৮৮–৮৯ সালে রপ্তানীকৃত ২৫·১২ মিলিয়ন কেজির তুলনায় শতকরা ১০·২ ভাগ কম। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিশর, পোল্যান্ড এবং চীনের মত প্রধান ক্রেতা দেশসমূহে বাংলাদেশের চায়ের চাহিদা হ্রাস আলোচ্য বছরে চা রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাসে ভূমিকা রাখে। অবশ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানী আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১২৬·৩৫ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ১·৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯–৯০ সালে ১২৮·৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে প্রতি কেজি চায়ের গড় রপ্তানী মূল্য পূর্ববর্তী বছরের ৫০·৩০ টাকা থেকে শতকরা ১৩·১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬·৮৭ টাকায় দাঁড়ায়।

অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্যঃ[@]

তৈরী পোশাক

১৫·১৪। বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের তালিকায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পজাত পণ্য হিসেবে তৈরী পোশাকের ভূমিকা অন্যতম। ১৯৮৯–৯০ সালে তৈরী পোশাক রপ্তানী থেকে ১,৯৯০·০৫ কোটি টাকা অর্জিত হয়, যা ছিল ১৯৮৮–৮৯ সালের ১,৪৯৪·২৮ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩৩·২ ভাগ বেশি। আলোচ্য বছরে তিনটি বৃহৎ ক্রেতা দেশ, যথাঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সে যথাক্রমে ১,১১৭·৩২ কোটি টাকা (শতকরা ৫৬·২ ভাগ), ১৮৬·৯০ কোটি টাকা (শতকরা ৯·৪ ভাগ) এবং ১৫১·৬৫ কোটি টাকা (শতকরা ৭·৬ ভাগ) তৈরী পোশাক রপ্তানী করা হয়। ১৯৮৮–৮৯ সালে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের বড় ক্রেতা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৮৮৩·১২ কোটি টাকা বা শতকরা ৫৯·১ ভাগ), পশ্চিম জার্মানী (১৩৬·৩২ কোটি টাকা বা শতকরা ৯·১ ভাগ) এবং ইটালী (৯১·১২ কোটি টাকা বা শতকরা ৬·১ ভাগ)।

কাঁচা চামড়া

১৫·১৫। ১৯৮৯–৯০ সালে চামড়ার বাজার দরে মোটামুটিভাবে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য বছরের শুরুতে প্রতি ১০০টি গরুর চামড়ার (তাজা, লবণযুক্ত, ভারী) দর ছিল ৭২,০০০–৭৮,০০০ টাকা, যা সামান্য ওঠানামার মধ্য দিয়ে বছরের শেষ নাগাদ ৭৩,০০০–৮২,০০০ টাকায় দাঁড়ায়। মহিষ ও ভেড়ার চামড়ার দরের ক্ষেত্রেও উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বছরের শুরুতে প্রতি ১০০টি মহিষ ও ভেড়ার চামড়ার মূল্য ছিল যথাক্রমে ৬১,০০০–৬৬,০০০ এবং ৯,০০০–৯,৫০০ টাকা, যা সামান্য ওঠানামার মধ্য দিয়ে বছরের শেষ নাগাদ যথাক্রমে ৫৬,০০০–৬১,০০০ এবং ৯,৫০০–১০,০০০ টাকায় দাঁড়ায়। এ বছরের ছাগলের চামড়ার দরে কিছুটা মন্দা ভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রতি ১০০টি ছাগলের চামড়ার দাম বছরের শুরুতে ছিল ১৫,০০০–১৮,০০০ টাকা, যা বছরের শেষ নাগাদ ১৩,০০০–১৬,০০০ টাকায় নেমে আসে।

@ উৎসঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং কৃষি বাজার পরিদপ্তর।

১৫.১৬। ১৯৮৯–৯০ সালে চামড়া (পাকা ও আধাপাকা) রপ্তানী থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ১৯৮৮–৮৯ সালে অর্জিত ৪৩৪.৫০ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩৪.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮৪.২৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

হিমায়িত খাদ্য

১৫.১৭। হিমায়িত খাদ্য (মাছ, চিংড়ি ও ব্যাঙের পা) রপ্তানী করে আলোচ্য বছরে মোট ৪৫০.১৮ কোটি টাকা আয় হয়, যা ছিল ১৯৮৮–৮৯ সালে অর্জিত ৪৪৮.৫৩ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ০.৪ ভাগ বেশি। আন্তর্জাতিক বাজারে হিমায়িত খাদ্য, বিশেষ করে চিংড়ির দাম হ্রাস পাওয়ায় আলোচ্য বছরে এ খাতে আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি।

ন্যাপথা

১৫.১৮। ন্যাপথা রপ্তানী থেকে আলোচ্য বছরে ২৫.৭৮ কোটি টাকা আয় হয়, যা ১৯৮৮–৮৯ সালে অর্জিত ৩৭.৮৮ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩১.৯ ভাগ কম।

নিউজপ্রিন্ট

১৫.১৯। আলোচ্য বছরে নিউজপ্রিন্ট হতে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১৩.৬১ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৪১.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৭.৯৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

হস্তশিল্পজাত দ্রব্য

১৫.২০। ১৯৮৯–৯০ সালে হস্তশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী থেকে আয় হয় ১৬.৯১ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের ১২.৪৮ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩৫.৫ ভাগ বেশি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি

১৬.১। বাংলাদেশ ১৯৮৯-৯০ সালেও নমনীয় (flexible) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি অনুসরণ করে। বিশ্ব মুদ্রা বিনিময় বাজারে বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতাক্ষমতা বজায় রাখা এবং লেনদেন ভারসাম্যে চলতি হিসাব পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৯-৯০ সালে দেশের 'মধ্যস্থতাকারী মুদ্রা' (Intervention Currency) মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার 'বাণিজ্যিক গুরুত্ব-ভারিত মুদ্রা ঝুড়ির' (Trade Weighted Basket of Currencies) ভিত্তিতে কমিয়ে তিনবার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ফলে, আলোচ্য বছরে টাকা-ডলার বিনিময় হারে মোট শতকরা ৭.৫৪@ ভাগ অবমূল্যায়ন ঘটে। ১৬.১ নম্বর সারণীতে ১৯৮৯-৯০ সালে টাকা-ডলার সরকারী বিনিময় হার পুনঃনির্ধারণের তারিখ-ভিত্তিক পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণী-১৬.১

টাকা-ডলার সরকারী বিনিময় হার

পুনঃনির্ধারণের তারিখ	প্রতি মার্কিন ডলারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত টাকার হার	
	ক্রয়	বিক্রয়
মার্চ ৫, ১৯৯০ *	৩৩.৮৪	৩৩.৯২
এপ্রিল ২৯, ১৯৯০	৩৪.১৮	৩৪.২৬
মে ২০, ১৯৯০ **	৩৪.৮৫	৩৪.৯৫

* ৩০শে জুন, ১৯৮৯ তারিখে এ হার ছিল যথাক্রমে ৩২.২৩ টাকা এবং ৩২.৩১ টাকা।

** ৩০শে জুন, ১৯৯০ পর্যন্ত এ হার অপরিবর্তিত ছিল।

@ ক্রয় ও বিক্রয় হারের মধ্য-মানের ভিত্তিতে।

বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারে টাকা–ডলার বিনিময় হার এবং এক্সপিবি প্রিমিয়ামের হার

১৬২। ১৯৮৯–৯০ সালে দেশের বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারে (Secondary Exchange Market) মার্কিন ডলারের ক্রয় ও বিক্রয় হার তিনবার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। রপ্তানীকারকগণের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে এক্স, পি, বি প্রিমিয়ামের হারও তিনবার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ফলে, বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারে ডলারের সাথে টাকার শতকরা ৭.৫৩ @ ভাগ অবমূল্যায়ন হয়। অপরদিকে, এক্স, পি, বি প্রিমিয়ামের হার শতকরা ৬.৯০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৬২ নম্বর সারণীতে বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারে টাকা–ডলার বিনিময় হার এবং এক্স, পি, বি প্রিমিয়াম হারের পরিসংখ্যান দেয়া হলো।

সারণী– ১৬২

বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার হার (Secondary Exchange Market Rate) এবং এক্সপিবি প্রিমিয়ামের হার (XPB Premium Rate)

(প্রতি মার্কিন ডলারে বাংলাদেশ টাকা)

পুনঃনির্ধারণের তারিখ	বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার হার		এক্সপিবি প্রিমিয়ামের হার
	ক্রয়	বিক্রয়	
মার্চ ৫, ১৯৯০[১]	৩৪.৫৪	৩৪.৫৯	০.৬১[৩]
এপ্রিল ২৯, ১৯৯০	৩৪.৮৮	৩৪.৯৩	০.৬১
মে ২০, ১৯৯০[২]	৩৫.৫৮	৩৫.৬৩	০.৬২[৪]

১ ৩০শে জুন, ১৯৮৯ তারিখে এ হার ছিল যথাক্রমে ৩২.৯০ টাকা এবং ৩২.৯৫ টাকা।
২ ৩০শে জুন ১৯৯০ পর্যন্ত এ হার অপরিবর্তিত ছিল।
৩ ৩০শে জুন, ১৯৮৯ তারিখে এ হার ছিল ০.৫৮ টাকা।
৪ ৩০শে জুন, ১৯৯০ পর্যন্ত এ হার অপরিবর্তিত ছিল।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ

১৬৩। ১৯৮৯–৯০ সালে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিম্নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করা হলো।

@ ক্রয় ও বিক্রয় হারের মধ্য-হারের ভিত্তিতে।

রপ্তানীকারকগণের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের সুযোগ

১৬৪। রপ্তানীকারকগণকে ব্যবসায়িক কাজে বিদেশ ভ্রমণের জন্য তাদের রপ্তানী আয়ের ভিত্তিতে মঞ্জুরকৃত বৈদেশিক মুদ্রা নগদ বা ট্রাভেলার্স চেক আকারে ব্যবহার করা ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়। প্রাথমিক ভাবে ৩রা জুলাই, ১৯৮৯ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯০ পর্যন্ত এই কার্ড ইস্যু করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, ব্যবসায়িক কারণে বিদেশে ভ্রমণের জন্য রপ্তানীকারকদেরকে বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত 'এ' টাইপ এবং 'বি' টাইপ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানী আয় বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমাকরণ

১৬৫। রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত 'এ' টাইপ এবং 'বি' টাইপ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানী আয় বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমাকরণ প্রসংগে নিম্নোক্ত সংশোধিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছেঃ

(ক) ১৬ই জুলাই, ১৯৮৯ থেকে সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানাধীন (টাইপ 'এ') শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানী আয়ের শতকরা ৯৫ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ১০০ ভাগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা করা যাবে।

(খ) একই তারিখ হতে কার্যকর সিদ্ধান্ত অনুসারে পোশাক শিল্প ব্যতীত অন্যান্য যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত (টাইপ 'বি') প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানী আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ছাড়াই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা করা যাবে।

কতিপয় রপ্তানী পণ্যের ক্ষেত্রে এক্সপিবি'র পরিবর্তে নগদ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা

১৬৬। নিম্নলিখিত রপ্তানী পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এক্সপিবি সুবিধার পরিবর্তে নগদ আর্থিক সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছেঃ

(ক) ১৯৮৯ সালের ১লা জুলাই এবং তৎপরে জাহাজীকৃত পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রচলিত এক্সপিবি সুবিধার পরিবর্তে নিম্নোক্ত হারে নগদ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছেঃ

(১)	স্যাকিং	শতকরা ১০ ভাগ
(২)	হেসিয়ান ও ইয়ার্ন	শতকরা ১৫ ভাগ
(৩)	সিবিসি ও অন্যান্য অপ্রচলিত পাট পণ্য	শতকরা ২০ ভাগ

(খ) আন্তর্জাতিক বাজারে অস্বাভাবিক মূল্যহ্রাসজনিত পরিস্থিতির মোকাবেলাকরণ, অধিকতর মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়ায় উত্তরণে সহায়তা দান এবং কোটাবিহীন পণ্যের উন্নয়ন ও কোটাবিহীন বাজারে অনুপ্রবেশের সুবিধার্থে ১৯৮৯ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে জাহাজীকৃত নিম্নে বর্ণিত পণ্যাদি রপ্তানীর ক্ষেত্রে এক্সপিবি'র পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট পণ্যের শ্রেণীভেদে বিভিন্ন হারে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়ঃ

	পণ্যের শ্রেণী	নগদ সহায়তার হার
(১)	হিমায়িত মাছ	এফ, ও, বি, মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ থেকে শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত
(২)	ক্রাস্ট ও ফিনিশ্ড চামড়া	নীট মূল্য সংযোজনের শতকরা ৫ ভাগ থেকে শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত
(৩)	(ক) তৈরী পোশাক	মোট মূল্য সংযোজনের শতকরা ১০ ভাগ
	(খ) রপ্তানি মুখী তৈরী পোশাক শিল্পে কাঁচামাল/উপকরণ সরবরাহ	নীট মূল্য সংযোজনের শতকরা ১০ ভাগ থেকে শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত

বাংলাদেশে নিবন্ধিত বিদেশী মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ সীমা

১৬৭। ১৯৮৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশে নিবন্ধিত বিদেশী মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শতকরা ৫০ ভাগ বা তদূর্ধ্ব বিদেশী অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ নিরীক্ষিত স্থিতি পত্রে প্রদর্শিত পরিশোধিত মূলধন, রিজার্ভ, অবন্টনকৃত মুনাফা ও অপ্রেরিত লভ্যাংশের সর্বোচ্চ শতকরা ১৪০ ভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়াই স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ দানের ক্ষমতা অনুমোদিত ডিলারগণকে প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের বিদেশে অর্থপ্রেরণ প্রসংগে

১৬৮। ১৯৮৯ সালের ১৮ই অক্টোবর থেকে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকগণকে তাঁদের মাসিক নীট উপার্জনের শতকরা ৫০ ভাগ কোন প্রকার ঊর্ধ্বসীমা ব্যতিরেকে পারিবারিক ভরণপোষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের সুবিধা দেয়া হয়েছে। তবে, চাকুরি শেষে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ত্যাগের সময় তাঁরা কেবলমাত্র প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমাকৃত অর্থ সাথে নিয়ে যেতে/বিদেশে প্রেরণ করতে পারবেন। প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমাকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য কোন তহবিল বিদেশে প্রেরণযোগ্য হবে না।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণ খাতে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণ প্রসংগে

১৬.৯। ১৯৮৯ সালের ৮ই নভেম্বর হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, ভুটান, মালদ্বীপ এবং বার্মা ব্যতীত অন্যান্য দেশে ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশী নাগরিকগণকে প্রতিবার ভ্রমণের জন্য মাথাপিছু সর্বোচ্চ পরিমাণ, ১,০০০ মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ৬০০ মার্কিন ডলারে এবং বার্ষিক সবমোট ১৮০০ মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ১৫০০ মার্কিন ডলারে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। বিমান পথে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, ভুটান, মালদ্বীপ ও বার্মায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে জনপ্রতি বার্ষিক বরাদ্দের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৪০০ মার্কিন ডলারে এবং স্থল পথে ভারত ভ্রমণের জন্য বার্ষিক সর্বোচ্চ ১৫০ মার্কিন ডলারে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরী প্রসংগে

১৬.১০। চিকিৎসার প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণের জন্য ১০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত প্রাথমিক মঞ্জুরী সরকারী বিনিময় হারে এবং এর অতিরিক্ত মঞ্জুরী বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার হারে প্রদানের বিধান সংশোধন করে ১৯৮৯ সালের ২০শে জুলাই থেকে কার্যকরভাবে সম্পূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রাই কেবলমাত্র বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার হারে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

হজ্ব . ১৯৯০

১৬.১১। ১৯৯০ সালে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের জন্য মোয়াল্লেম ফিসহ ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রত্যেক ব্যালটী হজ্ব যাত্রীকে সরকারী হারে এবং নন-ব্যালটী হজ্ব যাত্রীকে বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার হারে ৩,৫০০ সৌদী রিয়াল ক্রয়ের অনুমতি দেয় হয়। এ ছাড়া, ব্যালটী হজ্ব যাত্রীদেরকে বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার হতে মাথাপিছু অতিরিক্ত ৫৫০ মার্কিন ডলার ক্রয়ের অনুমতি দেয়া হয়।

বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা পরিদর্শন

১৬.১২। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ১৮টি অনুমোদিত ডিলারের প্রধান কার্যালয়/মুখ্য অফিসসমূহ ছাড়াও তাদের ১৭৩টি শাখায় বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত লেনদেনের পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করে। উপরোক্ত ১৮টি ডিলারের মধ্যে ১০টি এবং অন্য ৫টি ডিলারের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে চিহ্নিত অনিয়মগুলো দূরীভূতকরণ এবং নির্দেশিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিলারের প্রধান কার্যালয়/মুখ্য অফিসে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, আলোচ্য বছরে অনুমোদিত ডিলারের ৭৫টি শাখা, ১টি অনুমোদিত মুদ্রা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ৪টি ইনডেন্টিং হাউজ এবং ২টি ট্রাভেল এজেন্টের কার্যালয়ে বিশেষ পরিদর্শন কাজ এবং অনুমোদিত ডিলারগণের ৫৬টি শাখার মোট ১২,৭৩৬টি রপ্তানী ফরমের মূল কপি যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন

১৭.১। ১৯৮৯-৯০ সালে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (Asian Clearing Union- ACU) এর আওতায় বাংলাদেশের মোট লেনদেনের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। প্রচলিত নিয়মানুসারে সংঘটিত ছয়টি হিসাব নিষ্পত্তির সব ক'টিতেই পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় আলোচ্য বছরেও বাংলাদেশ নীট দেনাদার হয়। রপ্তানীর চেয়ে আমদানীর পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের নীট দেনার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৮৯-৯০ সালে শতকরা ১৫.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

১৭.২। ১৯৮৯-৯০ সালে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের প্রাপ্তির পরিমাণ "আমু"@ (AMU) ৪২.০১ মিলিয়ন বা শতকরা ১১৭.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে "আমু" ৭৭.৬৯ মিলিয়নে (টাঃ ২৪৩.৭১ কোটি) দাঁড়ায়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের পরিশোধের পরিমাণ 'আমু' ৬০.৩২ মিলিয়ন বা শতকরা ৪০.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে 'আমু' ২১১.২৩ মিলিয়নে (টাঃ ৯০৬.৯৭ কোটি) দাঁড়ায়। বিগত তিন বছরে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধের বিবরণ ১৭.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী-১৭.১

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ

(মিলিয়ন আমু)

লেনদেনের খাত	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০
১। প্রাপ্তি (রপ্তানী)	৪৮.২৭	৩৫.৬৮	৭৭.৬৯
	(২০২.৬৭)	(১৪৫.৭১)	(২৪৩.৭১)
২। পরিশোধ (আমদানী)	১১৬.৪৬	১৫০.৯১	২১১.২৩
	(৪১০.৫৮)	(৬৩২.৭১)	(৯০৬.৯৭)
নীট উদ্বৃত্ত (+)	**−৬৮.১৯**	**−১১৫.২৩**	**−১৩৩.৫৪**
ঘাটতি (−)	**(−২৬৭.৯১)**	**(−৪৮৭.০০)**	**(−৬৬৩.২৬)**

নোটঃ বন্ধনীর সংখ্যাগুলো কোটি টাকায়।

@ আমু (AMU) = এশিয়ান মনিটারী ইউনিট (Asian Monetary Unit)।

১ 'আমু' = ১ এস. ডি. আর

১৭·৩। উপরোক্ত লেনদেনের ফলে, বাংলাদেশের নীট দেনাদার অবস্থা ১৯৮৮–৮৯ সালের "আমু" ১১৫·২৩ মিলিয়ন টাঃ ৪৮৩·০০ কোটি থেকে শতকরা ১৫·৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯–৯০ সালে "আমু" ১৩৩·৫৪ মিলিয়নে টাঃ ৬৬৩·২৬ কোটি দাঁড়ায়।

১৭·৪। সম্প্রতি এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় 'কারেন্সী সোয়াপ ব্যবস্থা' (Currency Swap Arrangement) চালু করা হয়েছে। উক্ত ব্যবস্থাধীনে ১৯৮৯–৯০ সালে বাংলাদেশের হাতে কারেন্সী ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে "আমু" ২১·২৩ মিলিয়ন টাঃ ৯০·৩৯ কোটি এবং "আমু" ০·২৩ মিলিয়ন টাঃ ১·০১ কোটি। উপরোক্ত ক্রয়ের বিপরীতে বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত সুদের পরিমাণ ছিল "আমু" ০·২৯ মিলিয়ন টাঃ ১·২৪ কোটি, কিন্তু বিক্রয়ের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদের পরিমাণ ছিল মাত্র "আমু" ৩·৩৭ হাজার টাঃ ১·৫৬ লক্ষ।

১৭·৫। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের মোট বাণিজ্য ও বাণিজ্যের ভারসাম্যের তুলনামূলক চিত্র ১৭·২ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী – ১৭·২

এ, সি, ইউ সদস্য দেশের মোট বাণিজ্য ও বাণিজ্যের ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশসমূহ	এ, সি, ইউ, তে রপ্তানী		এ, সি, ইউ থেকে আমদানী		উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (–)	
	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৭	১৯৮৮
বাংলাদেশ	৭৫·০	৮৩·৪	১৩৮·৫	১৭২·৬	−৬৩·৫	−৮৯·২
মাইয়ানমার	২৭·৪	২৭·৯	৬·৬	৮·৪	+২০·৮	+১৯·৫
ভারত	৩৩৫·০	৪৩১·০	৮২২·০	৮৬২·০	−৪৮৭·০	−৪৩১·০
ইরান	৮৩১·০	৮১৮·০	২০৯·০	২১৮·০	+৬২২·০	+৬০০·০
নেপাল	৫৪·৬	৬৪·২	১১৭·৯	১০৮·৩	−৬৩·৩	−৪৪·১
পাকিস্তান	২২৪·৭	২৬৬·২	২৪২·৯	২১২·০	−১৮·২	+৫৪·২
শ্রীলংকা	৬৭·৫	১১৫·৪	১৭১·১	২৮২·৪	−১০৩·৬	−১৬৭·০
মোটঃ	১৬১০.২	১৮০৩.১	১৭০৮.০	১৮৬১.৭	−৯৭.৮	−৫৫.৬

উৎস– এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৮৮ ও ১৯৮৯।

নোটঃ (১) রপ্তানী (এফ, ও, বি)

(২) আমদানী (সি, আই, এফ)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নোট ও ধাতব মুদ্রা

ব্যাংক নোট

১৮.১। ১৯৯০ সালের ৩রা মে থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব শেগুফতা বখত্ চৌধুরীর স্বাক্ষরযুক্ত ১০-টাকা মূল্যমানের নতুন ব্যাংক নোট বাজারে ছাড়া হয়। বাংলা ও আরবী হরফে "আল্লাহু আকবর" শব্দ মুদ্রিত এ নোটের আকার, ডিজাইন, রং এবং বিশেষত্ব সর্বশেষ প্রচারিত ১০-টাকা মূল্যমানের পূর্ববৎ নোটের অনুরূপ।

অন্যান্য নোট ও ধাতব মুদ্রাসমূহ

দু'টাকার নোট

১৮.২। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু দু'টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের ৯.২৩ কোটি টাকা থেকে ৩.৩৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৫৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

এক টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা

১৮.৩। ১৯৮৯-৯০ সালে কোন নতুন নকশার ধাতব মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয়নি। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু এক-টাকা মূল্যমানের নোট ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের ৬৩.৪১ কোটি টাকা থেকে ৪.৮৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৮.২৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

অন্যান্য ধাতব মুদ্রাসমূহ

১৮.৪। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু এক-টাকার কম মূল্যমানের ধাতব মুদ্রাসমূহের পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের ৪৫.১৬ কোটি টাকার তুলনায় ১.৯৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭.১৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রশাসন

পরিচালক পর্ষদ পুনর্গঠন

১৯১। ১৯৮৯-৯০ সালে তিন জন নব মনোনীত পরিচালক অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ পুনর্গঠিত হয়। নব মনোনীত পরিচালকগণ হলেন ডঃ একরাম হোসেন, জনাব তাহের উদ্দিন চৌধুরী ও জনাব হারুন-অর-রশিদ খান।

পরিচালক পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি/সমন্বয় কমিটির সভা

১৯২। ১৯৮৯-৯০ সালে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ৬টি, নির্বাহী কমিটির ৭টি এবং সমন্বয় কমিটির ১০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন পদে নিয়োগ

১৯৩। ১৯৮৯-৯০ সালে ব্যাংকের চাকরিতে বিভিন্ন পদে নিয়োগসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

১। সহকারী পরিচালক	৫ জন
২। অফিসার	২৮ জন
৩। মুদ্রা/নোট পরীক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী	৩২ জন
মোটঃ	৬৫ জন

কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা

১৯৪। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ জন হ্রাস পেয়ে ৫,৭৪৯ জনে দাঁড়ায়।

প্রেষণে কর্মরত ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ

১৯৫। আলোচ্য বছরে ব্যাংকের একজন মহাব্যবস্থাপক বাহরাইন মনিটারী এজেন্সীতে এবং একজন উপ-মহাব্যবস্থাপক ওমান সেন্ট্রাল ব্যাংকে প্রেষণে কর্মরত ছিলেন।

১১৬। ১৯৮৯-৯০ সালে ব্যাংকের কম্পিউটার বিভাগ নিম্নলিখিত নতুন পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেঃ

ক) বৈদেশিক ঋণের রিপেমেন্ট সিডিউল তৈরীর সিস্টেম এবং প্রোগ্রামসমূহ তৈরীকরণ ;

খ) নতুন জেলা-ভিত্তিক 'কোড' এবং ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর জেলা-ভিত্তিক পরিসংখ্যানের তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করণ ;

গ) ঋণ ও অনুদান ভিত্তিক আমদানীর প্রোগ্রামসমূহ পুনরায় লিখন ;

ঘ) প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১০০ জন বৃহৎ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ আদায়ের ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত বিবরণীর সিস্টেম ও প্রোগ্রামসমূহ তৈরীকরণ;

ঙ) মতিঝিল অফিসের ক্যাশ বিভাগের হিসাব শাখা ও নিকাশ ঘরের কাজ কম্পিউটারজাতকরণ সম্পর্কিত দু'টি পৃথক সম্ভাব্যতা রিপোর্ট তৈরীকরণ; এবং

চ) ভবিষ্য তহবিলের প্রোগ্রামসমূহ নতুন আংগিকে পুনরায় লিখন।

১১৭। উপরোক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও, ১৯৯০-৯১ অর্থ বছর থেকে হারমোনাইজড্ কোড ভিত্তিক আমদানী ও রপ্তানী বিবরণী তৈরীর জন্য কয়েকটি প্রাথমিক পদক্ষেপও আলোচ্য বছর হাতে নেয়া হয়।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

১১৮। ১৯৮৯-৯০ সালে ব্যাংকের মোট ৬ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে/সেমিনারে/ সভায় অংশগ্রহণের জন্য বিদেশে পাঠানো হয়।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

১১৯। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোনীত মোট ২১১ জন কর্মকর্তা দেশের বিভিন্ন সংস্থা আয়োজিত বিভিন্ন ধরনের ৫৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন

১২০। ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রায়োগিক জ্ঞানের উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী ১৯৮৯-৯০ সালে ৭টি কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স, ৩টি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স, 'ব্যাংক পরিদর্শন কলাকৌশল' ও 'কৃষি ঋণ পরিদর্শন কলাকৌশল' শীর্ষক ২টি বিশেষ প্রশিক্ষণ

কোর্স এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিপোর্টিং ও অর্থ ও ব্যাংকিং উপাত্ত রিপোর্টিং সম্পর্কিত যথাক্রমে ৬টি ও ৩টি সংক্ষিপ্ত কোর্সসহ বিভিন্ন মেয়াদের মোট ২১টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। উপরোক্ত কোর্সগুলোয় ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের ৫৬৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া, প্রশিক্ষণরত কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভংগি প্রসারের লক্ষ্যে একাডেমী আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (কুমিল্লা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট (জয়দেবপুর), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট (সাভার) এবং নারায়ণগঞ্জে মোট ৫টি শিক্ষা সফরের আয়োজন করে, যাতে মোট ১৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ব্যাংকের প্রকাশনাসমূহ

১৯.১১। ১৯৮৯-৯০ সালে ব্যাংকের বিভিন্ন নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ চালু থাকে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রকাশনা যুগপৎভাবে দ্বি-ভাষিক ভিত্তিতে (বাংলা এবং ইংরেজী) প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

দপ্তর/বাসস্থান সংস্থান ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

১৯.১২। ১৯৮৯-৯০ সালে ব্যাংকের ঢাকাস্থ প্রধান অফিস এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী কেন্দ্রের আঞ্চলিক অফিসসমূহের ভবন নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজসমূহ চালু থাকে। আলোচ্য বছরের শেষ পর্যন্ত প্রধান কার্যালয়ের ২য় উঁচু ভবনের ২১তম তলার কাজ চলছিল। চট্টগ্রামে ব্যাংকের নতুন প্রধান ভবনের কাজ আলোচ্য বছরে সমাপ্ত হয় এবং খুলনা ও রাজশাহী কেন্দ্রে যথাক্রমে ছয় তলা ও তিন তলা অফিস ভবন নির্মাণের কাজ অব্যাহত থাকে। এছাড়া, ঢাকার ফরিদাবাদস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী নিবাসের স্কুল ভবন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ এবং মসজিদ নির্মাণ কাজসহ চট্টগ্রাম, বগুড়া এবং সিলেট কেন্দ্রে অফিস কর্মকর্তা/কর্মচারী নিবাস প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ আলোচ্য বছরে চালু থাকে/হাতে নেয়া হয়।

কল্যাণমূলক কার্যাবলী ও বৃত্তি অনুমোদন

১৯.১৩। ১৯৮৯-৯০ সালের জন্য ব্যাংকের বিভিন্ন অফিসসমূহকে নানাবিধ কল্যাণ ও বিনোদনমূলক কাজের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হিসেবে এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের যোগ্য সন্তানদের বৃত্তি প্রদানের জন্য মোট ৬০.০০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বার্ষিক হিসাব

ইস্যু বিভাগঃ দায় ও সম্পদ

২০১। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন নাগাদ বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যু বিভাগ থেকে মোট ৩,৫৬৬'৭২ কোটি টাকার ব্যাংক নোট ইস্যু করা হয়, ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ইস্যুকৃত ২,৯৩০'৯৩ কোটি টাকার নোটের তুলনায় যা ৬৩৫'৭৯ কোটি টাকা বেশি ছিল। ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে রক্ষিত সম্পদের মধ্যে ছিল ৭০'৯৪ কোটি টাকার সোনা, ২০০'০০ কোটি টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা, ১২'৩৩ কোটি টাকার ধাতব মুদ্রা, ৩৬৪'৩৭ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র এবং ২,৯১৯'০৮ কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিলসমূহ। তুলনামূলকভাবে, ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে সম্পদের মধ্যে ছিল ৬৮'০১ কোটি টাকার সোনা, ২০০'০০ কোটি টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা, ৬'৫৪ কোটি টাকার ধাতব মুদ্রা, ৩৬৭'৩১ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র এবং ২,২৮৯'০৮ কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিলসমূহ।

২০২। ইস্যু বিভাগের ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন তারিখের স্থিতিপত্র ১৪০-১৪১ নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

ব্যাংকিং বিভাগঃ দায় ও সম্পদ

২০৩। ব্যাংকের বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহে* ১৯৮৯-৯০ সালের লেনদেনের জের হিসাবে ০'২৪ কোটি টাকার উপচিতি এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব থেকে ৩৮'০০ কোটি টাকা উপযোজনের ফলে দায়খাতে বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহের স্থিতি* ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের ৩৬৭'২২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ৪০৫'৪৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সরকারী আমানতের পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের ০'৬২ কোটি টাকার তুলনায় ০'০৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ০'৫৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকসমূহের আমানত ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের ১,৯২২'৫৯ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ১৩৫'৮২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২,০৫৮'৪১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য আমানত ৩৬৩'৫৪ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন তারিখে ২,২৪৫'০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ২,৬০৮'৫৪ কোটি টাকা। অন্যান্য দায় ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুন তারিখের ১,১৯৪'৯৮ কোটি টাকা থেকে ১৫৩'৭১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ১,৩৪৮'৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এস, ডি, আর-এর পরিমাণ ৯১'৭৪ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

---

* ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল (ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড) অন্তর্ভুক্ত নয়।

২০৪। ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে ব্যাংকিং বিভাগের সম্পদ খাতে ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত অভ্যন্তরীণ বিলসমূহের স্থিতি ছিল ১৩৯.০০ কোটি টাকা। পুনর্ক্রয় স্কীমের পরিবর্তে রিডিসকাউন্টিং স্কীম প্রবর্তন করার প্রেক্ষিতে এ খাতের স্থিতি 'ডিমান্ড লোন' (Demand Loan) খাতে স্থানান্তর করায় অভ্যন্তরীণ বিল খাতে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে স্থিতি ছিল শূন্য। বাট্টাকৃত সরকারী ট্রেজারী বিলসমূহের স্থিতি ১৮৮.৬১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ৬৮৬.৭১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ৪৯৮.১০ কোটি টাকা। বাংলাদেশের বাইরে রক্ষিত সম্পদের স্থিতি ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুন তারিখের ২,৫৮৭.৩৩ কোটি টাকা থেকে ১,০৪২.১৩ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ১,৫৪৫.২০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য ঋণ ও আগাম (ব্যাংকসমূহ ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেয় ঋণ ও আগাম) ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুন তারিখের ১,০৭০.৯৬ কোটি টাকার তুলনায় ৬৮১.১১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ১,৭৫২.০৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বিনিয়োগ খাতে স্থিতির পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের ৫৯৫.৫৮ কোটি টাকা থেকে ১১৪.২৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ৭০৯.৮৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছর শেষে সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম এর স্থিতি ২০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনে এ খাতে স্থিতি ছিল শূন্য। অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ ১৯৮৯ সালের ৩০শে জুনের ১,৩০০.৪৪ কোটি টাকা থেকে ১৪২.৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ১,৪৪২.৭৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

২০৫। ব্যাংকিং বিভাগের ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের স্থিতিপত্র ১৪২–১৪৩ নম্বর পৃষ্ঠায় দেখা হয়েছে।

লাভ–ক্ষতির তুলনামূলক হিসাব

২০৬। ব্যাংকের ১৯৮৮–৮৯ ও ১৯৮৯–৯০ সালের লাভ–ক্ষতির হিসাবের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৮৮–৮৯	১৯৮৯–৯০	পরিবর্তন
মোট আয়	৫৭২.৩৪	৬৬৬.১৭	+৯৩.৮৩
মোট ব্যয়	৩০৯.৮৫	৩৬৫.২১	+৫৫.৩৬
নীট মুনাফাঃ	**২৬২.৪৯**	**৩০৩.৯৬**	**+৪১.৪৭**

২০৭। উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৮–৮৯ সালের তুলনায় ১৯৮৯–৯০ সালে ব্যাংকের নীট মুনাফা ৪১.৪৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৩.৯৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। আলোচ্য বছরে মোট ব্যয় ৫৫.৩৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ সুদ, বাট্টা ও বিনিময় খাতসমূহ থেকে আয় বৃদ্ধির ফলে মোট আয় ৯৩.৮৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় নীট মুনাফা উপরোক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

২০.৮। উপরে বর্ণিত ৩০৩.৯৬ কোটি টাকা মুনাফা থেকে ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল এবং বিভিন্ন বিধিবদ্ধ তহবিলে (Statutory Funds) মোট ৪০.০০ কোটি টাকা উপযোজন করা হয়; অবশিষ্ট ২৬৩.৯৬ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে প্রদেয়। ব্যাংকের ১৯৮৯-৯০ সালের মুনাফা আবন্টনের বিবরণ ২০.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হলোঃ

সারণী -২০.১

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৮৯-৯০ সালের মুনাফা আবন্টন

বিবরণ/ খাতসমূহ	টাকার পরিমাণ
১। বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহে উপযোজন	
(১) পল্লী ঋণ তহবিল	১৫,০০,০০,০০০.০০
(২) শিল্প ঋণ তহবিল	৪,০০,০০,০০০.০০
(৩) রপ্তানী ঋণ তহবিল	৪,০০,০০,০০০.০০
(৪) কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল	১৫,০০,০০,০০০.০০
	৩৮,০০,০০,০০০.০০
২। ঋণ নিশ্চয়তা তহবিলে স্থানান্তরিত	২,০০,০০,০০০.০০
উপ-সমষ্টি (১+২)ঃ	৪০,০০,০০,০০০.০০
৩। সরকারকে প্রদেয় উদ্বৃত্ত	২৬৩,৯৬,০৩,৪৮৭.৬৩
সর্বমোট টাকা ঃ	৩০৩,৯৬,০৩,৪৮৭.৬৩

২০.৯। বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯০সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বছরের লাভ-ক্ষতির হিসাব ১৪৪-১৪৫ নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ

২০.১০। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২-এর ৬৫(১) ধারা অনুযায়ী সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৮৯-৯০ সালের হিসাব নিরীক্ষণের জন্য দু'টি চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট প্রতিষ্ঠান, যথা মেসার্স আহমদ আহমদ এন্ড কোম্পানী এবং মেসার্স এম, এ, ফজল এন্ড কোম্পানীকে নিয়োগ প্রদান করেন। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বছরে ব্যাংকের স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতির হিসাব সম্পর্কে হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন ১৪৬ নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

প্রশংসা জ্ঞাপন

২০.১১। আলোচ্য বছরে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিশেষ আনুগত্য ও আন্তরিক কর্তব্যপরায়ণতা সহকারে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ এ সম্পর্কে তাঁদের সপ্রশংস উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক

স্থিতিপত্র

ও

লাভ-ক্ষতির হিসাব

(৩০শে জুন, ১৯৯০ তারিখে)

BANGLADESH BANK

BALANCE SHEET

AND

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(AS ON JUNE 30, 1990)

বাংলাদেশ
স্থিতি
ইস্যু

BANGLADESH
BALANCE
ISSUE

দায়
LIABILITIES

বিবরণ Particulars	৩০শে জুন, ১৯৯০ As on June 30, 1990		৩০শে জুন, ১৯৮৯ As on June 30, 1989	
	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA
ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোট Notes held in the Banking Department	45,77,255		67,95,155	
প্রচলিত নোট* Notes in Circulation*	3586,26,48,130		2930,25,29,270	
মোট প্রচলিত নোট* Total Notes Issued		3586,72,25,385		2930,93,24,425
মোট দায় TOTAL LIABILITIES :		3586,72,25,385		2930,93,24,425

* বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোট যা বাজার হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে তৎপরিবর্তে পাকিস্তান সরকার/স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান এর নিকট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী রয়েছে। প্রচলিত নোটের পরিমাণ সম্পর্কে উল্লিখিত বিবৃতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/ বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত দাবী সম্পর্কে কোন প্রতিকুলতা সৃষ্টি করবে না।

* The statement with regard to " Notes in Circulation " is made without prejudice to the claim of the Government of the People's Republic of Bangladesh/ Bangladesh Bank for obtaining value from the Government of Pakistan/State Bank of Pakistan in respect of Pakistan Currency Notes demonetised and withdrawn from circulation.

ব্যাংক পত্র বিভাগ
BANK SHEET DEPARTMENT

সম্পদ
ASSETS

বিবরণ Particulars	৩০শে জুন, ১৯৯০ As on June 30, 1990		৩০শে জুন, ১৯৮৯ As on June 30, 1989	
	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA
ক। স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ পিন্ড A Gold Coin and Bullion	70,94,25,000		68,00,53,000	
রৌপ্য পিন্ড Silver Bullion	Nil		Nil	
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস, ডি, আর Special Drawing Rights held with the International Monetary Fund	Nil		Nil	
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা Approved Foreign Exchange	200,00,00,000	270,94,25,000	200,00,00,000	268,00,53,000
খ। টাকা মুদ্রা B. Taka Coin	12,22,64,094		6,53,66,534	
বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র** Government of Bangladesh Securities**	364,37,06,086		367,00,74,686	
অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিল Internal Bills of Exchange and other Commercial Papers	2919,18,30,205	3295,78,00,385	2289,38,30,205	2662,92,71,425
মোট সম্পদ TOTAL ASSETS:		3566,72,25,385		2930,93,24,425

** পাকিস্তানী নোটের পরিবর্তে বাংলাদেশী নোট ইস্যু করার জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ এডহক ট্রেজারী বিল এর অন্তর্ভুক্ত।

** Includes Special Ad-hoc Treasury Bills issued for providing assets against issue of Bangladesh Notes in replacement of Pakistani Notes.

দায়
LIABILITIES

বিবরণ Particulars	৩০শে জুন, ১৯৯০ As on June 30, 1990		৩০শে জুন, ১৯৮৯ As on June 30, 1989	
	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA
পরিশোধিত মূলধন Capital Paid up		3,00,00,000		3,00,00,000
সংরক্ষিত তহবিল Reserve Fund		3,00,00,000		3,00,00,000
পল্লী ঋণ তহবিল Rural Credit Fund		148,51,01,750		133,21,91,250
শিল্প ঋণ তহবিল Industrial Credit Fund		47,94,72,700		44,00,00,000
রপ্তানী ঋণ তহবিল Export Credit Fund		49,00,00,000		45,00,00,000
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল Agricultural Credit Stabilisation Fund		180,00,00,000		145,00,00,000
আমানতঃ Deposits:				
ক) সরকার a) Government	55,93,984		62,03,082	
খ) ব্যাংক b) Banks	2058,40,87,980		1922,59,03,192	
গ) অন্যান্য c) Others	2245,00,23,560	4303,97,04,524	2609,53,58,538	4531,74,64,812
এস, ডি, আর এর বরাদ্দ Allocation of Special Drawing Rights		91,74,31,206		91,74,31,206
দেয় বিল Bills Payable		48,26,618		38,90,453
অন্যান্য দায় Other Liabilities		1346,88,70,177		1164,05,29,317
মোট দায় **TOTAL LIABILITIES :**		**6156,34,05,975**		**6192,08,16,038**

বিভাগ
DEPARTMENT

সম্পদ
ASSETS

বিবরণ Particulars	৩০শে জুন, ১৯৯০ As on June 30, 1990		৩০শে জুন, ১৯৮৯ As on June 30, 1989	
	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA
নোট Note		45,77,253		67,85,155
টাকা মুদ্রা Taka Coin		212		254
সম্পূরক মুদ্রা Subsidiary Coin		116		173
ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিল Bills Purchased and Discounted				
ক) অভ্যন্তরীণ a. Internal	Nil		139,00,00,000	
খ) বৈদেশিক b. External	Nil		Nil	
গ) সরকারী ট্রেজারি বিল c. Government Treasury Bills	686,00,60,423	686,00,60,423	436,10,28,672	837,10,28,672
বাংলাদেশের বাইরে রক্ষিত স্থিতি* Balances held outside Bangladesh*		1545,20,16,601		2587,32,81,032
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস, ডি, আর Special Drawing Rights held with the International Monetary Fund		Nil		Nil
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম Loans and Advances to Government		20,00,00,000		Nil
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম Other Loans and Advances		1752,36,05,913		1270,85,67,249
বিনিয়োগ Investments		709,89,58,840		505,57,86,840
অন্যান্য সম্পদ Other Assets		1442,74,06,615		1300,43,86,633
মোট সম্পদ TOTAL ASSETS :		6156,34,05,975		6192,08,16,038

* নগদ টাকা ও স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র এর অন্তর্ভুক্ত।

* Includes Cash and Short-term Securities

লাভ-ক্ষতির হিসাব
PROFIT AND LOSS ACCOUNT

	৩০শে জুন, ১৯৯০ As on June 30, 1990 টাকা (Taka)	৩০শে জুন, ১৯৮৯ As on June 30, 1989 টাকা (Taka)
আয়ঃ INCOME :		
সুদ, বাট্টা, বিনিময়, কমিশন ইত্যাদি Interest, Discount, Exchange, Commission etc.	669,17,34,054	572,33,50,112
ব্যয়ঃ EXPENDITURE :		
প্রাতিষ্ঠানিক বেতন ও ভাতাদি Salaries and Allowances	33,23,46,960	29,73,30,949
পরিচালকবৃন্দের ফি ও ভাতাদি Directors' Fees and Expenses	25,057	33,478
নিরীক্ষকদের ফি Auditors' Fees	86,584	57,722
ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.	2,97,10,213	2,53,16,562
আইন খরচ Law Charges	3,80,033	2,78,148
ডাক ও তার খরচ Postage and Telegram Charges	30,42,177	25,50,047
খাজানা প্রেরণ খরচ Remittance of Treasure	51,28,557	52,93,002
মুদ্রণ ও লেখ-সামগ্রী Printing and Stationeries	1,38,46,726	1,15,56,337
সিকিউরিটি প্রিন্টিং (চেক, নোট-ফরম, ইত্যাদি) Security Printing (Cheques, Note Forms, etc.)	7,74,66,307	10,13,86,449
ব্যাংক সম্পদের অবচয় Depreciation on Bank's Property	3,57,23,405	3,02,57,402
ব্যাংক সম্পদের মেরামত Repairs to Bank's Property	1,35,78,868	1,33,34,809
এজেন্সী খরচ Agency Charges	3,89,80,165	7,37,06,574
আই, এম, এফ, খরচ I. M. F. Charges	160,93,34,840	148,30,69,804
সুদ ভর্তুকী (ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত) Interest Subsidy to Banks and Financial Institutions	9,29,10,821	8,76,12,022
আমানতের উপর সুদ Interest on Deposits	119,96,32,688	90,69,70,316
কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের উপর সুদ Interest on Staff Provident Fund	4,06,21,617	3,62,24,962
সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের উপর সুদ Interest on General Provident Fund	52,88,251	49,54,190
এ, সি, ইউ, লেনদেনের উপর সুদ Interest on ACU Transactions	6,29,34,780	3,82,54,460
বিবিধ খরচ Miscellaneous Expenses	9,06,22,718	8,63,22,526
প্রকৃত লাভ : Net Profit :	303,98,03,488	262,46,68,474
মোট টাকা TOTAL TAKA :	669,17,34,054	572,33,50,112

লাভ-ক্ষতির হিসাব
PROFIT AND LOSS ACCOUNT

	৩০শে জুন, ১৯৯০ As on June 30, 1990 টাকা (Taka)	৩০শে জুন, ১৯৮৯ As on June 30, 1989 টাকা (Taka)
লাভ আবণ্টনঃ APPROPRIATION OF PROFITS :		
সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরিত Amount transferred to Reserve Fund	Nil	Nil
পল্লী ঋণ তহবিলে স্থানান্তরিত Amount transferred to Rural Credit Fund	15,00,00,000	15,00,00,000
শিল্প ঋণ তহবিলে স্থানান্তরিত Amount transferred to Industrial Credit Fund	4,00,00,000	4,00,00,000
রপ্তানী ঋণ তহবিলে স্থানান্তরিত Amount transferred to Export Credit Fund	4,00,00,000	4,00,00,000
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিলে স্থানান্তরিত Amount transferred to Agricultural Credit Stabilisation Fund	15,00,00,000	15,00,00,000
ঋণ নিশ্চয়তা তহবিলে স্থানান্তরিত Amount transferred to Credit Guarantee Fund	2,00,00,000	2,00,00,000
সরকারকে প্রদেয় উদ্বৃত্ত Surplus Payable to Government	253,96,03,488	222,48,68,474
স্থিতি Balance	Nil	Nil
মোট টাকা TOTAL TAKA :	303,96,03,488	262,48,68,474

সংরক্ষিত তহবিলের হিসাব RESERVE FUND ACCOUNT:		
৩০শে জুন, ১৯৮৯ সালের স্থিতি Balances as on June 30, 1989	3,00,00,000	3,00,00,000
লাভ-ক্ষতি হিসাব হতে স্থানান্তর By transfer from Profit and Loss A/C	Nil	Nil
মোট টাকা TOTAL TAKA :	3,00,00,000	3,00,00,000

আশরাফ উল্লাহ মহাব্যবস্থাপক (হিসাব) ASHRAF ULLAH General Manager (Accounts)	মাহবুবুর রহমান খান ডেপুটি গভর্নর MAHBUBUR RAHMAN KHAN Deputy Governor	শেগুফতা বখ্ত চৌধুরী গভর্নর S. B. CHAUDHURI Governor

হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমীপে,

আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয় এবং অন্যান্য সাতটি শাখা অফিসে রক্ষিত হিসাবের বই ও নথিপত্রের সংগে ১৯৯০ সনের ৩০শে জুন তারিখে প্রস্তুত ইস্যু বিভাগ ও ব্যাংকিং বিভাগের উপরোক্ত স্থিতিপত্রদ্বয় এবং উক্ত তারিখে সমাপ্ত বৎসরের উপরোক্ত লাভ–ক্ষতির হিসাব পরীক্ষা করিয়াছি। এই পরীক্ষা কাজ সম্পাদনের ফলে আমরা যে সব তথ্য ও ব্যাখ্যা দরকার মনে করিয়াছি তাহা আমরা সম্পূর্ণ এবং সন্তোষজনকভাবে পাইয়াছি। আমাদের মতে, স্থিতিপত্রদ্বয়ে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং এইগুলি পূর্ণাংগ ও যথাযথভাবে প্রস্তুত স্থিতিপত্র। আমাদিগকে প্রদত্ত তথ্য, ব্যাখ্যা এবং হিসাবের বই অনুসারে এই স্থিতিপত্রদ্বয় ১৯৯০ সনের ৩০শে জুন তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিষয়াদি সত্য এবং সঠিকভাবে প্রদর্শন করে।

ঢাকা	আহমেদ আহমদ এন্ড কোং	এম, এ, ফজল এন্ড কোং
১৯শে আগষ্ট, ১৯৯০ইং	চার্টার্ড একাউন্টেন্টস	চার্টার্ড একাউন্টেন্টস

REPORT OF THE AUDITORS

To
The Government of the People's
Republic of Bangladesh,

We have examined the two Balance Sheets (Issue Department and Banking Department) of the Bangladesh Bank as at 30th June, 1990 and the Profit & Loss Account of the Bank for the year ended on that date with the books of account and records maintained by the Bank's Head Office and other seven branches. We report that we have obtained all the information and explanations we required and such information and explanations have been given satisfactorily. In our opinion, the Balance Sheets are full and fair Balance Sheets containing the prescribed particulars and are properly drawn up so as to exhibit true and correct view of the state of the Bank's affairs according to the information and explanations given to us and as shown by the books of accounts maintained at the Bank's Head Office and Branch Offices.

Dhaka	Ahmad Ahmad & Co.	M. A. Fazal & Co.
19th August, 1990	Chartered Accountants	Chartered Accountants

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশ ঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান

APPENDICES

BANGLADESH : SOME SELECTED STATISTICS

বাংলাদেশ ঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান
BANGLADESH : SOME SELECTED STATISTICS

আয়তন ও জনসংখ্যা
AREA AND POPULATION

সারণী–১
TABLE- I

১।	আয়তন Area		143998 km^2
		1988-89	1989-90
২।	জনসংখ্যা Population	109.10 million	111.71 million
৩।	জনসংখ্যার ঘনত্ব Density of Population		
	ক) মোট আয়তনের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে Per km^2 of total Land Area	758	776
	খ) চাষযোগ্য জমির প্রতি বর্গ কিলোমিটারে Per km^2 of cultivable Land	887	908

সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
Source : Bangladesh Bureau of Statistics.

জাতীয় আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ
NATIONAL INCOME, INVESTMENT AND SAVINGS

সারণী-২
TABLE-II

(কোটি টাকার অংকে)
(Taka in crores)

	দফা/খাতসমূহ Items/Sectors	১৯৮৮-৮৯ 1988-89	শতকরা পরিবর্তন % Change	১৯৮৯-৯০ আনুমানিক 1989-90 (Estimated)	শতকরা পরিবর্তন % Change
১।	জিডিপি (১৯৮৪-৮৫ স্থির উপাদান খরচে) GDP(at constant 1984-85 factor cost)	44,325	+2.25	46,915	+5.84
২।	জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে) GDP (at current market prices)	65,640	+10.43	74,401	+13.35
৩।	মাথাপিছু জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে টাকায়) Per Capita GDP(in Taka at current prices)	5,940	+7.83	6,584	+10.84
৪।	মোট বিনিয়োগ (চলতি বাজার মূল্যে) Gross Investment (at current prices)	7,039 10.72*	+13.81	9,176 12.33*	+30.36
৫।	মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (চলতি বাজার মূল্যে) Gross Domestic Savings (at current prices)	1,662 2.53**	-39.3	2,651 3.56**	+59.51
৬।	জিডিপি'র খাতওয়ারী বিভাজন (১৯৮৪-৮৫ স্থির উপাদান খরচে) Sectoral Break up of GDP (at constant 1984-85 factor cost)		% Share of GDP		% Share of GDP
	ক) কৃষি Agriculture	17,396	39.25 (-0.02)	18,370	39.16 (+5.60)
	খ) শিল্প Industry	3,971	8.96 (+2.20)	4,303	9.17 (+8.36)
	গ) নির্মাণ Construction	2,388	5.39 (+5.85)	2,604	5.55 (+9.04)
	ঘ) বিদ্যুৎ ও গ্যাস Power and Gas	440	0.99 (+25.84)	513	1.09 (+16.65)
	ঙ) অন্যান্য Others	20,130	45.41 (+3.44)	21,125	45.03 (+4.94)
	মোট : Total :	44,325	100.00	46,915	100.00

* জিডিপি'র (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ভাগ হিসেবে মোট বিনিয়োগ।
* Gross investment as percentage of GDP at current market prices.
** জিডিপি'র (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ভাগ হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়।
** Gross domestic savings as percentage of GDP at current market prices.

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার নির্দেশক।
Note: Figures in brackets indicate sectoral growth rates.

সূত্রঃ পরিকল্পনা কমিশন।
Source: Planning Commission.

সরকারী অর্থসংস্থান এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)
GOVERNMENT FINANCE AND ANNUAL DEVELOPMENT PROGRAMME (ADP)

(কোটি টাকার অংকে)
(Taka in crores)

লক্ষ্য/ খাতসমূহ Items/Sectors	১৯৮৮-৮৯ 1988-89	শতকরা ভাগ হিসাবে %	১৯৮৯-৯০ 1989-90	শতকরা ভাগ হিসাবে %
১। রাজস্ব আয় ঃ Revenue Receipts :	6172.10	100	6778.22	100
ক) কর Tax	5282.10	86	5781.36	85
খ) কর বহির্ভূত Non-Tax	890.00	14	996.86	15
২। রাজস্ব ব্যয় Revenue Expenditure	5250.00	85	6740.00	99.4
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত(+) Revenue Surplus (+)	922.10	15	38.22	0.6
রাজস্ব ঘাটতি (-) Revenue Deficit (-)				
৪। মূলধন প্রাপ্তি ঃ Capital Receipts :	5654.64	100	5076.46	100
ক) মূলধন ব্যয় Capital Expenditures	1105.74	20	1030.37	17
খ) মূলধন উদ্বৃত্ত Capital Surplus	4548.90	80	5046.09	83
৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিমাণঃ Size of ADP :	5315.00	100	5102.76	100
ক) অভ্যন্তরীণ Domestic	761.00	14	- 610.04	- 12
খ) বৈদেশিক Foreign	4554.00	86	5030.00	99
গ) অতিরিক্ত সম্পদ Additional Resources			682.80	13

সূত্রঃ সংক্ষিপ্ত বাজেট বিবরণী ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১, অর্থ মন্ত্রণালয়।
Source: Budget Summary Statements of 1989-90 and 1990-91, Ministry of Finance.

সারণী – ৪
TABLE-IV

মুদ্রা, ঋণ এবং মূল্য সূচক
MONEY, CREDIT AND PRICE INDEX

(কোটি টাকার অংকে)
(Taka in crores)

দফাসমূহ Heads	১৯৮৮–৮৯ 1988-89	১৯৮৯–৯০ 1989-90
১। ব্রড মানি (এম২) Broad Money (M_2)	19078.10 (+16.27)	22297.60 (+16.88)
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ঃ Total Domestic Credit :	19366.30 (+13.14)	23032.80 (+18.93)
ক) সরকারী খাত (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ) Government Sector (Including Public Sector)	6006.60 (-2.50)	7028.30 (+17.01)
খ) সরকারী খাত Government Sector	1372.90 (-24.57)	2016.70 (+46.89)
গ) রাষ্ট্রায়ত্ব খাত Public Sector	4633.70 (+6.28)	5011.60 (+8.16)
ঘ) বেসরকারী খাত Private Sector	13359.70 (+22.61)	16004.50 (+19.80)
৩। জিডিপি'র (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা হিসাবে ব্রডমানি Broad Money as %of GDP(At Current Market Prices)	36.13	20.97
৪। ঢাকা মহানগরীর মধ্য আয়ের পরিবারসমূহের ভোক্তা–মূল্যের সাধারণ সূচক (বারো মাসের গড়) Consumer Price Index for Dhaka Middle Income Families (Twelve Month Average)	578.59 (+8.00)	632.74 (+9.30)

নোটঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।
Note : Figures in brackets indicate annual percentage changes.

সূত্র(Sources)ঃ

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank) ।
(২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics) ।
(৩) পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) ।

সারণী-৫
TABLE-V

রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উপাদানসমূহ
RESERVE MONEY AND ITS COMPONENTS

(কোটি টাকার অংকে)
(Taka incrores)

সময় জুন শেষে Period End June	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা Currency Outside Banks	তফসিলী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সিন্দুকে নগদ জমা Cash in Tills of the Scheduled Banks	তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা Balences of the Scheduled Banks with Bangladesh Bank @	অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশব্যাংকে জমা Deposits of other Financial Institutions with Bangladesh Bank	রিজার্ভ মুদ্রা Reserve Money (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
১৯৭৩-৭৪ 1973-74	331.10	21.10	72.20	0.20	424.60
১৯৭৪-৭৫ 1974-75	290.20	26.60	92.50	0.10	409.40
১৯৭৫-৭৬ 1975-76	329.80	34.30	98.00	0.10	462.20
১৯৭৬-৭৭ 1976-77	356.30	65.50	124.40	0.20	546.40
১৯৭৭-৭৮ 1977-78	504.30	66.40	115.80	0.30	686.80
১৯৭৮-৭৯ 1978-79	613.30	80.00	162.80	0.10	856.20
১৯৭৯-৮০ 1979-80	693.40	103.20	247.00	0.20	1043.80
১৯৮০-৮১ 1980-81	914.80	126.20	294.10	0.20	1335.30
১৯৮১-৮২ 1981-82	877.50	135.60	267.20	0.10	1280.40
১৯৮২-৮৩ 1982-83	1138.60	146.50	338.70	0.70	1624.50
১৯৮৩-৮৪ 1983-84	1556.30	235.50	443.90	0.20	2235.90
১৯৮৪-৮৫ 1984-85	1722.90	275.70	676.70	0.20	2675.50
১৯৮৫-৮৬ 1985-86	1953.10	338.40	979.50	0.50	3271.50
১৯৮৬-৮৭ 1986-87	2075.60	361.30	1303.22	1.68	3741.80
১৯৮৭-৮৮ 1987-88	2415.00	402.30	2240.20	Nil	5057.50
১৯৮৮-৮৯ 1988-89	2615.60	432.50	2420.70	Nil	5468.80
১৯৮৯-৯০ 1989-90	3188.30	506.00	2623.00	Nil	6317.30

@ ওয়েজ আর্নার্স ফান্ড ক্লিয়ারিং একাউন্টে জমাসহ।
Include Deposits under Wage Earners' Fund Clearing Account

রিজার্ভ মুদ্রার উৎসসমূহ
SOURCES OF RESERVE MONEY

(কোটি টাকার অংকে)
(Taka in crores)

সময় জুন শেষে Period End-June	বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা Bangladesh Bank's Claim on সরকার Govern-ment	 তফসিলী ব্যাংকসমূহ Scheduled Banks	 অন্যান্য অফিস ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান Other Official Entities and Financial Institutions	নীট বৈদেশিক সম্পদ Net Foreign Assets	অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট) Other Asset (Net)	রিজার্ভ মুদ্রা (২+৩+৪+৫+৬) Reserve Money (2+3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
১৯৭৩-৭৪ 1973-74	403.20	99.70	30.60	−39.70	−69.20	424.60
১৯৭৪-৭৫ 1974-75	456.60	111.40	31.90	104.80	−295.30	409.40
১৯৭৫-৭৬ 1975-76	723.70	101.00	30.60	−85.90	−305.10	462.20
১৯৭৬-৭৭ 1976-77	636.30	121.30	30.50	62.40	−304.10	546.40
১৯৭৭-৭৮ 1977-78	766.20	231.30	35.60	−34.70	−311.60	686.80
১৯৭৮-৭৯ 1978-79	734.40	373.60	90.90	90.20	−432.90	856.20
১৯৭৯-৮০ 1979-80	953.80	709.40	181.60	−201.10	−599.90	1043.80
১৯৮০-৮১ 1980-81	1477.90	912.30	242.70	−622.20	−675.40	1335.30
১৯৮১-৮২ 1981-82	1581.10	1335.60	309.70	−1359.60	−586.40	1280.40
১৯৮২-৮৩ 1982-83	1420.80	1251.00	365.60	−752.70	−860.40	1624.50
১৯৮৩-৮৪ 1983-84	1351.60	1377.30	529.50	−214.70	−807.90	2235.90
১৯৮৪-৮৫ 1984-85	1424.60	2167.50	677.40	−352.60	−1241.40	2675.50
১৯৮৫-৮৬ 1985-86	1789.50	2443.60	870.60	−420.90	−1411.50	3271.50
১৯৮৬-৮৭ 1986-87	1963.60	2134.30	854.60	−76.40	−1134.30	3741.50
১৯৮৭-৮৮ 1987-88	2246.20	2552.80	874.40	534.70	−1149.60	5057.50
১৯৮৮-৮৯* 1988-89*	986.00	3136.40	933.80	456.20	−43.60	5468.80
১৯৮৯-৯০* 1989-90*	1678.30	3921.00	925.10	−264.90	54.80	6317.30

* পুনর্বিন্যস্ত শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত
Prepared on the basis of changed classification

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতি (জুন শেষের অবস্থা)

সারণী-৭
TABLE-VII

OUTSTANDING REFINANCE OF SCHEDULED BANKS WITH THE BANGLADESH BANK (END-JUNE POSITION)

(কোটি টাকার অংকে)
(Taka in crores)

খাতসমূহ Sectors	১৯৮৩ 1983	১৯৮৪ 1984	১৯৮৫ 1985	১৯৮৬ 1986	১৯৮৭ 1987	১৯৮৮ 1988	১৯৮৯ 1989	১৯৯০ 1990
কৃষি Agriculture	705.53	828.28	1402.53	1370.86	1201.71	1449.40	1914.73	Nil
পাট Jute	100.00	150.00	170.00	560.00	620.00	620.00	703.88	Nil
খাদ্যশস্য Foodgrains	40.00	80.00	80.00	10.00	—	40.00	50.00	Nil
আমদানী Imports	30.00	50.00	60.00	—	—	—	—	—
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ Internal Procurement	10.00	10.00	20.00	10.00	—	40.00	50.00	Nil
পেট্রোলিয়াম Petroleum	240.00	70.00	20.00	20.00	—	—	—	—
সার Fertilizers	40.00	10.00	20.00	80.00	20.00	70.00	88.90	Nil
বস্ত্র Textile	40.00	—	—	—	—	—	—	—
রপ্তানী বিল Export bills	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	22.49	Nil
অন্যান্য পুনঃঅর্থসংস্থান Other Refinances	80.00	100.00	110.00	150.00	140.00	240.00	270.00	Nil
মোট Total :	1315.53	1388.28	1892.53	2220.86	1991.71	2479.40	3050.00	Nil

সরকারী এবং বেসরকারী খাতে আমানতসমূহ সারণী– ৮
DEPOSITS OF PUBLIC AND PRIVATE SECTORS TABLE-VIII

(কোটি টাকার অংকে)
(Taka in crores)

সময় Period	তলবী আমানত Demand Deposits			মেয়াদী আমানত Time Deposits		
	সরকারী* Public*	বেসরকারী Private	মোট Total	সরকারী* Public*	বেসরকারী Private	মোট Total
জুন,১৯৮৩ June,1983	509.4 (31.48)	1108.8 (68.52)	1618.2	1120.0 (33.64)	2209.8 (66.36)	3329.8
জুন, ১৯৮৪ June,1984	645.0 (29.74)	1524.0 (70.26)	2169.0	1731.6 (35.21)	3186.5 (64.79)	4918.1
জুন, ১৯৮৫ June, 1985	748.9 (27.64)	1960.2 (72.36)	2709.1	2232.9 (34.73)	4197.0 (65.27)	6429.9
জুন, ১৯৮৬ June,1986	853.7 (26.10)	2417.6 (73.90)	3271.3	2350.5 (31.22)	5177.9 (68.78)	7528.4
জুন, ১৯৮৭ June, 1987	1000.8 (28.42)	2521.1 (71.58)	3521.9	2853.6 (30.74)	6428.8 (69.26)	9282.4
জুন, ১৯৮৮ June, 1988	987.4 (31.44)	2152.7 (68.56)	3140.1	2983.8 (24.86)	9020.0 (75.14)	12003.8
জুন, ১৯৮৯ June, 1989	833.0 (25.50)	2433.9 (74.50)	3266.9	3924.4 (26.89)	10668.8 (73.1)	14593.2
জুন, ১৯৯০ June, 1990	880.1 (23.93)	2797.4 (76.07)	3677.5	4038.5 (24.03)	12765.2 (75.97)	16803.7

* সরকারের আমানতসহ।
Include Deposits of the Government

নোটঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ মোট আমানতের শতকরা হার নির্দেশক।
Note: Figures in the parentheses represent percentage of total deposits.

তফসিলী ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক অবস্থা
COMPARATIVE POSITION OF SCHEDULED BANKS

(কোটি টাকার অংকে)
(Taka in crores)

বিবরণ Particulars	তারিখ As on ৩০-৬-৮৯ 30.6.89	 ৩০-৬-৯০ 30.6.90
১। ব্যাংকে আমানত (আন্তঃ–ব্যাংক বিষয়াদি ব্যতীত) Bank Deposits (Excluding inter-bank items)	16,463.90	19,110.80
ক) তলবী আমানত Demand Deposits	2,845.10	3,180.40
খ) মেয়াদী আমানত Time Deposits	13,617.40	15,928.90
গ) নিয়ন্ত্রিত আমানত Restricted Deposits	1.40	1.50
২। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ধার Borrowings from Bangladesh Bank	3,254.40	4,117.70
৩। সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল Cash in Tills	432.50	506.00
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত জমা Balances with the Bangladesh Bank	1,950.10	2,126.90
৫। বাংলাদেশে অন্যান্য ব্যাংকের চলতি হিসাবে রক্ষিত জমা Balances with other Bank in Bangladesh in Current Account	555.10	350.20
৬। চাহিবামাত্র স্বল্প নোটিশে ফেরতযোগ্য অর্থ Money at Call and Short Notice in Bangladesh	345.40	292.70
৭। তফসিলী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ Scheduled Bank s' Investment	2,346.30	2,208.20
ক) সরকারের ঋণপত্র Government Securities	1,340.60	1,260.30
খ) অন্যান্য Others	1,005.70	947.90
৮। ব্যাংক ঋণ (আন্তঃ ব্যাংক বিষয়াদি ব্যতীত) Bank Credit (Excluding Inter-Bank items)	16,395.10	19,588.10
ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত অগ্রিম Advances in Bangladesh	15,918.10	19,041.60
খ) ক্রয়কৃত এবং বাট্টাকৃত (বাংলাদেশ) অভ্যন্তরীণ বিল Inland bills Purchased and Discounted in Bangladesh	477.00	546.50
৯। ঋণ/আমানত অনুপাত (কৃষি ব্যাংক/ আর, কে,ইউ, বি এবং বি, এস, বি বাদে) Credit/ Deposits Ratio (Excluding the BKB, the RKUB and the B S B)	0.75	0.80

সারণী – ১০
TABLE - X

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ক। ব্যাংক রেট এবং তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগাম /ঋণের উপর সুদের হার
A. Bank Rate and Scheduled Banks Interest Rates on Deposits and Loans/ Advances

(বার্ষিক শতকরা হারে)
(Percent per annum)

তথ্যাবলী Particulars		১লা মে ১৯৭৭ থেকে ১৫ই অক্টোবর ১৯৮০ পর্যন্ত May 1,1977 to Oct.15, 1980	১৬ই অক্টোবর ১৯৮০ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৪ পর্যন্ত October 16, 1980 to Dec 31,1984	১লা জানুয়ারী ১৯৮৫ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ পর্যন্ত January 1, 1985 to Sept. 15,1985	১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ থেকে ৩০শে জুন ১৯৮৬ পর্যন্ত Sept.16, 1985 to June 30, 1986	১লা জুলাই ১৯৮৬ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৮৭ পর্যন্ত July 1, 1986 to June 30 1987	১লা জুলাই ১৯৮৭ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৯ পর্যন্ত July1, 1987 to Dec.31,1989
1		2	3	4	5	6	7
১।	ব্যাংক রেট: (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ/ বাট্টার হার)						
1.	Bank Rate: (Bangladesh Bank's lending /discount rate)	8.0	10.5	11.0	11.25	10.75	10.75
২।	তফসিলী ব্যাংকসমূহে রক্ষিত আমানতের উপর সুদের হারঃ						
2.	Scheduled Bank s' Interest Rates on Deposit :						
ক)	বিশেষ নোটিশ হিসাব (অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আমানত উঠানো যায় এমন হিসাব)						
a)	Call Deposits and Special Notice Accounts i.e. deposits withdrawable at notice	4.0-4.25	4.5*	4.5	4.5	4.5	4.5

*২রা ডিসেম্বর ১৯৮২ থেকে তলবী আমানতের জন্য কোন সুদ দেয়া হয় না।
* No interest on call deposits effective from December 2, 1982.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ক। ব্যাংক রেট এবং তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত ও অগ্রিম /ঋণের উপর সুদের হার
A. Bank Rate and Scheduled Banks' Interest Rates on Deposits and Loans/ Advances

(বার্ষিক শতকরা হারে)
(Percent per annum)

1	2	3	4	5	6	7
(খ) সঞ্চয়ী হিসাব Savings Bank Accounts :						
(অ) চেক সুবিধাসহ i) With Chequing facilities	6.0 (upto July 31,1977 and 4.5 from Aug. 1,1977)	a) 8.5 b) 9.5**	a) 8.5 b) 10.5@	a) 8.5 b) 10.5@	a) 8.5 b) 10.5@	9.0 10.0

** ১লা জুলাই ১৯৮৪ থেকে গ্রামীণ এলাকায় কেবলমাত্র ব্যক্তিগত হিসাবের ক্ষেত্রে।
@ ১লা জানুয়ারী ১৯৮৫ থেকে গ্রামীণ এলাকায় কেবলমাত্র ব্যক্তিগত হিসাবের ক্ষেত্রে।
** In rural areas for accounts of individuals only with effect from July1, 1984.
@ In rural areas for accounts of individuals only effective from January 1,1985.

1	2	3	4	5	6	7
(আ) চেক সুবিধা ব্যতীত ii) Without chequing facilities	a) 7.00 b) 7.75+	10.0	a)10.0 b)10.0++	a)10.0 b)11.0++	a) 10.0 b) 11.0++	+++ +++

\+ ১লা অক্টোবর ১৯৭৮ থেকে গ্রামীণ এলাকায় কেবলমাত্র ব্যক্তিগত হিসাবের ক্ষেত্রে।
++ ১লা জানুয়ারী ১৯৮৫ থেকে গ্রামীণ এলাকায় কেবলমাত্র ব্যক্তিগত হিসাবের ক্ষেত্রে।
+++ ১লা জুলাই ১৯৮৭ থেকে অবলুপ্ত ।

\+ In rural areas for accounts of individuals only with effect from October1, 1978.
++ In rural areas for accounts of individuals only effective from January 1,1985.
+++ Abolished since July 1, 1987.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ক। ব্যাংক রেট এবং তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগাম/ঋণের উপর সুদের হার
A. Bank Rate and Scheduled Banks' Interest Rates on Deposits and Loans/ Advances

(বার্ষিক শতকরা হারে)
(Percent per annum)

1	2	3	4	5	6	7
গ) স্থায়ী (মেয়াদী) আমানত C. Fixed (or term) Deposits :						
(অ) ৩মাস বা তদুর্ধ্ব কিন্তু ৬মাসের কম সময়ের জন্য i) For 3 months and over but less than 6 months	a) 7.0 b) 8.5*	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

* ১লা অক্টোবর ১৯৭৮ থেকে গ্রামীণ এলাকায় কেবলমাত্র ব্যক্তিগত হিসাবের ক্ষেত্রে।
* In rural areas for accounts of individuals only with effect from October 1,1978.

1	2	3	4	5	6	7
(আ) ৬মাস বা তদুর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম সময়ের জন্য ii) For 6 months and over but less than 1year	a) 7.5 b) 9.0**	13.0	13.0	13.0	12.5 (Effective from Jan.17, 1987)	12.5

** গ্রামীণ এলাকায় কেবলমাত্র ব্যক্তিগত হিসাবের ক্ষেত্রে ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ পর্যন্ত ৮.৫% ছিল, যা ১লা অক্টোবর, ১৯৭৮ থেকে বৃদ্ধি করে ৯.০% করা হয়।
** In rural areas for accounts of individuals only the rate was 8.5% during December 15,1977 to September 30, 1978 which was raised to 9.0% effective from October 1, 1978.

1	2	3	4	5	6	7
(ই) ১ বছর বা তদুর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম সময়ের জন্য iii) 1 year and over but less than 2 years	a) 8.25 b) 9.25*	14.0	14.0	14.0	13.25 (Effective from Jan. 17,1987)	13.25

* ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৭ থেকে গ্রামীণ এলাকায় কেবলমাত্র ব্যক্তিগত হিসাবের ক্ষেত্রে।
*In rural areas for accounts of individuals only with effect from Dec 15, 1977

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ক। ব্যাংক রেট এবং তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগামের /ঋণের উপর সুদের হার
A. Bank Rate and Scheduled Banks' Interest Rates on Deposits and Loans/ Advances

(বার্ষিক শতকরা হারে)
(Percent per annum)

1	2	3	4	5	6	7
(ঙ) ২ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম সময়ের জন্য iv) For 2 years and over but less than 3 years	9.25	14.5	14.5	14.5	13.75 (Effective from Jan. 17,1987)	13.75
(চ) ৩ বছরের অধিক সময়ের জন্য v) For 3 years and over	10.25	15.0	14.0	15.0	14.25 (Effective from Jan. 17, 1987)	14.25
ঘ) চলতি হিসাব d) Current Account	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
ঙ) সার্টিফিকেট অব ডিপোজিট e) Certificate of Deposits						7.0-13.0
৩। তফসিলী ব্যাংকসমূহের ঋণ ও আগামের উপর সুদের হার: Scheduled Banks' Interest Rates on Loans and Advances:						
ক) প্রচলিত পণ্যের জন্য রপ্তানী ঋণ অর্থাৎ পাট, পাটজাত দ্রব্য এবং খোলা চায়ের ক্ষেত্রে a. Export credit for traditional items, i.e. Jute, Jute goods and loose tea	10.5	12.0*	12.0	12.0	9.0	9.0

* ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ব্যবসা–বাণিজ্যসহ পাটের সকল প্রকার অগ্রিমের জন্য এ হার ছিল ১২%, কিন্তু ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ থেকে এ হার ১৫% করা হয়। পাটের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উক্ত হার ৩০শে জুন, ১৯৮৬ পর্যন্ত ১২% এ অপরিবর্তিত থাকে।

* For all advances against (Jute including those relating to internal trade) rate of interest was 12.0% up to Dec. 25, 1981. Since then it is 12.0% for external trade upto June 30, 1986 and 15.0% for internal trade.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ক। ব্যাংক রেট এবং তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগামের/ঋণের উপর সুদের হার

A. Bank Rate and Scheduled Banks' Interest Rates on Deposits and Loans/ Advances

(বার্ষিক শতকরা হারে)
(Percent per annum)

1	2	3	4	5	6	7
খ) অপ্রচলিত পণ্যের জন্য রপ্তানী ঋণ (প্যাকেট চা এবং জুট কার্পেটসহ) b. Export credit for non-traditional items including packet tea and jute carpet	10.5	9.0**	9.0	9.0	9.0	9.0

** ১৮ই অক্টোবর, ১৯৮০ থেকে ৪ঠা জুলাই, ১৯৮২ পর্যন্ত এ হার ছিল ১২%, যা কমিয়ে ৫ই জুলাই, ১৯৮২ থেকে ১১.৫% করা হয় এবং ১লা জুলাই, ১৯৮৩ থেকে এ হার আরও কমিয়ে ৯.০% করা হয়।

** The rate was 12.0% during October 18, 1980 to July 4, 1982 which was reduced to 11.5% effective from July 5, 1982 and further to 9.0% with effect from July 1, 1983.

1	2	3	4	5	6	7
গ) তিনটি অপ্রচলিত পণ্য যথা হালকা প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য, হস্তচালিত তাঁতজাত দ্রব্যের জন্য রপ্তানী ঋণ c. Export credit for 3 non-traditional items, viz, light engineering and electronic goods, handicrafts and hand loom products	10.5	9.0**	7.0 (Effective from July 1, 1985)	7.0	7.0	7.0***

*** ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ তারিখ থেকে খেলনা, লাগেজ ও ফ্যাশন সরঞ্জামাদি, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদির জন্য রপ্তানী ঋণ।

*** Export credit for toys, luggage and fashion items, electronic items and leather goods from September 25, 1988.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ক। ব্যাংক রেট এবং তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগামের/ঋণের উপর সুদের হার
A. Bank Rates and Scheduled Banks' Interest Rates on Deposits and Loans/ Advances

(বার্ষিক শতকরা হারে)
(Percent per annum)

1	2	3	4	5	6	7
ঘ) বন ও মৎস্য সম্পদসহ কৃষি খাতে (সার্ভিস চার্জসহ) d) Agriculture including forestry and fishery (including service charge)		16.0 @	16.0	16.0	16.0	16.0

@ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ পর্যন্ত এ হার ছিল ১২%। কিন্তু ১লা অক্টোবর, ১৯৮৩ থেকে স্বল্প মেয়াদী (১৮মাস পর্যন্ত) ঋণের স্বাভাবিক ১২% সুদের উপর ৪% সার্ভিস চার্জ এবং অন্যান্য মেয়াদী (১৮ মাসের উর্ধ্বে) ঋণের স্বাভাবিক ১৩% সুদের উপর ৩% সার্ভিস চার্জ আরোপ করা হয়।

@ The rate was 12.0% upto September 30, 1983. Thereafter service charge at 4.0% over the normal interest of 12% on short-term (upto 18 months) loans and service charge at 3% over normal rate of 13% on other term (more than 18 months) loans are applied with effect from October 1, 1983.

1	2	3	4	5	6	7
ঙ) শিল্প e) Industry	11.0-12.0	14.0[1] (Effective from August 1,1981 the rate was 14.5)	14.5[2]	12.0-14.5[3]	9.0-14.0[4]	9.0-14.0

১ ১লা জুলাই, ১৯৮৩ থেকে রপ্তানীমুখী যাহা বিশেষভিত্তিক ইউনিট এবং রপ্তানীমুখী শিল্পসমূহ যেগুলো কেবলমাত্র রপ্তানীর জন্য কাঁচামাল বণ্ডেড ব্যবস্থায় চালু আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণের উপর সুদের হার ৯% ধার্য করা হয়েছে।

২ পাট শিল্পের (জুট স্পিনিং মিলস) চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদানকারী ব্যাংক ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ থেকে সংশ্লিষ্ট মিলকে তাদের পাটজাত দ্রব্যের আহরণীকরণের পর পূর্ব নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী ২৫% হারে সুদের টাকা ফেরত দেবে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ক। ব্যাংক রেট এবং তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগামের /ঋণের উপর সুদের হার
A. Bank Rate and Scheduled Banks' Interest Rates on Deposits and Loans/ Advances

(বার্ষিক শতকরা হারে)
(Percent per annum)

1	2	3	4	5	6	7

৩ শিল্প (পাট শিল্প ব্যতীত) ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণ এবং ৫ বৎসর/তদূর্ধ্ব মেয়াদী শিল্প প্রকল্পের জন্য মেয়াদী ঋণের সুদের হার ১লা মার্চ, ১৯৮৬ থেকে ১৪.৫% হতে কমিয়ে ১৪.০% করা হয়েছে। ৫ বৎসরের কম শিল্প প্রকল্পের জন্য মেয়াদী ঋণের সুদের হার ১লা মার্চ, ১৯৮৬ থেকে ১৪.৫% ধার্য হয়েছে। পাট শিল্পের (জুট স্পিনিং মিলসহ) জন্য চলতি মূলধন ঋণের সুদের হার ১লা মার্চ, ১৯৮৬ থেকে ১৪.৫% হতে কমিয়ে ১৪.০% করা হয় এবং ঋণদানকারী ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট মিলকে তাদের পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি জাহাজীকরণের পর পূর্ব নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী ২.০% হারে সুদের টাকা ফেরত দেবে। ১লা জুন, ১৯৮৬ থেকে পাট শিল্পের (জুট স্পিনিং মিলসহ) জন্য চলতি মূলধন ঋণের সুদের হার আরও কমিয়ে ১২.০% করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ১লা জুন, ১৯৮৬ বা তার পরে পাটজাত দ্রব্য জাহাজীকরণের জন্য মিলগুলোকে কোন সুদের টাকা ফেরত দেয়া হবে না।

1 Effective from July 1, 1983 the rate of interest on working capital loans to export-oriented fish-freezing units and export-oriented industries operating under customs-bonded arrangement exclusively for export sales would be 9.0%.

2 In case of working capital finance to jute mills including jute spinning mills effective from February 1, 1985 the financing bank would refund interest @ 2.5% as per prescribed procedure to the mills concerned as and when shipment of the jute goods was effected.

3 The rate of interest on working capital loans to industries (excluding jute industries) and also the rate on term finance for industrial projects extended for a period of 5 years and above have been reduced to 14.0% from 14.5% with effect from March 1, 1986. The rate of interest on term finance for industrial projects extended for a period of less than 5 years would be 14.5% effective from March 1, 1986. The rate of interest on working capital finance to jute mills and jute spinning mills was reduced from 14.5% to 14.0% with effect from March 1, 1986 with the provision that financing bank would refund interest @ 2% as per prescribed procedure to the mills concerned as and when shipment of the jute goods was effected. The rate of interest on working capital loans to jute industries including jute spinning mills was further reduced to 12.0% w. e. f. June 1, 1986 and it was decided that no refund of interest would be allowed on shipments made on or after June 1, 1986.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ক। ব্যাংক রেট এবং তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত ও অগ্রিমের/ঋণের উপর সুদের হার
A. Bank Rate and Scheduled Banks' Interest Rates on Deposits and Loans/Advances

(বার্ষিক শতকরা হারে)
(Percent per annum)

1	2	3	4	5	6	7

৪ শিল্প (পাট শিল্প এবং রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় অবস্থিত শিল্প বাদে) ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণের সুদের হার ১৪.০% এ অপরিবর্তিত থাকে। পাট শিল্পের (পাট স্পিনিং মিলসহ) চলতি মূলধন ঋণের সুদের হার ১লা জুলাই, ১৯৮৬ থেকে ১২.০% হতে কমিয়ে ৯.০% করা হয়। রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় অবস্থিত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন শিল্পের চলতি মূলধন ঋণের সুদের হার ১লা অক্টোবর, ১৯৮৬ থেকে ৯.০% করা হয়। রপ্তানীমুখী মাছ হিমায়িতকরণ ইউনিট এবং রপ্তানীমুখী শিল্প যেগুলো কেবলমাত্র রপ্তানীর জন্য কাঁচামাল বন্ডেড ব্যবস্থায় চালু আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণের সুদের হার ৯% এ অপরিবর্তিত আছে।

4 The rate of interest on working capital loans to industries (excluding jute industries and industries in the EPZ) remained unchanged at 14.0%. The rate of interest on working capital loans to jute industries (including jute spinning mills) has been reduced to 9.0% from 12.0% w. e. f. July 1, 1986. The rate of interest on working capital loans to industries in the EPZ with 100% Bangladeshi ownership would be 9.0% w. e. f. October 1, 1986. The rate of interest for export oriented fish freezing units and export-oriented industries remained unchanged at 9%.

1	2	3	4	5	6	7
চ) অনুন্নত এলাকায় অন্যান্য শিল্পের জন্য f) For other industries in less developed areas	11.5	13.0	13.0	13.0	10.0-13.5 (Details given at sub-head 'B')	10.0-13
ছ) বিশেষ ঋণ g) Special Credit :						
অ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বিশেষ অর্থনৈতিক জোনের জন্য ঋণ i) Loans given in the Special Economic Zone (SEZ) of Chittagong Hill Tracts region	11.0	5.0*	5.0	5.0	5.0	5.0

* ১৬ই এপ্রিল, ১৯৮৪ থেকে (ব্যবসা-বাণিজ্যের ঋণ ব্যতীত) কার্যকর। ১৬ই অক্টোবর, ১৯৮০ থেকে ১৭ই এপ্রিল, ১৯৮৪ পর্যন্ত এ সুদের হার ছিল ১৩%।

* Effective from April 18, 1984 excepting the loans on trading purpose. The rate was 13% during October 16, 1980 to April 17, 1984.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ক। ব্যাংক রেট এবং তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগামের / ঋণের উপর সুদের হার

A. Bank Rate and Scheduled Banks' Interest Rates on Deposits and Loans/ Advances

(বার্ষিক শতকরা হারে)
(Percent per annum)

1	2	3	4	5	6	7
আ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প, লবণউৎপাদনকারী, স্বনিয়োগ কর্মসূচী ইত্যাদির জন্য বিশেষ ঋণ ii) Small loan scheme, special credit for salt growers, self employment programme, etc.	–	13.0*	13.0	13.0	13.0	13.0

* ১লা এপ্রিল, ১৯৮৪ থেকে বার্ষিক ১৩% সুদের হারের উপর ২% হারে সার্ভিস চার্জ আরোপ করা হয়েছে।
* Service charge at 2% over the normal interest rate of 13% are applied with effect from April 1, 1984.

1	2	3	4	5	6	7
জ) গ্রাম ও শহর এলাকায় বাড়ী তৈরীর জন্য ঋণ h) Loans for construction of house in rural areas and urban areas	–	5.0 (Rural areas w.e.f. January, 1984)	5.0	5.0	5.0	5.0
		16.0 (Urban areas w.e.f. Dec. 22, 1983)	16.0	16.0	16.0	16.0
ঝ) অভ্যন্তরীণ ব্যবসা–বাণিজ্যের জন্য ঋণ i) Advances for internal trading	–	16.0 (w.e.f. Dec. 5, 1981)	a) 16.0 (Upto Tk. 1 Lakh)	16.0	16.0	16.0
			b) 18.0 (Exceeding Tk. 1 lakh)	18.0	18.0	18.0

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ক। ব্যাংক রেট এবং তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগাম /ঋণের উপর সুদের হার

A. Bank Rate and Scheduled Banks Interest Rates on Deposits and Loans/ Advances

(বার্ষিক শতকরা হারে)
(Percent per annum)

	2	3	4	5	6	7
ঞ) আমদানী ঋণপত্র খোলার জন্য সুদের হার j) Interest on Import letters of credit	–	–	–	–	17.0 (Maximum)	17.0 (Maximum)
ট) স্থায়ী আমানতের (এফ–ডি–আর) বিপরীতে ঋণ k) Advances against FDR	–	20.0 (w.e.f. December 1, 1984)	Effective from March 1,1985 the rate is 3% above the rate of interest allowed on the relevant FDR upto Tk 1lakh. Exceeding Tk. 1 lakh the interest rate is 20%.			
ঠ) আন্তঃব্যাংক কলমানী অর্থের জন্য সুদ l) Inter-Bank call Money Rate	–	–	–	–	–	10.75-15.0

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

খ। মেয়াদী ঋণের উপর নির্ধারিত সুদের হার১ (১লা জুলাই, ১৯৮৬ থেকে কার্যকর)@
B. Rates of Interest on Term Loans[1] (Effective from July 1, 1986)@

(বার্ষিক শতকরা হারে)
(Percent per annum)

ডেট–ইকুইটি অনুপাত Debt-equity Ratio	উন্নত/স্বল্পোন্নত এলাকা Developed/ Less developed areas	অনুন্নত এলাকা Least developed areas	দেশে প্রস্তুত মূলধনী দ্রব্য ব্যবহারকারী শিল্প For industries using domestically produced capital goods	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ২ Small[2] and Cottage Industries
৬০:৪০ 60: 40	12.0	11.0	10.0	10.0 (Irrespective of debt-equity ratio and place of location of the project)
৭০:৩০ 70:30	13.0	12.0	11.0	
৮০:২০* 80:20 *	13.5	12.5	11.5	

১ ১লা অক্টোবর, ১৯৮৬ হতে ব্যাংক মেয়াদী ঋণের উপর সর্বোচ্চ ২% হারে সার্ভিস চার্জ (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ঋণের ক্ষেত্রে এ চার্জ প্রযোজ্য নয়) ধার্য করতে পারবে যদি উক্ত ঋণ তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করা হয়।

২ দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ ব্যয় সম্পন্ন প্রকল্পসমূহ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

* ডেট-ইকুইটি অনুপাত ৮০:২০ উন্নত এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয়।

@ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯ পর্যন্ত।

1 It was decided on October 1, 1986 that the banks may realise service charge (not applicable for small and cottage industries) on term loans at a rate not exceeding 2% provided the loans are extended from their own resources.

2 Projects with investment expenditure upto Tk. 1.50 crores.

* Debt-equity ratio of 80:20 is not applicable for developed areas.

@ upto December 31, 1989.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

গ। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থান/পাল্টা অর্থসংস্থান এর উপর সুদের হার

c. Rates of Interests for the Bangladesh Bank's Refinance/Counter Finance to Scheduled Banks

(বার্ষিক শতকরা হারে)
(Percent per annum)

পণ্য/খাতসমূহ Commodities/Sectors	পুনঃঅর্থসংস্থানের উপর সুদের হার (৩০–৬–১৯৮৮থেকে)@ Rate of interest on Refinance (Effective from 30-6-1988)@
ক) পুনঃঅর্থসংস্থানঃ a. Refinance :	
১) পাট (পাট খাতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণের শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত) 1) Jute (To the extent of 30% of the total credit extended by banks to the jute sector)	2.5
২) খোলা চায়ের জন্য রপ্তানী ঋণ (মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বাদে মোট আগামের স্থিতির শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত) 2) Export Credit for Loose Tea (To the extent of 100% outstanding advances less overdues)	5.5
৩) অপ্রচলিত পণ্যের জন্য জাহাজীকরণ–পূর্ব রপ্তানী ঋণঃ 3) Pre-shipment Export Credit for Non-traditional items:	
ক) ব্যাংকসমূহের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বাদে মোট আগামের স্থিতির শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত i) 100% of the pre-shipment export finance of banks less overdues	5.5
খ) হালকা প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, হস্তশিল্পজাত পণ্য এবং হস্তচালিত তাঁতের কাপড়–এই তিনটি অপ্রচলিত পণ্যের জাহাজীকরণ–পূর্ব রপ্তানী ঋণ(মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বাদে মোট আগামের স্থিতির শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত) ii) Pre-shipment export credit for three non-traditional items only, viz., light engineering and electronic goods, handicrafts and handloom products (100% of the pre-shipment export finance of banks less overdues)	3.5

@ [illegible]
@ upto December 31, 1989.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

গ। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থান/পাল্টা অর্থসংস্থান এর উপর সুদের হার
C. Rates of Interests on Bangladesh Bank's Refinance/Counter Finance to Scheduled Banks

(বার্ষিক শতকরা হার)
(Percent per annum)

পণ্য/খাতসমূহ Commodities/Sectors	পুনঃঅর্থসংস্থানের উপর সুদের হার (৩০-৬-১৯৮৮ থেকে)@ Rates of Interest on Refinance (Effective from 30-6-1988)@
৪) চিনি কলসমূহের জন্য (চিনিকলগুলোতে প্রদত্ত মোট ঋণের শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত) 4) Sugar Mills (50% of the credit extended by banks to sugar mills)	10.75 (Bank Rate)
৫) শিল্পের চলতি মূলধন ঋণের জন্য (১৯৮৫ সালের জুলাই এবং তারপর স্থাপিত শিল্পের ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত মোট চলতি মূলধন ঋণের শতকরা ৫০ভাগ পর্যন্ত) 5) Working Capital Loans to industries (50% of the Credit extended by banks as working capital loans to industries established on or after July 1, 1985)	10.75 (Bank Rate)
৬) রপ্তানী বিলের জন্য (প্রচলিত পণ্যের জন্য বিলের শতকরা ৫০ভাগ এবং অপ্রচলিত পণ্যের জন্য বিলের শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত) 6) Export Bills (To the extent of 50% and 100% of the bills in respect of traditional and non-traditional exports respectively)	5.5
৭) শুল্ক প্রত্যর্পণ স্কীম (শুল্ক প্রত্যর্পণ স্কীমের অধীনে প্রদত্ত ঋণের শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত) 7) Duty Draw-back Credit Scheme (to the extent of 100% of loans extended under Duty-Draw-back Credit Scheme)	Free of Interest
৮) প্রকল্পে অর্থযোগানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (১৯৮৬ সালের ১লা জুলাই অথবা তারপর প্রকল্পে অর্থ যোগানের জন্য অনুমোদিত ঋণের বিপরীতে) 8) Term Loans for Project Finance (Against term Loans sanctioned on or after July 1, 1986 for project finance)	2 percent below the normal rate of interest charged by the banks
৯) ট্যানারী ইউনিটসমূহের (বর্তমানে চালু) তারল্যায় বিধান, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য ঋণের শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত 9) Tannery Units (BMRE finance of the existing tannery units to the extent of 100% of such finance)	10.75 (Bank Rate)

@ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫ পর্যন্ত।
@ upto December 31, 1985.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

গ। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থান/পাল্টা অর্থসংস্থান এর উপর সুদের হার
C. Rates of Interests on Bangladesh Bank's Refinance/Counter Finance to Scheduled Banks

(বার্ষিক শতকরা হার)
(Percent per annum)

পণ্য/খাতসমূহ Commodities/Sectors	পুনঃঅর্থসংস্থানের উপর সুদের হার (৩০-৬-১৯৮৮ থেকে) @ Rate of interest on Refinance (Effective from 30-6-1988) @
১০। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকার জন্য স্থানীয় মুদ্রায় অগ্রিমের শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত অর্থ যোগানকারী ব্যাংকসমূহ শতকরা ৫ ভাগ হার সুদে এ ঋণ বিতরণ করবে) 10) 100% of local currency advances in SEZ of Chittagong Hill Tracts Region (The Financing bank would disburse these loans at an interest of 5% per annum)	1.5
১১। আই, ডি, এ, ঋণ ১০৬৫-বিডি'র আওতায় পুনঃঅর্থসংস্থান 11) Refinance under IDA Credit No-1065-BD	5.0
অ) ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত a) Upto Tk. 5 lakhs	5.0
আ) ৫ লক্ষ টাকার অধিক এবং ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত b) Above Tk. 5 lakhs upto Tk. 15 lakhs	6.0
ই) ১৫ লক্ষ টাকার অধিক এবং ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত c) Above Tk. 15 lakhs upto Tk. 30 lakhs	7.0
খ) পাল্টা অর্থসংস্থানঃ b) Counter-Finance:	
সরকারের খাদ্য বিভাগ এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার জন্য (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত) Government Food Department and the BADC (To the extent of the total credit allocated by the Bangladesh Bank)	10.75 (Bank Rate)

@ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯ পর্যন্ত
@ upto December 31, 1989.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

গ। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থান/পাল্টা অর্থসংস্থান এর উপর সুদের হার

C. Rates of Interests on Bangladesh Bank's Refinance/Counter Finance to Scheduled Banks

গ। কৃষি ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থানের জন্য সুদের হারসমূহ (৩০-৬-১৯৮৮ থেকে)@

c) Matrix of Interest Rates on Refinance against Agricultural Loan ; Effective from 30-6-1988) @

পুনঃঅর্থসংস্থানের জন্য বার্ষিক শতকরা সুদের হার Rates of Interest on Refinance (in percent per annum)	পুনঃঅর্থসংস্থান বিতরণের শতকরা হার Refinance Scale as percentage of Disbursement		
	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ Commercial Banks	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক BKB and RKUB	বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড (বিএসবিএল)/ আইডিএ ক্রেডিট নং-১১৪৭-বিডি BSBL/IDA Credit No. 1147-BD
7.5	৫০% এর নিচে Below 50%	৫০% পর্যন্ত upto 50%	সকল প্রকার পুনঃঅর্থসংস্থানের জন্য শতকরা ৮.৫ ভাগের একই হার প্রযোজ্য। Flat rate of 8.5 percent for all categories of refinance.
8.5	৫০% থেকে ৬০% এর নিচে 50% to below 60%	৫০% এর অধিক হতে ৯০% পর্যন্ত Above 50% upto 90%	
9.5	৬০% থেকে ৮০% এর নিচে 60% to below 80%	৯০% এর অধিক হতে ৯৫% পর্যন্ত Above 90% upto 95%	
10.75	৮০% থেকে ১০০% পর্যন্ত From 80% upto 100%	৯৫% এর অধিক হতে ১০০% পর্যন্ত Above 95% upto 100%	

@ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯ পর্যন্ত।

@ upto December 31, 1989.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হারকাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ঘ। অ–নিবাসী (নন্–রেসিডেন্ট) বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে আমানতের উপর সুদের হার *
D. Rates of Interest on Non-Resident Foreign Currency Deposit (NFCD)Account*

(বার্ষিক শতকরা হারে)
(Percent per annum)

আমানতের মেয়াদ (Maturity of Deposits)	জুন ৩০, ১৯৮৯ (June 30, 1989)		জুন ৩০, ১৯৯০ (June 30,1990)	
	মার্কিন ডলার (U. S.Dollar)	পাউন্ড স্টার্লিং (Pound Sterling)	মার্কিন ডলার (U.S.Dollar)	পাউন্ড স্টার্লিং (Pound Sterling)
১ মাস 1 month	9.62	13.62	8.12	15.00
৩ মাস 3 months	9.40	13.81	8.22	15.00
৬ মাস 6 months	9.44	13.75	8.31	15.00
১ বছর 1 year	9.41	13.56	8.53	14.93

* সাধারণতঃ এ সুদের হার মাসে একবার পুনঃনির্ধারিত করা হয়।
* These rates are generally refixed every month.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হারকাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ঙ। ব্যাংকিং খাতের সুদের নতুন হার–কাঠামো (১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ থেকে কার্যকর)
E. New Interest Rates Structure of the Banking Sector (Effective from 1st January, 1990)

(১) ব্যাংক রেট
(1) The Bank Rate — 9.75 percent per annum

(২) আমানতের উপর সুদের পরিসীমাসমূহ
(2) Interest Rates Bands on Deposits

আমানতের শ্রেণী (Category of deposits)	সুদের হারের পরিসীমা (শতকরা হিসেবে) Interest Rates Bands (In percentage)
ক) সঞ্চয়ী আমানত a) Savings Deposits	
শহরাঞ্চল (Urban) পল্লী অঞ্চল (Rural)	8.50-12.00
খ) মেয়াদী আমানত b) Fixed/ Term Deposits	
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম 3 months and above but less than six months	
৬মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম 6 months and above but less than 1 year	10.50-14.25
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম 1year and above but less than 2 years	
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম 2 years and above but less than 3 years	
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব 3 years and above	

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ঙ. ব্যাংকিং খাতের সুদের নতুন হার–কাঠামো (১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ থেকে কার্যকর)
E. New Interest Rates Structure of the Banking Sector (Effective from 1st January, 1990)

(৩) অগ্রিমের উপর সুদের হারের পরিসীমা এবং ভর্তুকির হারসমূহ
(3) Interest Rates Bands and Rates of Subsidy on Advances

(শতকরা হিসেবে)
(In percentage)

ঋণের শ্রেণীবিন্যাস (Category of loans)	সুদের হারের পরিসীমা (Interest Rates Bands)	ভর্তুকির হার (Rates of Subsidy)
১। কৃষি (1) Agriculture	16.0	1.1
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদী ঋণ (2) Large and Medium Scale Industry (Term Loan)	13.0-17.0	—
৩। পাট শিল্পের চলতি মূলধন (3) Working Capital (Jute)	9.0	6.1
৪। পাট ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের চলতি মূলধন (4) Working Capital (other than Jute)	12.0-15.0	—
৫। পাটব্যবসা (5) Jute Trading	16.0	—
৬। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী (6) Jute and Jute Goods Exports	8.0-11.0	2.6
৭। অন্যান্য রপ্তানী (7) Other Exports	8.0-11.0	2.6
৮। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ (8) Other Commercial Lending	18.0 (Max.)	—
৯। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ (9) Urban Housing	12.0-15.0	—

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ঙ। ব্যাংকিং খাতের সুদের নতুন হার–কাঠামো (১লা জানুয়ারী , ১৯৯০ থেকে কার্যকর)
E. New Interest Rates Structure of the Banking Sector (Effective from 1st January, 1990)

(৩) অগ্রিমের উপর সুদের হারের পরিসীমা এবং ভর্তুকির হারসমূহ
(3) Interest Rates Bands and Rates of Subsidy on Advances

(শতকরা হিসেবে)
(In percentage)

ঋণের শ্রেণীবিন্যাস (Category of loans)	সুদের হারের পরিসীমা (Interest Rates Bands)	ভর্তুকির হার (Rates of Subsidy)
১০। বিশেষ কর্মসূচীঃ (10) Special Program:		
ক) ক্ষুদ্র শিল্পে (মেয়াদী ঋণ) a) Small Industries (Term Loan)	10.0	6.6
খ) অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী b) Other special program	8.0-13.0	2.6
১১। অন্যান্য (11) Others	12.0-20.0	-

নোটঃ বর্তমানে প্রচলিত ঋণসমূহ সহ সমুদয় ঋণ উপরোক্ত ১১টি খাতের যে কোনটিতে শ্রেণীভুক্ত হতে হবে।
Note: Every loan including all existing loans by the banks will be classified into one of the above eleven lending categories.

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য
BALANCE OF PAYMENTS

সারণী - ১১
TABLE-XI

দফা/খাতসমূহ Items/Sectors	১৯৮৮-৮৯ 1988-89		১৯৮৯-৯০ (সাময়িক) 1989-90 (Provisional)	
	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন ডলার In million US $	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন ডলার In million US $
রপ্তানী (এফ, ও, বি) Export (f. o. b.)	4116.1	1281	4892.9	1486
আমদানী (সি এন্ড এফ) Import (C&F)	-10847.7	-3375	-12374.3	-3759
তন্মধ্যেঃ খাদ্য শস্য* Of which: Food grains	(1202.0)	(374)	(1129.2)	(343)
বাণিজ্যের স্থিতি Trade Balance	-6731.6	-2094	-7481.4	-2273
সেবা (নীট): Services (Net):	-395.0	-123	-356.1	-108
ক) অন্তঃপ্রবাহ Inflows	1255.7	391	1469.1	446
খ) বহিঃপ্রবাহ Outflows	-1650.7	-514	-1825.2	-554
তন্মধ্যেঃ সুদ পরিশোধ Of which: Interest Payment	(585.1)	(182)	(591.3)	(179.6)
অপরিশোধ্য বেসরকারী হস্তান্তর Private unrequited transfers	2686.0	836	2632.9	802
চলতি হিসাবের ভারসাম্য (Current Account Balance)	-4440.6	-1381	-5204.6	-1579
মূলধন হিসাব (নীট) Capital Account (Net)	4458.2	1387	4875.8	1479

* Source : Planning Commission

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য
BALANCE OF PAYMENTS

সারণী –১১ (চলমান)
TABLE-XI (Contd.)

দফা/খাতসমূহ Items/Sectors	১৯৮৮–৮৯ 1988-89		১৯৮৯–৯০ (সাময়িক) 1989-90 (Provisional)	
	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন ডলার In million US. $	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন ডলার In million US. $
সাহায্য প্রাপ্তি Aid disbursements	5362.5	1668	5957.4	1810
খাদ্য Food	(729.4)	(227)	(617.3)	(188)
পণ্য Commodity	(1728.0)	(537)	(1503.6)	(457)
প্রকল্প Project	(2905.1)	(904)	(3836.5)	(1165)
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ Amortization Payments	-546.7	-170	-579.4	-176
খাদ্য খাতে ঋণ (নীট) Food credits (Net)	136.8	43	68.3	-21
ক) ধার Borrowings	(176.8)	(55)	-	-
খ) পরিশোধ Repayment	(-40.0)	(-12)	(-68.3)	(-21)
ট্রাষ্ট ফান্ড Trust Fund	-73.5	-23	-42.9	-13
বিমান ক্রয়ের জন্য ঋণ (নীট) Aircraft loan (Net)	142.7	44	32.8	10
বি, পি, সি'র জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ Short term to BPC	-	-	49.4	15
অন্যান্য মূলধন Other Capital	-431.6	-134	-372.0	-113

* Source : Planning Commission

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য
BALANCE OF PAYMENTS

দফা/খাতসমূহ Items/Sectors	১৯৮৮-৮৯ 1988-89		১৯৮৯-৯০(সাময়িক) 1989-90 (Provisional)	
	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন ডলার In million US $	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন ডলার In million US $
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ Errors and omissions	-132.0	-41	-101.2	-33
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য Overall Balance	17.6	5	328.8	-100
আর্থিক প্রবাহ (–বৃদ্ধি) Monetary movements (-increase)	-17.6	-5	328.8	100
বাংলাদেশ ব্যাংক Bangladesh Bank	-85.2	-27	742.8	226
বৈদেশিক মুদ্রা Foreign Exchange	-378.9	-118	1365.0	415
দায় Liabilities	292.7	91	-622.2	-189
তন্মধ্যেঃ ফান্ডের ঋণ Of which: Fund credit	(292.7)	(91)	(-497.1)	(-151)
প্রাপ্তি Purchase	(557.6)	(173)	—	—
পরিশোধ Repurchase	264.9	(-82)	(-497.1)	(-151)
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আমানত Official deposits changes	(-)	(-)	(-125.1)	(-38)
বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ Commercial Banks	68.6	21	-414.0	-126
ক) সম্পদ a) Assets	65.8	20	-60.6	-19
খ) দায় b) Liabilities	2.8	*	-353.4	-107

পণ্য রপ্তানী (আয়)

MERCHANDISE EXPORTS (RECEIPTS)

সারণী-১২
TABLE-XII

পণ্য/খাতসমূহ Commodity /Sectors	১৯৮৮-৮৯ 1988-89		১৯৮৯-৯০ 1989-90	
	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন ডলার In million US $	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন ডলার In million US. $
মোট রপ্তানী (এফ ও বি) Total Exports (FOB)	**4116.1**	**1281**	**4892.9**	**1486**
১। কাঁচা পাট 1. Raw Jute	268.3	83	370.7	112
২। পাটজাতদ্রব্য 2. Jute goods	959.7	299	1013.0	308
৩। চা 3. Tea	135.2	42	115.9	35
৪। চামড়া 4. Leather	450.1	140	548.9	167
৫। মাছ, চিংড়ি ও ব্যাঙের পা 5. Fish, shrimps and Frog-Legs	535.3	167	559.5	170
৬। তৈরী পোশাক 6. Readymade Garments	1378.0	429	1949.2	592
৭। ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল ও বিটুমিন 7. Naptha, furnace oil and Bitumen	51.8	16	55.1	17
৮। নিউজপ্রিন্ট 8. Newsprint	13.5	4	12.2	4
৯। সার 9. Fertilizers	168.7	52	34.3	10
১০। অন্যান্য 10. Others	155.5	49	234.1	71

*উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

*Source : Statistics Department, Bangladesh Bank.

পণ্য আমদানী (ব্যয়)
MERCHANDISE IMPORTS (PAYMENTS)

সারণী-১৩
TABLE-XIII

পণ্য/খাতসমূহ Commodity/Sectors	১৯৮৮-৮৯ 1988-89		১৯৮৯-৯০ 1989-90	
	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন ডলার In million US. $	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন ডলার In million US. $
মোট আমদানী(সি এন্ড এফ) Total Imports (C & F)	10847.7	3375	12374.3	3759
১। খাদ্য শস্য 1. Food grains	1202.0	374	1129.2	343
ক) চাল a) Rice	(54.6)	(17)	(335.8)	(102)
খ) গম b) Wheat	(1147.4)	(357)	(793.4)	(241)
২। ভোজ্যতেল ও তৈলবীজ 2. Edible oil and oil seeds	407.6	127	529.5	161
৩। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য 3. Petroleum crude and petroleum products	823.0	256	976.2	297
৪। তুলা 4. Cotton	158.9	49	285.0	87
৫। সুতা 5. Textile yarn	118.8	37	176.2	54
৬। সার 6. Fertilizers	143.1	45	152.0	46
৭। রাসায়নিক দ্রব্য 7. Chemicals	611.4	190	853.1	259
৮। সিমেন্ট 8. Cement	191.5	60	321.1	98
৯। চিনি 9. Sugar	83.2	26	144.6	44
১০। মূলধনী দ্রব্য ও আনুষঙ্গিক উপকরণ 10. Capital goods and other accessories	3502.1	1090	4267.3	1296
১১। অন্যান্য 11. Others	3606.1	1121	3540.1	1074

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
Source : Statistics Department, Bangladesh Bank.

বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ পরিশোধ
FOREIGN AID, EXTERNAL DEBT AND DEBT SERVICE

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
(In million US $)

বিবরণ Particulars	১৯৮৮-৮৯ 1988-89	১৯৮৯-৯০ 1989-90
১। বৈদেশিক সাহায্যঃ 1. Foreign Aid:		
ক) বছরের মোট বিতরণ a) Gross disbursement during the year	1,669	1,810
খ) বছরের মোট অঙ্গীকার b) Gross commitment during the year	1,865	2,144
গ) ১৯৭২ সাল থেকে মোট অঙ্গীকার c) Total commitment since 1972	23,928	26,092
ঘ) ১৯৭২ সাল থেকে মোট বিতরণ d) Total disbursement since 1972	18,919	20,729
২। ঋণ পরিশোধ 2. Debt Service	341	290
৩। ৩০শে জুনে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি 3. Outstanding External debt as on June, 30	9,480	10,348
৪। ঋণ পরিশোধ/রপ্তানী অনুপাত 4. Debt Service/Export Ratio	25.62	19.52

সূত্র ঃ পরিকল্পনা কমিশন।
Source: Planning Commission.

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ
INTERNATIONAL RESERVES

বছর (জুন শেষের অবস্থা) Year (End of June)	মোট মজুদ (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের রক্ষিত মজুদসহ) Total Reserves (Including IMF Reserve position)	
	মিলিয়ন টাকা In million Taka	মিলিয়ন মার্কিন ডলার In million US Dollar
১৯৭৭–৭৮ 1977-78	4048	269
১৯৭৮–৭৯ 1978-79	5940	393
১৯৭৯–৮০ 1979-80	4053	275
১৯৮০–৮১ 1980-81	4523	250
১৯৮১–৮২ 1981-82	2698	122
১৯৮২–৮৩ 1982-83	8765	358
১৯৮৩–৮৪ 1983-84	13595	539
১৯৮৪–৮৫ 1984-85	11068	395
১৯৮৫–৮৬ 1985-86	14408	476
১৯৮৬–৮৭ 1986-87	22151	715
১৯৮৭–৮৮ 1987-88	26963	856
১৯৮৮–৮৯ 1988-89	29454	913
১৯৮৯–৯০ 1989-90	18161	520

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার
(টাকা-ডলার সরকারী হারের গড়)

EXCHANGE RATES
(Period Average of Official Rates)

বছর /মাস Year/Month	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা Taka per US Dollar
	বার্ষিক গড় (Annual Average)
১৯৭৭-৭৮ 1977-78	15.1168
১৯৭৮-৭৯ 1978-79	15.2231
১৯৭৯-৮০ 1979-80	15.4900
১৯৮০-৮১ 1980-81	16.2586
১৯৮১-৮২ 1981-82	20.0652
১৯৮২-৮৩ 1982-83	23.7953
১৯৮৩-৮৪ 1983-84	24.9437
১৯৮৪-৮৫ 1984-85	25.9634
১৯৮৫-৮৬ 1985-86	29.8861
১৯৮৬-৮৭ 1986-87	30.6294
১৯৮৭-৮৮ 1987-88	31.2422
১৯৮৮-৮৯ 1988-89	32.1399
১৯৮৯-৯০ 1989-90	32.9214

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার
(টাকা–ডলার সরকারী হারের গড়)

EXCHANGE RATES
(Period Average of Official Rates)

বছর /মাস Year / Month	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা Taka per US Dollar (মাসিক গড়) (Monthly Average)
জুলাই,১৯৮৯ July,1989	32.27
আগষ্ট,১৯৮৯ August,1989	32.27
সেপ্টেম্বর,১৯৮৯ September,1989	32.27
অক্টোবর,১৯৮৯ October,1989	32.27
নভেম্বর, ১৯৮৯ November,1989	32.27
ডিসেম্বর, ১৯৮৯ December,1989	32.27
জানুয়ারী, ১৯৯০ January,1990	32.27
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ February,1990	32.27
মার্চ, ১৯৯০ March,1990	33.78
এপ্রিল,১৯৯০ April,1990	33.88
মে,১৯৯০ May,1990	34.48
জুন,১৯৯০ June,1990	34.90

সারণী-১৭
TABLE-XVII

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থপ্রেরণ
WAGE EARNERS' REMITTANCE

বছর/সময় Year/Period	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ (Remittance)	
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার In Million US Dollar	কোটি টাকা In Crore Taka
১৯৭৭-৭৮ 1977-78	101.98	154.16
১৯৭৮-৭৯ 1978-79	124.04	186.83
১৯৭৯-৮০ 1979-80	248.84	385.45
১৯৮০-৮১ 1980-81	378.74	619.74
১৯৮১-৮২ 1981-82	412.38	839.65
১৯৮২-৮৩ 1982-83	617.28	1480.15
১৯৮৩-৮৪ 1983-84	596.40	1491.00
১৯৮৪-৮৫ 1984-85	439.10	1140.54
১৯৮৫-৮৬ 1985-86	555.10	1661.11
১৯৮৬-৮৭ 1986-87	686.40	2136.25
১৯৮৭-৮৮ 1987-88	737.00	2303.90
১৯৮৮-৮৯ 1988-89	771.00	2477.43
১৯৮৯-৯০ 1989-90	760.53	2496.10

সারণী – ১৮
TABLE-XVIII

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যালয়সমূহ
(৩০শে জুন, ১৯৯০)
OFFICES OF THE BANGLADESH BANK
(As on June 30, 1990)

প্রধান কার্যালয়
Head Office

ঢাকা
Dhaka

অফিসসমূহ
Offices at

মতিঝিল (ঢাকা)
MOTIJHEEL(DHAKA)

সদরঘাট (ঢাকা)
SADARGHAT (DHAKA)

চট্টগ্রাম
CHITTAGONG

খুলনা
KHULNA

বগুড়া
BOGRA

রাজশাহী
RAJSHAHI

সিলেট
SYLHET

তফসিলী ব্যাংকসমূহের তালিকা
(৩০শে জুন, ১৯৯০)

LIST OF THE SCHEDULED BANKS
(As on June 30,1990)

১। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ (৭)

1. NATIONALISED BANKS (7)

ক) বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৪)

(a) Commercial Banks (4)

১) সোনালী ব্যাংক

1) Sonali Bank

২) জনতা ব্যাংক

2) Janata Bank

৩) অগ্রণী ব্যাংক

3) Agrani Bank

৪) রূপালী ব্যাংক লিমিটেড *

4) Rupali Bank Limited *

(খ) বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ (৩)

(b) Specialised Banks (3)

১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

1) Bangladesh Krishi Bank

২) বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

2) Bangladesh Shilpa Bank

৩) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

3) Rajshahi Krishi Unnayan Bank

২। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (১০)

2. PRIVATE COMMERCIAL BANKS(10)

১) পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

1) Pubali Bank Limited

২) উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

2) Uttara Bank Limited

৩) আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড

3) Arab Bangladesh Bank Limited

---

* ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শতকরা ৫১ ভাগ মালিকানা সরকারী খাতে রেখে রূপালী ব্যাংককে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয়।

* By keeping 51 percent ownership in the Government sector, the Rupali Bank was transformed into a public limited company in December, 1986.

তফসিলী ব্যাংকসমূহের তালিকা
(৩০শে জুন, ১৯৯০)
LIST OF THE SCHEDULED BANKS
(As on June 30, 1990)

৪) ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

4) International Finance Investment & Commerce Bank Limited

৫) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

5) Islami Bank Bangladesh Limited

৬) ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

6) National Bank Limited

৭) দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

7) The City Bank Limited

৮) ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

8) United Commercial Bank Limited

৯) আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

9) Al Baraka Bank Bangladesh Limited

১০) ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাষ্ট্রিস এন্ড কমার্স (বেসিক) বাংলাদেশ লিমিটেড

10) Bank of Small Industries and Commerce(BASIC) Bangladesh Limited.

৩। বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৭)

3. FOREIGN COMMERCIAL BANKS (7)

১) আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিমিটেড

1) American Express Bank Limited

২) ব্যাংক অব ক্রেডিট এন্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল (ওভারসীজ) লিমিটেড

2) Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Limited

৩) ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ

3) Bank Indosuez

৪) গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পি এল সি

4) Grindlays Bank plc

৫) দি ষ্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

5) The Standard Chartered Bank

৬) হাবিব ব্যাংক লিমিটেড

6) Habib Bank Limited

৭) ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

7) State Bank of India.

বাংলাদেশ ব্যাংকের জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইস্টার্ন কমার্শিয়াল সার্ভিস লিঃ, ৮/৪-এ তোপখানা রোড সেগুন বাগিচা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।